শুভ-পরিণয়

এক

পাড়াগাঁয়ের প্রাচীন জমিদার-বাড়ী। বিঘা তিন-চার জায়গা জুড়ে পাঁচ-সাতখানা বড় বড় বাড়ী এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে···মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের জন্য সরু সরু গলি-পথ···মাঝে মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা···বর্ষার জলে আগাছার জঙ্গলে ভর্তি হয়ে উঠেছে। পথও এবড়ো-খেবড়ো···আগাগোড়া সমতল নয়। এ-পাশে ও-পাশে দু-একটা আম, কাঁঠাল, নারিকেলের বাগান আর দু-একটা পুকুর। জলের সুবিধা হবে বলে পুকুরগুলোর পাড় ঘেঁষে পল্লীর মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র অধিবাসীরা ঘর বেঁধে বাস করে। তাদের সংখ্যা অনেক। বহু দূর থেকে তাদের ঝগড়াঝাঁটি, কান্না-হাসি ও ছেলেদের কোলাহল শোনা যায়। তার ওপাশে হাট-বাজার।

জমিদার-বাড়ীর অধিকাংশ ঘর চাবি বন্ধ। যাঁরা অবস্থাপন্ন উপার্জনক্ষম তাঁরা যে যাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে শহরে চলে গেছেন। সেইখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করেন। পূজা-পার্বণের উৎসবে বৎসরান্তে সখ করে সপরিবারে

কেউ একবার গ্রামের বাড়ীতে আসেন, কেউ-বা আসেন না। ক'জন কর্মচারী আছে। তারা খাজনাপত্র আদায় করে। সরিকের দল হিসাব করে পুরাপুরি টাকা পান। স্ত্রীলোক আর নাবালকের দল হিসাব বোঝেন না,—বুঝলেও আদায় করবেন এমন সামর্থ্য নেই। কাজেই তাঁদের অংশের ন্যায্য প্রাপ্য প্রায় সবই উড়ে যায়। কদাচিৎ কিছু কিছু পান। তার কারণ তাঁরা নামে জমিদার। সম্পত্তির আয় না পেলেও, ব্যয়ের এবং সর্ববিধ ক্ষয়-ক্ষতির দণ্ড কিন্তু ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা তাঁদের বহন করতে হয়। এক কথায়, এই দুর্মূল্যের বাজারে তাঁদের অবস্থা বেশ শোচনীয়।

জমিদার বাড়ীর সক্ষমের দল শহরে চলে গেছেন। অক্ষম, উপার্জন-বিমুখ, আলস্য-বিলাসী ক'জন সরিক সপরিবারে বাড়ীতে আছেন। আর আছেন নিঃসন্তান-বিধবা বৃদ্ধা ছোটমা। সংসারে তাঁর কেউ নাই—আছে শুধু মৃত স্বামীর প্রচুর ঋণ, হাঁপানির ব্যারাম—জমিদারীর আড়াই-পয়সা অংশ,—আর তাঁর ভাগের একখানি মাত্র জরাজীর্ণ বাসের ঘর ও একটি রান্নাঘর। এ ছাড়াও আছে, খামখেয়ালী জ্ঞাতিদের দয়া আর পীড়নের আকস্মিক দোলা—সেজন্য তাঁর মনে উদ্বেগ আর অশান্তির বিরাম নেই এক তিল!

বাড়ীর এক-প্রান্তে তাঁর ঘর। জপ-মালা, পূজা-অর্চনা নিয়েই প্রায় সময় কাটান। রান্না-বান্না নিজের হাতেই করেন। একটি ঠিকা ঝি আছে। সে তার ইচ্ছামত কখনো আসে

কখনো আসে না। যখন আসে না, তখন বাসন-মাজা প্রভৃতি কাজও তাঁকে নিজের হাতেই করে নিতে হয়। দুর্মূল্যের বাজারে ঝি-চাকর মেলা কঠিন।

বৃদ্ধার বয়স ষাট বছর। তার উপর হাঁপানি। অলি-গলির পথ ঘুরে পুকুরে গিয়ে বাসন-মাজা, স্নান করা, রান্না-খাওয়ার জল আনা, ধুঁকতে ধুঁকতে আর সহ্য হয় না। সম্প্রতি ভাগের বাড়ীর বড় উঠানের খানিকটা ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে একটি পাতকুয়ো কাটিয়েছেন। তা নিয়ে জ্ঞাতিরা ক্রুদ্ধ হয়ে মামলা-মোকদ্দমা বাধিয়ে, বৃদ্ধাকে আরো ঋণগ্রস্ত করে ফেলেছেন। প্রতিবেশী সত্যপ্রিয় চাটুয্যে সে বিপদের দিনে হঠাৎ বৃদ্ধার পক্ষে দাঁড়ান এবং নিজে তদ্বির করে সরিকদের দেন সে মামলায় হারিয়ে। এখন তিনিই দয়া করে বৃদ্ধার সম্পত্তির আয় আদায় করিয়ে দিচ্ছেন। তাতে এ দুর্দিনে মোটেই চলে না। তবে অনাহারে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কাপট্য আর ছলনার কলুষে কলঙ্কিত পল্লীসমাজে এখনও মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন হৃদয়বান বুদ্ধিমান সৎসাহসী লোকের দেখা পাওয়া যায়, যাঁরা সাধারণতঃ সব বিষয়ে নিরীহ নির্বাক থাকেন। কিন্তু অন্যায় অত্যাচারে নিরীহ অসহায়কে উৎপীড়িত হতে দেখলে বিনা স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন—এবং প্রবল শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে এতটুকু ভয় পান না! চাটুয্যে মশায় সেই শ্রেণীর মানুষ। দয়াপরবশ হয়ে ইনি এখন বৃদ্ধা ছোটমাকে আপদে-বিপদে দেখেন।

দুই

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে আচমন করে ছোটমা আহ্নিক করছেন, উঠানে এসে রেজাক মিস্ত্রী ডাক দিলে—"ছোটমা আছেন ?"

অনেক দিনের পুরাতন প্রজা। বাড়ী মেরামতের সময় প্রায় এসে কাজ করে। পূজা-পার্বণের সময় আর পাঁচ জনের মত এসে এটা-ওটা উপহার নিয়ে যায়। তার ডাক শুনে আসন ছেড়ে ছোটমা বাইরে এলেন। বললেন—"রেজাক ? এস বাবা, ভালো আছ ?"

দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে রেজাক বললে—"ভাল। আপনি ভাল আছেন তো ? হ্যাঁ মা, আপনার ভাগের খড়গুলো কি বিক্রী করবেন ?"

"করবো। খদ্দের আছে ?"

"আমারই খড়ের দরকার মা। কত করে কাহন ?"

"কুড়ি টাকা দরে এক কাহন বিক্রী করেছি। তুমি যদি নাও, কিছু কম দিয়ো।"

অনুনয়ের স্বরে রেজাক বললে—"চোদ্দ টাকা দরে দেন মা। মা-ব্যাটার কথা।—তাই জোর করে চাইছি।"

পুরুষ অংশীদাররা নিজেদের ভাগের খড়, দেখে-শুনে

খরিদ্দার ঠিক করে বহু পূর্বে উচ্চ মূল্যে বিক্রী করেছেন। বিধবা অসহায় বৃদ্ধার খড়ের খরিদ্দার পাওয়া কঠিন। দৈবাৎ পরিচিত কেউ সন্ধান পেয়ে কিনতে আসে ত বিক্রী হয়। কতক ঐভাবে বিক্রয় হয়েছে। বাকীগুলো বর্ষার জলে ভিজে নষ্ট হচ্ছে। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে চাটুয্যে মশায়কে ব্যস্ত বিব্রত করতে কুণ্ঠা হয়—তাই বৃদ্ধা তাঁকে জানাননি।

দর কষাকষি করার অভ্যাস নাই। যা পাওয়া যায় তাই ভাল। বৃদ্ধা বললেন—"আচ্ছা, দাম নিয়ে কাল এসো, নিয়ে যেও।"

অধিকতর নম্র হয়ে রেজাক বললে—"এখনই এক তড়্পা চাই মা। নইলে গোরু আজ খেতে পাবে না। দাম আনিনি। কাল দাম দিয়ে যাব।"

নিজের খাদ্যাভাব যত থাক, তাঁর খড় থাকতে অপরের গোরু অনাহারে থাকবে—এ চিন্তা অসহনীয়। সস্তার বাজারে এমন কত খড় কত গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিয়েছেন। আজ বড় দুর্মূল্যের দিন। নিজেকে অর্ধেক দিন অনাহারে থাকতে হয়। কিন্তু হোক্ তা।

ছোটমা বললেন—"নিয়ে যাও এক তড়পা।—"

একটু ইতস্ততঃ করে আবার বললেন—"কিন্তু কথার ঠিক রেখো। কাল এসে দাম দিয়ে যেও, আর বাকী খড় নিয়ে যেও।"

বাড়ীর পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে খড়ের স্তূপ। ছোট মা গিয়ে দেখিয়ে দিলেন। রেজাক দশ

গণ্ডা খড় গুণে তড়্পা বেঁধে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বার বার বলে গেল যে, কাল সকালে, না হয় বিকালে এসে, নিশ্চয় দাম দেবে, ইত্যাদি।

পরের দিন আসা দূরে থাক, রেজাক কোন খবরও দিলে না। তারপর পনের দিন কেটে গেল, রেজাকের দেখা নেই।

সাত আনা পয়সার জন্য নয়, লোকটা মিথ্যাবাদী, কপট, এ জেনে তাঁর মন ছোট হয়ে গেল।

অথচ এ লোকটাকে দিয়ে আজ পাঁচ সাত বছর ধরে নিজের ঘরের ফুটা ছাদ ক্রমান্বয়ে মেরামত করিয়েছেন। কাজ সে ভালোই করেছে। ফাঁকি দেয়নি, যেখানটা মেরামত করেছে, সেখান দিয়ে আর জল পড়েনি। রোজ দেড় টাকা, দু-টাকা থেকে এখন তিন টাকায় দাঁড়িয়েছে নাকি। রোজগার তার ভালই। অতএব বোঝা যাচ্ছে, অভাব-বশে নয়। স্বভাব-বশেই সে প্রতারণা করেছে।

তার এ দোষ শোধরানো দরকার। কথাটা চাটুয্যে মশায়কে জানানো উচিত মনে হোল তার।

তিন

পরের দিন বৈকালে ঘরে বসে ছোটমা মালা জপ করছেন, চাটুয্যে মশায় সদর থেকে ডাক দিলেন—"ছোটমা আছেন ?"

ভাগের বাড়ী। অন্য অংশাদারদের পাঁচটা বৌ-ঝি আছে। সেজন্য তাদের সতর্ক করবার জন্যে প্রৌঢ় চাটুয্যে এমনি হাঁক-ডাক করে নিজের আসার খবর জানিয়ে তবে বাড়ীতে ঢোকেন।

বৌ-ঝিরা কেউ সে সময় উঠানে ছিল না। ছোটমা বললেন—"চাটুয্যে মশাই এসেছেন ? আসুন বাবা।"

চাটুয্যে এসে জুতো খুলে বারান্দায় ঢুকলেন। বললেন —"দোয়াত-কলম বার করুন। পঁচিশ টাকা খাজনা আদায় হয়েছে। সই করে টাকাটা নিন।"

সেকালের মানুষ হলেও ছোটমা অল্প-স্বল্প লেখাপড়া জানেন। নাম সই করতে পারেন।

আসন পেতে চাটুয্যে মশায়কে বারান্দায় বসালেন। ঘর থেকে দোয়াত-কলম আনলেন। চাটুয্যে মশায় তার হাফ-শার্টের পকেট থেকে হিসাবের খাতা আর টাকা বার করে দিলেন।

চাটুয্যে মশায়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। পেশী সবল। স্বাস্থ্যের জীবন্ত

প্রতিমূর্তির মত এই মানুষটিকে দেখলে মনে হয়, লোকটি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি কাজের মানুষ।

ছেলেবেলায় বাবা মারা যান—সেজন্য প্রথম-জীবনে খুবই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে মানুষ হয়েছেন। লেখাপড়া বেশী শেখা হয় নাই। সামান্য ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত শিখে, পাশের গ্রামের জমিদার বাড়ীতে গোমস্তার কাজ আরম্ভ করেন। সততা, কার্যদক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠার গুণে জমিদারী সেরেস্তা থেকে, বাবুদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, মামলা-মোকদ্দমা, এ সবও ক্রমে দেখতে লাগলেন। মনিব-গোষ্ঠীর অনেক হৃত-সম্পত্তি উদ্ধার করে দিলেন। জলে-ডোবা বহু টাকা ডাঙায় তুলে আনলেন। গুণগ্রাহী মনিব উদ্ধার পাওয়া সম্পত্তি থেকে কতক তাঁকে পুরস্কার হিসাবে দিলেন। চাকরি ছেড়ে এখন তিনি এ গ্রামে ঘর-বাড়ী করে চাষ-বাস করছেন। দায়ে-ঘায়ে আপদে-বিপদে মনিব-বাড়ী থেকে এখনো ডাক আসে। তিনি যান—কাজ উদ্ধার করে দিয়ে চলে আসেন। অনুরোধ, উপরোধ, ডাকাডাকি চলে খুব। কিন্তু ঘর-বাড়ী চাষ-আবাদ ছেড়ে দূরে গিয়ে চাকরি করা তাঁর আর পোষায় না। আজকের দিনে চাষের দাম অনেক।

অবকাশ সময়ে ছোটমার অংশের জমিদারীর খাজনা-পত্র আদায় করে দেন। নিরুপায় বৃদ্ধার উপকার আর নিজের অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র, অর্থাভাবে নয়।

খাতায় সই করে টাকা নিয়ে ছোটমা সসঙ্কোচে

বললেন—"বাবা, একটা কথা আছে। রেজাক মিস্ত্রীকে চেনেন ?"

"খুব চিনি।"

ছোটমা খড়ের ব্যাপার বর্ণনা করে বললেন—"লোকটাকে বিশ্বাস করে খড় দিলাম। কিন্তু..."

একটু হেসে চাটুয্যে মশায় বললেন—"ব্যাটা যাবে কোথা ? আমি আদায় করে দিচ্ছি। একটা সুখবর আছে ছোটমা, আপনার শশাঙ্ক খুব ভাল করে এম, এ, পাশ করেছে।"

শশাঙ্ক চাটুয্যে মশায়ের একমাত্র পুত্র। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, পাশের গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করে। মাষ্টারী করতে করতে একে একে আই, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। সে কখন পড়ে, কখন পরীক্ষা দেয়—বাইরের লোক এমন কি, তার মা-বাপও জানতে পারেন না। খরচ-পত্র দিতে হয় না। সে মাষ্টারী করে, টিউশনি করে বরাবর নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছে। পড়ায় শশাঙ্কর যেমন অনুরাগ—পরিশ্রম করতেও পারে তেমনি।

ছোটমা সানন্দে বললেন—"এম, এ, পাশ করেছে ? তাহলে সে এত দিন এম, এ, পড়ছিল ? তাই বিয়ে করতে চায়নি ! আপনি মিছে রাগারাগি করেছিলেন চাটুয্যে মশায়। দেখুন সে নিজের কাজ নিয়ে মেতেছিল। বেশ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। ভারী খুশী হলুম শুনে। ছেলে বাড়ী এসেছে ?"

"না, গালাগাল খাবার ভয়ে বাড়ী আসেনি। চিঠি লিখে

খবর দিয়েছে। সবই তার ভাল, কিন্তু বিয়ে করলে না—এই যা! এর পর কবেই বা বিয়ে করবে—কবেই বা ছেলেপিলে মানুষ করবে?"

একটা নিশ্বাস ফেলে ছোটমা বললেন—"ভাবনার কথা। আমার ভাই অম্নি পড়ার নেশায় মেতে, সময়ে বিয়ে-থা করলে না। এম, এ, পাশ করে প্রোফেসারী নিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে গেল। টাকা-কড়ি জমিয়ে সেখানে ঘর-বাড়ী করলে—জমিজমা কিনলে, তারপর ছত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করলে। দুটি ছেলেমেয়ে রেখে বৌ মারা গেল। তারপর ছেলেমেয়ে মানুষ হতে না হতে নিজেও মারা গেল। এখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে, পূর্ববঙ্গ ছারখার হচ্ছে। ছেলেমানুষ ভাই-বোন দু'টো জলের দামে বাড়ী-ঘর জমি-জমা বেচে কলকাতায় পালিয়ে এসেছে। মেয়েটাকে ভাগ্যে ঘরে বি, এ, পর্যন্ত পড়িয়েছিল, তাই রক্ষে। কলকাতায় এসে সে কোন মেয়ে স্কুলে চাকরি নিয়েছে: ছোট ভাইকে নিজে পড়িয়ে বেশ ভালভাবে আই, এ, পাশ করিয়েছে। এখন ভাই-বোন অকূল পাথারে ভাসছে।"

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন—"তাই মনে হয়, দাদা যদি সময় মত বিয়ে করতেন, এরা যদি আর একটু বড় হোত,—তাহলে এদের জন্যে আমায় ভাবতে হোত না।"

একটু ভেবে চাটুয্যে মশায় বললেন—"ও কথা বলছেন বটে, কিন্তু আজ পূর্ববঙ্গের অবস্থা যা শুনছি, তাতে আট দিনের কাচ

ছেলে থেকে আশি বছরের বুড়ো—সকলেই বিপন্ন। এরা তবু লেখাপড়া কিছু শিখেছে, বুদ্ধি আছে—যা হোক করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—”

“নিজের পায়ে আর কই? মাসীর বাড়ীতে রয়েছে। আমার ত এই অবস্থা, পাঁচ ভাগের বাড়ীতে বাস করি। মামলা-মোকদ্দমায় নিজেই অতিষ্ঠ। এ বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনকে আসতে বলতে ভয় করে। তবু লিখেছিলাম, দরকার হলে এখানে আসিস। জানে তো আমার দুঃখ-দুর্দশা—আসে নি।”

চার

উঠানে হঠাৎ দুড়দাড় করে দু-জোড়া জুতার শব্দ। দু'জনে চমকে দরজার দিকে চাইলেন। পরক্ষণে ভারি স্যুটকেস হাতে সুশ্রী সুন্দর চেহারার এক ভদ্র তরুণ যুবক বারান্দায় ঢুকে সানন্দে বললে—"এই যে পিসীমা!"

স্যুটকেস রেখে ছোটমাকে সে প্রণাম করলে।

নির্বাক হয়ে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে ছোটমা বললেন—"সুচারু এসেছিস্? সুব্রতা কই?"

"বাইরে কুলিদের পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে। মালগুলো এই বারান্দায় এনে রাখব, পিসীমা?"

পিসীমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইলেন। সেখানে তখন কেউ ছিল না। সভয়ে তিনি বললেন—"বারান্দা তো আমার একার নয়; পাঁচ ভাগের। ওখানে মাল রাখলে, ওঁরা এখনি চেঁচামেচি বকাবকি করবেন।"

চাটুয্যে মশায় উঠে চলে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে বললেন—"আচ্ছা এখন তো রাখুক। দরকার হয়, পরে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ীতে রাখাবো।"

উঠানে নেমে গিয়ে তিনি দেখেন দুটা বড় ট্রাঙ্ক, একটা বিছানার মোট আর এক ঝুড়ি বাসন উঠানে নামিয়ে কুলিরা

একটি মেয়ের কাছে পয়সা নিচ্ছে। মেয়েটি দেখতে সুচারুর চেয়েও সুশ্রী, সুন্দর। দোহারা গড়ন, লম্বায় সুচারুর চেয়ে ছোট। দেখলে মনে হয়, সুচারুর ছোট বোন।

অনুমানে চাটুয্যে মশায় বুঝে নিলেন, ইনিই সুচারুর দিদি, সুব্রতা।

কাছে এসে বললেন—"এই দুটো ট্রাঙ্ক, বিছানার মোট, আর বাসনের মোট বারান্দার এক পাশে খুব রাখা চলবে। মালগুলো ভিতরে পৌঁছে দে বাবা।"

কুলিরা বারান্দায় মাল পৌঁছে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

বারান্দায় ঢুকে বেশ একটু উচ্চ-কণ্ঠে চাটুয্যে মশায় বললেন—"বারান্দায় আপনারও ভাগ আছে ছোটমা। এখানে মাল রাখতে আপত্তি কিসের? কে করবে আপত্তি?"

সুব্রতা ততক্ষণে বারান্দায় উঠে পিসীমাকে প্রণাম করলে। পিসীমা অর্থাৎ চাটুয্যে মশায়ের ছোটমা সভয়ে চুপি চুপি বললেন—"বাসনগুলো চুরি যাবে। ট্রাঙ্কগুলোয় বালতি-ভর্তি জল ঢেলে দেবে। উৎপাত কত, সব ত জানেন।"

সুব্রতা মৃদু কণ্ঠে বললে—"ও বাবা, ট্রাঙ্কে যে আমাদের সব দরকারী বই রয়েছে। অনেক দাম। ও দুটো আপনার ঘরে ঢুকিয়ে রাখলে হয় না, পিসীমা? খাটের নীচে জায়গা হবে না?"

পিসীমা ক্ষুণ্ণভাবে বললেন—"সেখানে আলু রয়েছে। আমার ত ভাঁড়ার ঘর নেই। শোবার ঘরেই ওসব রাখতে হয় মা।"

চাটুয্যে মশায়ের মুখ গম্ভীর হোল। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—"আচ্ছা আমি ফিরে এসে ব্যবস্থা করছি। এঁদের জলখাবার কিনে আনি আগে। কি আনব বলুন? সন্দেশ, রসগোল্লা, আর কিছু নিমকি সিঙাড়া?"

"তাই আনুন।"

সুব্রতা চুপি চুপি বললে—"ইনিই বুঝি চাটুয্যে মশায়?"

"হ্যাঁ। কি করে বুঝলি?"

"আপনার উপকার করছেন দেখে।"—বলে সুব্রতা এগিয়ে গিয়ে চাটুয্যে মশায়কে প্রণাম করলে। দেখাদেখি সুচারুও প্রণাম করলে।

চাটুয্যে মশায় জুতা পরছিলেন। সন্ত্রস্তভাবে প্রতিনমস্কার করে পেছিয়ে দাঁড়ালেন। সহাস্যে বললেন—"আরে আরে! করেন কি? জমিদার বাড়ীর ছেলেমেয়ে হয়ে আমার মত দীন হীন কাঙালকে প্রণাম!"

সুচারু বললে—"আপনি গুরুজন। আমরা আপনার সন্তান-তুল্য। আমাদের আপনি বলবেন না।"

"আচ্ছা, তাই হবে!" হাত-মুখ ধুয়ে বোস বাবা। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

তিনি চলে গেলেন।

পাঁচ

পিসীমার নিদেশমত কুয়োতলা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সুচারু বারান্দায় বসল। তারপর সুব্রতা গিয়ে কুয়োতলায় ঢুকল। প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়ল, কুয়োতলার প্রান্তে জড়ো করা উচ্ছিস্ট বাসনগুলোর দিকে। উচ্চকণ্ঠে বললে—"বাসনগুলো আপনার পিসীমা?"

বারান্দা থেকে পিসীমা বললেন—"হ্যাঁ মা, ঝি আজ আসে-নি। তাও যদি সময় থাকতে বলে যায়, তা হলে খেয়েই বাসন ক'খানা মেজে নিই। তা বলেনি। অবেলায় কি আর করি? থাক, কাল সকালে মেজে নেব। তুই কাপড় কেচে আয়।"

"আমি মেজে দিচ্ছি পিসীমা।"

ব্যস্ত হয়ে পিসীমা বললেন—"ওরে, না না, বাসন থাক। এই তেতে পুড়ে এলি। তাছাড়া বাসন মাজা কি তোর কাজ মা? কোনও কালে—"

"খুব অভ্যাস আছে পিসীমা। সুচারু, আয় ত্ব' বাল্‌তি জল তুলে দে' তো ভাই।"

সুব্রতা ছাই মাটি নারকেল ছোবড়া নিয়ে চটপট বাসন-গুলো মেজে ফেললে। সুচারু জল ঢেলে দিলে। বাসন ধুয়ে

বারান্দায় ঢুকতে যাচ্ছে, চাটুয্যে মশায় খাবারের ঠোঙা হাতে বাড়ীতে ঢুকলেন। সবিস্ময়ে বললেন—"এ কি ?"

কণ্ঠ করুণ করে পিসীমা বললেন—"ঝি আসেনি। আমার বাসন পড়ে আছে দেখে, মাজতে বসল। বারণ করলুম, শুনলো না।"

প্রসন্নমুখে সোৎসাহে চাটুয্যে মশায় বললেন—"বাঃ, কাজের মেয়ে তো! আমার মেয়েরাও এই রকম। কোনও কাজে পেছ-পা নয়। ভাল, ভাল। আমি খুব খুশী হয়েছি। যাও, আগে কাপড় কেচে গা ধুয়ে এস। তারপর একটু খেয়ে, আবার খাটো। খাটবে বই কি।"

সুব্রতা আবার কুয়োতলায় ঢুকল।

চাটুয্যে মশায় বললেন—"সুচারুকে জল খেতে দিন ততক্ষণ। আমি বাড়ী থেকে একটা কাজ সেরে আসি।"

তিনি চলে গেলেন।

সুচারুকে জল খেতে দিয়ে পিসীমা হাঁপানির টানে থেমে থেমে বললেন—"পাকিস্তান থেকে তোরা সাত-আট মাস এসেছিস। এত দিনে আমার কাছে আসার সময় হোল! আমি ভেবে মরছি।"

সুচারু বললে—"আমরাও আপনার জন্য চিরদিন ভেবে মরেছি। কিছু করতে পারিনি। আমাদের পাকিস্তান থেকে তবু নেই নেই করে, লাখ লাখ লোকের পালিয়ে বাঁচার পথ আছে। আপনি যে পাকিস্তানে আট্‌কা পড়েছেন, সেখান

থেকে তো পালিয়ে বাঁচারও পথ নেই। আপনার জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াতে ইচ্ছে হয়নি। মাসীমার বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম। দিদি চাকরি নিলে, আমি আই, এ, পাশ করলুম। এখন—"

বাধা দিয়ে ছোটমা বললেন—"এখানে পাকিস্তান! আমি পাকিস্তানে আট্‌কা পড়েছি? কি বলছিস রে!"

"তা নয়তো কি? এখানে আপনি অসহায় বিধবা—আপনার উপর জ্ঞাতিদের পীড়ন-অত্যাচার···শুধু আপনি কেন, অসহায় বিধবা, অসহায় নাবালক—সবার উপর অত্যাচার চলেছে এখানে, ভাশুর-দেওর শক্তি-গোষ্ঠীর পাকিস্তান তো এখানেও। আপনাদের মতো দুর্বল অসহায় কি ভরসায় এখানে বাস করছেন!"

হঠাৎ শোনা গেল ছাদে কে একজন বিকৃত কণ্ঠে, কদর্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে, দমাদম্ শব্দে সজোরে ইট ঠুকছে। পিসীমার ঘরের মধ্যে আর বারান্দায় ঝড়াং-ঝড়াং করে ছাদের রাবিশ পড়ছে খসে খসে।

নির্বিকারভাবে পিসীমা বললেন—"আমার এক জা পাগল। দোতলার ঘরে থাকে। সে চব্বিশ ঘণ্টা ঐ করছে। যতবার ছাদ সারাচ্ছি, ততবার ভেঙে তছ্‌-নছ্‌ করে দিচ্ছে। নিরুপায়!"

ভিজা কাপড়ে এসে সুব্রতা ট্রাঙ্ক থেকে কাপড় বের করে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ছাদের উপর প্রচণ্ড শব্দ—ঘরে রাবিশ

খসে পড়ছে দেখে সে সবিস্ময়ে বললে—"এ হচ্ছে কি পিসীমা ?"

"দিন-রাতই হয় মা। ও-সব আমার গা-সওয়া। গরীব বিধবাকে জব্দ করবার জন্যে ঘরে-ঘরে ও-সব হয়েই থাকে। পাড়াগাঁয়ের এ-গুলো নিত্য-নৈমিত্তিক সামাজিক প্রথা বললেও চলে। কোনও বিধবার নামে ফৌজদারি মামলা হচ্ছে, কারো নামে ঢোল পিটিয়ে জমিদারী-প্রতাপ জাহির করা হচ্ছে, অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে কাকেও বা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

সুচারু বললে—"বিধবার নির্যাতন-ব্রত এখানেও তাহলে বেশ সমারোহে সম্পন্ন হয় ?"

সুব্রতা ভিজা কাপড় হাতে বেরিয়ে এসে বললে—"পিসীমা, কাপড় জামাটা উঠানের দড়িতে শুকুতে দেব ?"

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বরে পিসীমা বললেন—"তা দে। কিন্তু কাপড়ের উপর সর্বদা চোখ রাখতে হবে মা। নইলে এখনি কেউ চুরি করে নেবে, নয় ত ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দেবে। সুচারু, তুই দোরের কাছে বোস, কাপড়টার দিকে নজর রাখিস।"

সুব্রতা কাপড় শুকুতে দিয়ে এসে জল খেতে বসল। বেদনাভরে একটু হেসে বললে—"ময়মনসিং থেকে আসার পথে ট্রেনে সেই ঘুমন্ত ছেলেটির কথা মনে পড়ে সুচারু ? স্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠে তার মাকে সে কি-বলেছিল ?"

"আশ্চর্য ব্যাপার! কবে বাপ, পিতামহ, প্রপিতামহের দল

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু আইনের দোহাই দিয়ে বিধবা আত্মীয়াদের পীড়ন করে মেরেছিলেন, কেউ তার বিন্দুবিসর্গ জানতো না। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ছেলেটি চীৎকার করে উঠল—'ঐ, ঐ জ্যাঠাই-মা। ঐ কাকীমা। বাবা ওঁদের সব কেড়ে মেরে-ধরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐ, ঐ ওঁরা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে, আজ আমাদের দুর্দশা দেখছেন। ঐ জ্যাঠাইমা, ঐ আঙুল তুলে কি বলছেন,—' বারো চোদ্দ বছরের ছোট ছেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে এ-সব কি বলছে? পরে তাদের সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সব কথাই ঠিক!......কার পাপের দণ্ড আজ আমরা ভোগ করছি, তাই বা কে জানে? হয়ত আমাদের পূর্বপুরুষরাও এমন কত কীর্তি করে গেছেন, আমরা আজ না জেনে, তার দণ্ড ভোগ করছি, কি বলুন পিসীমা?"

পিসীমা বিস্ফারিত নেত্রে সুচারুর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে কথা নেই।

কিছুক্ষণ সকলেই নির্বাক।

সুব্রতা জল খেয়ে পাত্রগুলা সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে নিয়ে এল। বাইরের দিকে পিসীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে—"সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আকাশেও মেঘ জমেছে। আপনি আহ্নিক সেরে নিন। আমি উনুনে আগুন দিয়ে দুটি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিই। আপনার ঘুঁটে কয়লা কোথা?"

পিসীমার চমক ভাঙ্‌ল। অতিশয় ব্যস্ত হয়ে বললেন —"ঐ যাঃ, আমার ঘুঁটে যে ফুরিয়ে গেছে! ঝিকে চার

আনা পয়সা দিয়ে রেখেছি। দশ দিন হয়ে গেল, আনতে ভুলে গেছে। বোস্ তোরা, দেখি। কারুর বাড়ী থেকে খানকতক ঘুঁটে ধার করে আনি।"

সুচারু বাধা দিয়ে বললে—"বাড়ীতে মুড়ি চিঁড়ে কিছু নেই?"

কুণ্ঠিত হয়ে বৃদ্ধা বললেন—"মুড়ি ত আমি খাই না। খই আছে, আলো ধানের চিঁড়ে আছে। সে তোরা খেতে পারবি না। দুটি ভাত—"

"সেটা কাল সকালে পেলেই চলবে। সকালে তার ব্যবস্থা করবেন। খেয়েই ছুটতে হবে। পাশের গ্রামে স্কুলে মাষ্টারী পেয়েছি, কাল জয়েন করতে হবে। আর দিদিও পর্শু থেকে কাজে বেরুবে। এখানকার মেয়ে স্কুলে দিদি চাকরি পেয়েছে। রাগ করবেন না পিসীমা।"

"এ্যাঁ!—" পিসীমা উঠছিলেন। আবার বসে পড়লেন। সভয়ে বললেন—"মেয়ে ইস্কুলে চাকরি!"

সুচারু শান্ত কণ্ঠে বললে—"তাছাড়া আজ আমাদের উপায় নেই। আমার পঁয়তাল্লিশ, দিদির পঁয়ষট্টি মাইনে। আমি বি, এ, পড়বার সুবিধে পাব বলেই কম মাইনেতে চাকরি নিয়েছি। পাশ হলেই আমার মাইনে বাড়বে। তখন দিদিকে ছাড়িয়ে নেব।"

আতঙ্কিত কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন—"কিন্তু জ্ঞাতিরা যে আমায় অতিষ্ঠ করবে রে। বিদেশে বিভুঁয়ে তোরা যা করিস, কেউ

দেখতে যায় না। কিন্তু আমার বাড়ীতে থেকে আমার ভাইঝি গ্রামের ইস্কুলে চাকরি করবে, এ কি আমার জ্ঞাতিদের সহ্য হবে? তারা বলবে, আমাদের মান ইজ্জত গেল। তাছাড়া ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের নামে কত কুৎসা শুনছি—"

"যারা কুৎসার কাজ করবে, তাদের নামে কুৎসা হবে বৈ কি। সত্য কখনো চাপা থাকে না। শুনেছি একজন টিচারের চাকরি গেছে। সেজন্য টিচার দরকার। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দিদি দরখাস্ত করেছিল, ওর দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। আপনার জ্ঞাতিরা আপত্তি করেন যদি, দিদি শিক্ষয়িত্রী-নিবাসে গিয়ে থাকবে। আপনি ভাববেন না।"

বৃদ্ধা আরও দমে গিয়ে বললেন—"শিক্ষয়িত্রীদের বাসায়! সেখানে গিয়ে থাকবে সুব্রতা! তাতে যে আরও নিন্দে হবে রে!"

"নিরুপায়! আপাততঃ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমাদের সৎপথে থেকে, সদুপায়ে খেটে খেতে হবে। খাটতে খাটতে আমরা মরে যাই, সেও ভাল। তবু মানের দায়ে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকব না।"

পিসীমা আর কোনো কথা বললেন না।

ছয়

জ্ঞাতিদের মধ্যে ক'জন পুরুষ আর স্ত্রীলোক পিসীমার বারান্দার সামনে উঠান দিয়ে বার কতক অকারণে আনাগোনা করলেন। দরজার সামনে উপবিষ্ট সুচারুর দিকে আড়চোখে চেয়ে গেলেন। কিন্তু কথা কইলেন না। সম্ভবতঃ অপরিচিত কুটুম্বের সঙ্গে—বিশেষতঃ গরীব বিধবার আত্মীয় সম্পর্কীয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করা, তাঁরা তাঁদের জমিদারী মর্যাদার হানিকর অন্যায় কার্য মনে করেন। তাঁরা গেলেন এলেন কিন্তু অনেক বার,—চেয়েও দেখলেন এদিকে প্রত্যেক বার। সুব্রতাকেও তাঁরা বক্র কটাক্ষে লক্ষ্য করে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঘুঁটের অভাবের কথা পিসীমার মনে পড়ল। অপটু দেহ বৃদ্ধা ধুঁকতে ধুঁকতে আবার উঠলেন।

ঠিক সেই সময়ে সদর দরজা পার হয়ে পনেরো-ষোল বছরের সুশ্রী একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে একজন প্রৌঢা বাড়ী ঢুকলেন। পরণে তাঁর আধময়লা চওড়া লাল পাড় মোটা শাড়ী, হাতে দুগাছা সোনার রুলি। কপালে সিঁথেয় মোটা সিঁদুর। মুখশ্রী তাঁর বুদ্ধি-দীপ্তি-ভরা, অতি লালিত্যপূর্ণ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।

পিসীমার বারান্দায় তাঁরা উঠছেন দেখে সুচারু তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেবার জন্য উঠানে নেমে গেল। বারান্দায় উঠে ছোটমাকে দেখে প্রৌঢ়া ঘোমটা খুললেন। প্রসন্নমুখে বললেন—"এই যে ছোটমা। আপনার ছেলে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনার ভাইপো-ভাইঝি এসেছে—তারা রাত্রে আমার কাছে খাবে। আপনি আর রান্না-বান্নার জোগাড় করবেন না।"

পিসীমা বললেন—"আর বৌমা! যে আতান্তরে পড়েছি! একখানা ঘুঁটেও নেই। রান্না হবে কিসে? কাল সকালে চারটি ঘুঁটে ধার দিয়ো মা!"

"ধার? আপনার ছেলের ষোল-সতেরটা গোরু। আমার এক-ঘর ঘুঁটে জমে রয়েছে। বলেননি কেন? এক বস্তা পাঠিয়ে দেব'খন। ভাইঝি কই? এইটি? আমার লতার সমবয়সী বোধ হয়?"

"না। চব্বিশ বছর বয়স। তোমার লতা ত এই ষোলয় পড়েছে। ওরে সুব্রতা, বৌমাকে প্রণাম কর! ইনি চাটুয্যে মশায়ের স্ত্রী।"

সুব্রতা প্রণাম করলে। চাটুয্যে মশায়ের স্ত্রী মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন—"এত পাতলা চেহারা কেন? পেট ভরে খাও না বুঝি? আমার হাতে পড়লে তোমাকে দু'দিনে মোটা করে দেব। খুব লেখাপড়া কর না কি?"

কথাটা চাপা দিয়ে সুব্রতা স্মিতমুখে বললে—"এটি আপনার মেয়ে! বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি? বেশ বেশ।"

"ওর বড় বোন ছুটিরও বিয়ে হয়ে গেছে। তাহলে যেও ভাই আমাদের বাড়ী। রাত্রে ঐখানে দুটি খাবে।"

যোড় হাতে সবিনয়ে সুব্রতা বললে—"কিছু মনে করবেন না। আজ নয়, আর একদিন, দিনের বেলা গিয়ে খেয়ে আসব।"

"কেন? আজ—?"

"রাত্রে আমি কিছু খাই না। খাওয়া সহ্য হয় না। হজম করতে পারি না।"

"এই বয়স থেকে? বাঁচবে তাহলে ক'দিন? আমাদের মত বয়সে খাটবে কি করে? না তা হবে না, লজ্জা কি? চল।"

পিসীমা সহসা বললেন—"আচ্ছা বৌমা, একবার ঘরে এস। একটা কথা শোন।"

ঘরে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিসীমা চুপি চুপি বললেন—"আইবুড়ো মেয়ে। কারুর বাড়ী যেতে চায় না, লজ্জা করে। ভয় খায়, পাছে কেউ কিছু বলে। এর পর চেনাশুনো হোক, যাবে পরে। এখন শোন মা, আমি এক বিপদে পড়েছি। চাটুয্যে মশায়কে জিজ্ঞেস করো আমি কি করব?"

"কি হয়েছে?"

"আমাকে না জানিয়ে দু' ভাই-বোনে চাকরি নিয়ে এখানে

এসেছে। সুচারু ব্যাটাছেলে, এইখানে কোন গাঁয়ের ইস্কুলে মাষ্টারী করবে। করুক গে, তাতে নিন্দে নেই। কিন্তু সুব্রতা এই গাঁয়ের মেয়ে ইস্কুলে কাজ নিয়েছে।”

“কতদিনের জন্যে? দু’-মাস, ছ-মাস? চোখ-কান বুজে চেপে থাকুন। তবে বড় মেয়ে, একটু চোখে চোখে রাখবেন। বাইরে গিয়ে পুরুষদের দলে মিশে, যেখানে সেখানে হৈ-হল্লা করে যেন না বেড়ায়, এটুকু দেখবেন। আপনার ছেলেকে বলব। তিনি হয়ত আপত্তি করবেন না।”

“কিন্তু আমার জ্ঞাতিরা? জানো ত সব? যদি তারা বেশী গোলমাল করে? যদি বাড়ীতে টিকতে না দেয়? তাহলে শিক্ষয়িত্রীদের বাসায় পাঠিয়ে দেব?”

“সে বাসার সম্বন্ধে ত নানা কথা উঠেছে মা। আপনি হয়ত সব কথা জানেন না। আমরা অনেক কথা শুনেছি। একে একে দু’-তিনটি শিক্ষয়িত্রীর চাকরি গেছে। সে সব জানতে পারলে, ও-মেয়ে নিজেই এখানে চাকরি করতে ভয় পাবে। সে সব কথা ওকে জানিয়ে কাজ নেই। সেখানে পাঠানো হয়ত আপনার ছেলেরও মত হবে না। আমি তাঁকে জিগেস করব’খন, চলি এখন। ভাইঝি কি একান্তই খাবে না?”

দুঃখিত ভাবে পিসীমা বললেন—“সত্যিই ওর খাওয়া বড় কম। রাত্রে ভাত খাওয়া মোটে সহ্য হয় না। ঘরে আম আছে, খই আছে। খিদে পায় ত আমার সঙ্গে তাই খাবে। সুচারু গিয়ে খেয়ে আসবে। ভেবো না।”

উভয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন লতার সঙ্গে এর মধ্যে সুব্রতার আলাপ বেশ জমে উঠেছে। লতা দুঃখ করে বলছে— "আমি বাড়ীতে দাদার কাছে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলাম। এখনও পড়তে খুব ইচ্ছে। কিন্তু দাদা ত এখন বাড়ীতে থাকতে পায় না। আর পড়াবে কে ?"

"কেন ? এখানে বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে ত।"

"সে ত এই বছর দু'তিন। আমাদের এখানে বড় মেয়েদের স্কুলে গিয়ে পড়ার রীতি নেই। আমি কখনো স্কুলে গিয়ে পড়িনি। বাড়ীতে পড়েছি। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাও স্কুলে গিয়ে এখন পড়ব, তা পছন্দ করেন না। আচ্ছা, আসি এখন। আজ না যান ত, কাল নিশ্চয় আমাদের বাড়ী যাবেন। সকালেই যাবেন, কেমন ?"

লতার মা হেসে বললেন—"ভাল, ভাল। লতা নিমন্ত্রণ করেছে। কাল সকালেই কিন্তু আমাদের বাড়ী যেও ভাই। কাল আপনার হবিষ্যিও আমার ওখানে হবে ছোটমা। সকাল করে যাবেন। আপনি সঙ্গে গেলে সুব্রতা স্বচ্ছন্দে যাবে।"

"আহা, কেন অত হাঙ্গামা করছ ?"

"এ তো ভাগ্য আমার। হাঙ্গামা আবার কি ? এখন আসি।"

তাঁরা চলে গেলেন।

সুব্রতা ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক পরীক্ষা করে বললে—

"পিসীমা, আপনার ঘরের কোণে এই যে চৌকিটা রয়েছে, এর উপর থেকে শিশি-বোতল, কৌটো-বাটাগুলা নামিয়ে ওধারে যদি গুছিয়ে রাখি, ক্ষতি কি? তাহলে ঐ চৌকির উপর আমাদের ট্রাঙ্ক দুটো বেশ রাখা যায়। যখন খুশি বই বের করে নিয়ে পড়াও চলে। তাই রাখব?"

শরীরের শক্তি-সামর্থ্য কমার সঙ্গে বৃদ্ধার বুদ্ধিবৃত্তিও যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। হাতের কাছে এমন সহজ উপায় থাকতে কেন যে ট্রাঙ্ক দুটো রাখার জায়গা সম্বন্ধে তখন এত চিন্তিত হয়েছিলেন, তা ভেবে পেলেন না। বিপদভার-মুক্ত চিত্তে সানন্দে বললেন—"তাই ত রে, ওখানে ত বেশ রাখা চলে। জিনিসপত্র যেখানে যা গুছিয়ে রাখলে ঠিক হয়, তুই কর্ মা। আমি আহ্নিকটা সেরেনি।"

তিনি ঘরের একপ্রান্তে আহ্নিকে বসলেন। সুচারুকে নিয়ে সুব্রতা লণ্ঠন জ্বেলে ঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে রাবিশগুলা ঝাট-পাট দিয়ে, ট্রাঙ্ক দুটো ও বাসনের মোটটা তুলে ঘরে রাখলে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—"বাবাঃ, বইগুলো বাঁচাবার জন্যে এমন ভাবনা হয়েছিল! বাঁচলুম এবার।"

আহ্নিক সেরে উঠে পিসীমা বললেন—"কাপড়-জামা তুলে এনে এবার ঘরের মধ্যে টাঙিয়ে দে। অন্ধকার হয়ে গেছে। এখনি কেউ ছিঁড়ে দেবে নইলে।"

"আপনার কাপড় কোথায় শুকুতে দেন?"

"রান্নাঘরে, চাবি বন্ধ করে। কিন্তু তাতে কাপড়ে কালি-

ঝুল লাগে। আমি বুড়ো মানুষ, বাড়ীর মধ্যে থাকি। ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা কাপড় পরে দিন কাটাই। তোদের বাইরে বেরুতে হবে, তা করলে ত চলবে না। জামা-কাপড় ফরসা রাখা চাই। ওগুলির যত্ন করিস্।"

কাপড় জামা তুলে এনে সুব্রতা ঘরের মধ্যে শুকুতে দিল।

সাত

একটু পরে লণ্ঠন আর ছাতা নিয়ে চাটুয্যে মশায় আবার এলেন। সঙ্গে এক কৃষাণ চাকর। তার হাতে এক ঘটি দুধ। মাথায় এক বস্তা ঘুঁটে। চাটুয্যে মশায় বললেন—"নিন ছোটমা, ঘুঁটেগুলো কোথায় রাখাবেন, রাখান। দুধটা জ্বাল দিয়ে আপনি আর আপনার ভাইঝি খাবেন। আপনার বৌমা পাঠিয়ে দিলেন।"

"আবার দুধ কেন? আপনারা কি খাবেন?"

"আমাদের আজ খিচুড়ি হচ্ছে। দুধ কেউ খাবে না। এ বেলার আড়াই সের তিন সের দুধ কাঁহাতক বসে বসে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর দই করে? তাই আপনাদের জন্যে সের খানেক পাঠিয়ে দিলে। চল সুচারু, আমার বাড়ী গিয়ে বসে একটু গল্প করবে। ট্রাঙ্ক দুটো কই? ঘরে রাখা হয়েছে? বেশ বেশ। ভাল কথা, সুচারু শোবে কোথা? আপনার ত একখানি মাত্র ঘর—"

সুচারু কুণ্ঠিতভাবে বললে—"এইখানেই কোন রকম করে—"

পিসীমা রান্নাঘরে গেলেন ঘুঁটে রাখতে। ফিরে এসে বললেন—"বারান্দায় যে কাউকে শুতে দেব, বা নিজে শোব,

তার উপায় নেই। রাত দুপুরে পাগলী জা এসে হয়ত মারধোর আরম্ভ করবে। ঘরে খাটে সুচারু শোবে। আমরা মেঝেয় থাকব।"

"অত কষ্ট করার দরকার নেই। আমার শশাঙ্কর ঘর খালি পড়ে রয়েছে। খাট-বিছানা সব ঠিক আছে। সুচারু খেয়ে ওইখানেই শুয়ে পড়বে। আপনারা খেয়ে শুয়ে পড়ুন।"

তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ায় পকেটে হাত দিয়ে সাত আনা পয়সা বের করে সহাস্যে চাটুয্যে মশায় বললেন—"এই নিন আপনার রেজাকের সাত আনা পয়সা।"

বিস্মিতভাবে ছোটমা বললেন—"বাবাঃ, আমাকে পনের দিন ভোগালে, আর আপনাকে আজ বলামাত্রেই আদায়।"

সহাস্যে চাটুয্যে মশায় বললেন—"কারণ আছে। সে বললে খড় কিনে নিয়ে সেদিন যখন যায়, তখন রাস্তায় আপনার ন'-ভাশুর মানে, ন'-কর্তার সঙ্গে তার দেখা হয়। কার খড়, কি বৃত্তান্ত সমস্ত জেনে নিয়ে তিনি খুব তম্বি-হম্বি করেন। বলেন—'আমাদের হিঁদু আইন, মেয়েমানুষের ধান, খড়, আলু, কলাই কোনও সম্পত্তি দান বা বিক্রী করার অধিকার নেই। খড়ের দাম যদি মেয়েমানুষের হাতে পড়ে, তাহলে আমাদের হিঁদু ধর্ম লোপ পাবে। খড়ের দাম আমাকে দিস্।' তাছাড়া শাসিয়েছেন, 'খবরদার ওর খড় আর কিনিস্ না, মেয়েমানুষের সম্পত্তি কিনলে ফ্যাসাদে পড়বি!' তাই সে ভয়ে আর খড়

কিনতে আসেনি। পয়সা নিয়ে পাঁচ দিন ন'-কর্তাকে খুঁজছে। কিন্তু তিনি ভাগ্যক্রমে কলকাতা গেছেন। আজ আপনার বাড়ী থেকে তখন বেরুচ্ছি, সামনে রেজাক! পয়সা নিয়ে আজও ন'-কর্তাকে খুঁজতে এসেছে। আমি বলা মাত্র দিয়ে দিলে।”

অতি তুচ্ছ কথা। পিসামা অবিচলিত নির্বিকারভাবে চুপ করে রইলেন। কারণ এ সব প্রত্যহ ঘটে। কিন্তু এই তুচ্ছ কথা কয়টা সুচারু আর সুব্রতার মনের উপর গভীর রেখাপাত করলে। পিসীমার যিনি ভাশুর, নিশ্চয় তিনি বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন। এই বুড়ো বয়সে এমন নীচ মন—স্বার্থ সাধনের জন্য, ভ্রাতৃবধূকে বঞ্চনা করবার জন্য, তিনি অবাধে অবলীলাক্রমে এমন জঘন্য প্রতারণামূলক ব্যবহার করছেন! এঁরা কোন শ্রেণীর মানুষ?

কিন্তু মনে পড়লো পিসীমার সম্পর্কে এঁরা গুরুজন! কাজেই নির্বাক থাকতে হলো।

চাটুয্যে মশায় বললেন—“ওঁরা আপনার খড়ের খদ্দের পর্যন্ত ভাঙাচ্ছেন। আচ্ছা, আমিই বাকি খড়গুলো কিনে নেব। এখন ২৫৲ টাকা দরে কাহন। আমি সেই দরই দেব। চাকরকে পাঠিয়ে দেব, খড় গুণে দেবেন। এস সুচারু। মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসতে পারে। আসি ছোটমা।”

সুচারুকে নিয়ে তিনি বাড়ী থেকে বেরুলেন। চাকর আলো নিয়ে আগে আগে চলল।

অসহায়া বৃদ্ধা, অবরোধ-বাসিনী পিসীমাকে তাঁর হিংস্র-ক্রূর-স্বভাব জ্ঞাতিরা ছলে বলে কৌশলে কত পীড়ন করেন, কত প্রতারণা করেন, সুচারু আগে তার কতক শুনেছিল। আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলো পর-পর দেখলে। মন আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। পথে চলতে চলতে অন্যমনস্কভাবে সে বললে—"পয়সা ক'টা তো তুচ্ছ বস্তু। না হয় ন'-কর্তা নিজেই আদায় করে নিলেন। তারপর সেগুলো পিসীমাকে দিতেন কি ?"

চাটুয্যে মশায় একটু হাসলেন। মৃদু কণ্ঠে তিনি বললেন—"ছেলেমানুষ! সব কথা তোমাকে শোনানো হয়ত উচিত নয়। তবে যখন এসে পড়েছো, তখন ভালই হয়েছে। চাই কি তোমার ভয়ে আর কেউ এমন বেপরোয়া ভাবে ছোটমার ন্যায্য পাওনা লুঠ না করতেও পারে।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন—"এ তো তুচ্ছ সাত আনা খড়ের দাম। কত সাত শো আট শো টাকাও ছোট-মার অংশের জমিজমা বিলি-বন্দোবস্ত করে পাওয়া গেছে। তাও ঐ হিন্দু আইনের দোহাই দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। উনি কিচ্ছু টেরও পাননি। আমি দু'তিন বছর মাত্র ওঁর সম্পত্তি দেখাশুনো করছি। মাঝে মাঝে ও-সব চুরি-জোচ্চুরি ধরে ফেলছি। গিয়ে ন্যায্য প্রাপ্য দাবি করি। কর্তারা চটে গিয়ে বলেন, 'ঐ তো সামান্য কটা টাকা। তার আবার ভাগ কি দেব ? ও কি পুরুষ মানুষ যে ভাগ পাবে ?' অদ্ভুত যুক্তি! ভাগ পাবার মালিক শুধু পুরুষরা, আর ক্ষয়-ক্ষতির দণ্ড দেবার

বেলায় শুধু উনি! পিত্তি জ্বলে যায় রাগে! জবাব দিই—'উনি যখন পৃথগন্ন, আপনারা যখন ওঁকে খেতে-পরতে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছেন না, তখন ওঁর ন্যায্য পাওনা ওঁকে দিতে হবে বৈকি! আইন ত তাই বলে।' বাবুরা চটে ওঠেন। বলেন—'এ্যাঁ, তুমি আমাদের আইন দেখাচ্ছ? আমাদের ঘর ভাঙতে চাও! সর্বগ্রাসী রাক্ষস!' এমনি সব গালাগাল পর্যন্ত! মানে, ওঁদের মন-গড়া হিন্দু আইন, যা ওঁরা রেজাক মুসলমানের মত মূর্খ লোকের কাছে সদম্ভে প্রচার করে নির্বিঘ্নে বিধবার ন্যায্য প্রাপ্য লুণ্ঠন করেন, সেটা যে কত বড় বে-আইনি ব্যাপার এবং আমার মত একজন সামান্য গোমস্তা যে তা বোঝে, এ ধৃষ্টতা ওঁরা সহ্য করতে পারেন না। শাসান, আমার ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দেবেন। আমার জমির ধান কেটে নেবেন—এমনি আরও কত কি। পাশের গ্রামের জমিদার আমায় খুব ভালবাসেন। শুনে তাঁরা বলেন—'লাগাক আগুন, কাটুক একবার জমির ধান, তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি।' তাই ভয়ে চুপ করে থাকেন। এই সরিকানি মহলে গোমস্তার কাজ যে কি ঝকমারি, তা বলবার নয়। আমার ছেলে বকাবকি করে, বলে—'কেন আপনার এ-সব ঝঞ্ঝাট পোহানো?' কিন্তু অসহায় দুর্বলকে পীড়ন করা হচ্ছে দেখলে চুপ করে থাকা যায় না, বাবা।"

সুচারুর শ্রদ্ধা হলো। সামান্য গোমস্তা মানুষ, কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে বটে।

চাটুয্যে মশায় বললেন—"তুমি এসেছ, আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমরা দাঁড়ালে, তবে উনি ন্যায্য প্রাপ্য পাবেন। কর্তাদের বিষদাঁত ভাঙবে।"

চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীতে ঢুকে সুচারু আশ্চর্য হোল। দেখলে পিসীমার চেয়ে তাঁর ঘর-বাড়ীর অবস্থা ঢের ভালো। নূতন-তৈরী একতলা পাকা বাড়ী। সামনের বৈঠকখানা ঘরটার ছাদ পাকা। ভিতর বাড়ীর ঘরগুলার ছাদ টালির। রান্নাঘরে, গোয়াল ঘরে খড়ের চাল। আট-দশ কাঠা জায়গা জুড়ে বাড়ী। প্রকাণ্ড উঠান। উঠানে ক'টা মরাই ও খড়ের পালুই আছে।

বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়। ঘরের তিন দিকে বড় বড় জানলা। মেঝেয় দু'খানা তক্তপোষ, তক্তপোষের উপর বিছানা। ঘরের দু'-প্রান্তে দু'-প্রস্থ টেবিল-চেয়ার। দেয়ালের ঘা ঘেঁষে সারি-সারি তিনটা আলমারি। আলমারিগুলো পরিপাটীরূপে সাজানো ও ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত বইয়ে ভর্তি।

সুচারু সবিস্ময়ে বললে—"বাঃ, অনেক বই তো। এ সব বই আপনার ?"

"না। সামান্য গোমস্তা আমি। ও-সব আমার ছেলে শশাঙ্কর।"

"হাঁ-হাঁ, এম, এ, পাশ করেছেন তিনি। শুনেছি পিসীমার কাছে। কি করেন তিনি ?"

"এখান থেকে দু'মাইল দূরে বৈদ্যপুর গ্রাম। সেখানকার স্কুলে মাষ্টারী করে। এখন না কি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার।"

আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে সুচারু বললে—"আরে! আমিও বৈদ্যপুর স্কুলে চাকরি পেয়েছি! তাহলে তাঁরই সাব্-অর্ডিনেট হব। বেশ! কই তিনি?"

"সে এখন ওখানকার স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকে। বর্ষার দিন। নিজের পড়া, স্কুলের হাফ-ইয়ার্লি এগজামিন, তাই বাড়ী আসতে সময় পায় না। পথের কাদা ভেঙে যাওয়া-আসা বড় কষ্ট। সেজন্যে আসতে বলি না। সব ভাল তার। কিন্তু ঊনত্রিশ বছর বয়স হোল, এখনো বিয়ে করলে না। এই আমার দুঃখ।"

সুচারুকে বৈঠকখানায় বসিয়ে চাটুয্যে মশায় বাড়ীর মধ্যে গেলেন। বলে গেলেন, সন্ধ্যাহ্নিক করে একটু পরে আসবেন।

টেবিলের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। টেবিলে খানকতক বই। সুচারু সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সেগুলো উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র, বেদান্ত ও উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা। সবগুলোয় নাম লেখা 'শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়'।

সুচারু আশ্চর্য হোল। শুধু বেশী টাকা মাহিনার চাকরির লালসায় এম, এ, পাশ করা নয়। জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও শশাঙ্কবাবুর এখন লক্ষ্য আছে। কিন্তু স্কুলের মাস্টারী করতে করতে নিজের পরীক্ষার পড়া আছে, তার উপর এ-সব পড়েন কখন?

একটা নিশ্বাস সে রোধ করতে পারলো না। মনে পড়লো নিজের পিতার কথা। লেখাপড়ার চিন্তায় সর্বদা তিনি তন্ময়

হ'য়ে থাকতেন। বই ছিল তাঁর আট-দশ আলমারি। সংসার সম্বন্ধে ছিলেন অত্যন্ত ঢিলে, অগোছালো মানুষ। মা খুব সতর্ক বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলেন। তিনিই সব গুছিয়ে চালাতেন। সুচারুর যখন এগারো বছর বয়স তখন মা মারা গেলেন। তের বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। আজ সুচারুর বয়স আঠারো বছর। এই পাঁচ বছরে সংসার চালাবার জন্য সুচারুকে দিদির নির্দেশে জমি-জমা বিক্রী থেকে গোরু-বাছুর, বাসন-কোসন, সিন্দুক, আলমারি মায় বইগুলো পর্যন্ত আধা দামে, সিকি দামে বিক্রী করতে হয়েছে। তবুও অনেক বই ছিল। আসার সময় সেগুলো ওজন দরে বিক্রী করে দিয়ে এসেছে। আই, এ, পরীক্ষার ফীয়ের টাকা ঐ ভাবেই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এখন সম্বল শুধু নিজের চাকরি, দিদির চাকরি, আর পোষ্টাফিসে সঞ্চিত শুধু বারো শো টাকা!

এই দুর্মূল্যের বাজারে তার দাম কতটুকু? বি, এ, পরীক্ষার ফী দিতেই হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে! তার পর?

শশাঙ্কবাবু ভাগ্যবান্। তাঁর মাথার উপর তাঁর বাবা আছেন—সংসারের সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তা করতে হয় না। নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশোনা করার সময় তাঁকে ভগবান্ দিয়েছেন। শশাঙ্কবাবুর কথা ভাবতেও আনন্দ হোল। ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুন।

মনে পড়তে লাগল, অতীতের শত স্মৃতি। বাবার মৃত্যুর

পর দিদির লেখাপড়া আর শেখা হোল না। পয়সার অভাবে ঝি-চাকর-রাঁধুনি ছাড়িয়ে দিয়ে, দিদি নিজের হাতে ভাত রাঁধা, বাসন মাজা, গোরুর সেবা থেকে সুচারুকে পড়ানো পর্যন্ত সব করেছেন। দিদির লক্ষ্য ছিল, সুস্থির হয়ে দেশে বাস করবেন, বাকী জমি-জমা বেচে আরও চার বছর পড়িয়ে সুচারুকে এম, এ, পাশ করাবেন। সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বাধলো, বাংলাদেশ দু'ভাগ হয়ে গেল। জলের দামে বাড়ী-ঘর সব বেচে চলে আসতে হোল।

থাক, অতীত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দুর্বলের ক্রন্দন নিয়ে বসে থাকার সময় তাদের নাই। দিদি বলেছেন, নিজেদের কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম-বলে তাদের বেঁচে থাকার ও বড় হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। তারা রুগ্ন, দুর্বল, অক্ষম, বৃদ্ধ নয়। তারা খাটতে পারে। প্রাণপণে খাটবে।

আহ্নিক সেরে চাটুয্যে মশায় অনেকক্ষণ পরে এলেন। তাঁর এক হাতে পাথরবাটিতে গুড় ও সদ্য কাটা ছানা, অন্য হাতে জলের গেলাস। বললেন—"খিচুড়ির একটু দেরী আছে। ততক্ষণ ছানা-গুড়টুকু খাও। এ আমার ঘরের গোরুর দুধের ছানা, আর চাষের আখের গুড়। আমরা এ-সব কিনে খাই না।"

"বেশ, বেশ। কিন্তু এত রাত্রে এতখানি ছানা খেয়ে আবার খিচুড়ি খেতে পারব কি? বহুকাল এত খাবার খাওয়া অভ্যাস নাই। সহ্য হওয়া শক্ত।"

"অল্প দু'চার গ্রাস যা পার, খেও। ছানাটুকু খাও। হাট-বাজার করার অভ্যাস আছে তোমার ?"

"নিশ্চয়। ঝি-চাকর রাখার ক্ষমতা আমাদের বহুকাল নাই। নিজেরাই সব করি।"

"ভাল। সময় মত হাট-বাজার সব চিনিয়ে দেব। তোমার দিদি এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে টীচারের কাজ নিয়েছেন শুনলাম। উনি বাইরে বেরুনো, মানে হাট-বাজার করা, একা ট্রেনে চড়ে এখান-সেখান যাওয়া-আসা, এ-সব পারেন ?"

এ-প্রশ্নে সুচারু কেমন অস্বস্তি বোধ করলে। একটু ইতস্ততঃ করে বললে—"মোটে না। উনি কতকটা সেকেলে ধরণের। হাট-বাজার দূরে থাক, কলকাতার স্কুলে ক'মাস চাকরি নিয়েছিলেন, তা প্রত্যহ আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতে হোত। ফেরার পথে ছাত্রীদের সঙ্গে আসতেন। স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়া আর কোথাও বেরুনো ওঁর অভ্যাস নাই।"

"ভাল ভাল। ছেলেমানুষ মেয়ে, একা-একা পথে-ঘাটে না বেরুনোই ভাল। মেয়েছেলে,—একটু সাবধান হয়ে চলাই উচিত। স্কুলে মেয়েদের পড়াবেন, পড়ান। কিন্তু বারণ করে দিও, অন্য টীচারদের দলে মিশে যেন এখানে-ওখানে গিয়ে পিক্‌নিক্ করা, মাতামাতি করা—এ-সব হৈ-চৈ গুলো না করেন।"

"পিক্‌নিক্, মাতামাতি, হৈ-চৈ অন্য শিক্ষয়িত্রীরা এখানে

করেন বুঝি? ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বারদের কানে সে-সব কথা ওঠে না? তাঁরা কিছু বলেন না?"

"আড়ালে বলাবলি চলে, সামনা-সামনি নয়। গেছে দু'জনের চাকরি। উনি কাজ করবেন করুন, কিন্তু এ সব সঙ্গে বেশীদিন বাস করলে, হয় ওঁদের মত হয়ে-যেতে হবে, নয় ত চাকরি ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে। একটু সাবধান হয়ে চলতে বলবে!"

"যে আজ্ঞে। আপনি যে শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে সতর্ক করে দিলেন,—তার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞ হলুম।"

আরও কিছুক্ষণ নানা বিষয় আলোচনার পর, উভয়ে রান্না-ঘরের বারান্দায় খেতে গেলেন। চাটুয্যে-গৃহিণী ও লতা বেরিয়ে এসে সংক্ষেপে আলাপ-পরিচয়ের পর্ব শেষ করে আহার্য পরিবেশন করলেন। সুচারু দেখলে মাতা ও কন্যাটির যেমন নম্র স্নেহশীল স্বভাব, তেমনি সুশ্রী সুন্দর আকৃতি। মধ্যবিত্ত ঘরের প্রচুর শ্রমশীলা মেয়েদের মধ্যে এমন লালিত্যপূর্ণ চেহারা সচরাচর দেখা যায় না।

দিদির কৃশ দুর্বল চেহারা মনে করে দুঃখ হোল। বেচারা কঠিন পরিশ্রম করে। কিন্তু পুষ্টিকর বলকারক আহার্য কিছুই পায় না। দরিদ্রের সংসারে কষ্টে-সৃষ্টে যেটুকু ভাল খাদ্য জোটে, সানন্দে সাগ্রহে তা ছোট ভাইকে খাওয়ায়। নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে কম খায়। দৈবাৎ সুচারু টের পেলে রাগারাগি করে, ও-রকম চোট্টামির জন্য দিদিকে গালাগালি দেয়। দিদি হাসিমুখে

বলে, তার পরিপাক-শক্তির অভাব। বেশী খাওয়া সহ্য হয় না। সুচারুর মনে হয়, সেটা ডাহা চোট্টামি !

খেতে-খেতে অনেক কথা হোল। চাটুয্যে-গৃহিণী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সংবাদ নিতে লাগলেন—সুচারুর মৃত পিতা-মাতার সম্বন্ধে, দিদির সম্বন্ধে, সাংসারিক অবস্থার সম্বন্ধে। সমস্ত শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—"ভাগ্যে তোমার বাবা, তোমার দিদিকে দু'কলম শিখিয়েছিলেন। নইলে এ-অবস্থায় শুধু হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে হা-হুতাশ করা, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় ছিল না। ভগবান্ কাকে কখন কি অবস্থায় ফেলেন, বলবার যো নেই। ভগবান্ করুন, বেঁচে থাকো, আবার তোমাদের সুদিন আসবে।"

চাটুয্যে মশায় সহসা বললেন—"তোমার হাঁটা অভ্যাস আছে ? রোজ চার মাইল যাতায়াত করতে পারবে ত ?"

"পারব। সেখানেও রোজ তিন মাইল হেঁটে কলেজে যাতায়াত করতাম।"

"ভাল ভাল। কদাচ শ্রমবিমুখ হোয়ো না। ছাতা আছে ত ?"

"আছে।"

"রোজ ছাতা নিয়ে বেরুবে। এই ভাদ্র মাসের দিন। পথে কখনো কড়্‌কড়ে রোদ উঠবে, কখনো ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি আসবে। আমার শশাঙ্ক প্রথম বছর চাকরি নিয়ে বাড়ী থেকে রোজ যাতায়াত করত। ছাতা নিত না। বার কতক বৃষ্টিতে ভিজে

এমন অসুখে পড়ল যে, বাঁচবার আশা ছিল না। বহু কষ্টে বাঁচল। সেই থেকে বোর্ডিং-এ আশ্রয় নিয়েছে। ওখানে প্রাইভেট টিউশনি করারও সুবিধা আছে। খাটতে পার ত তুমিও দু'-একটা প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় করে নিয়ে বোর্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা কোর।"

"যে আজ্ঞে।"

চাটুয্যে-গৃহিণী বললেন—"কাল ন'টা, সাড়ে ন'টার মধ্যে তোমার ইস্কুলের ভাত চাই। এখানে খেয়ে যেও।"

ব্যস্ত হয়ে সুচারু বললে—"না না। সে ব্যবস্থা দিদি করবে।"

"ব্যবস্থা করতে সময় দিলে ত? সকালেই তাকে এখানে ধরে আনব। তোমার পিসীমা-শুদ্ধ আসবেন। কাল তাঁদের এখানে নিমন্ত্রণ! বিদেশে-বিভুঁই-এ এসেছ। ছোটমা একা বুড়ো মানুষ, ক'টিই-বা খান, কিই-বা জোগাড় করে রেখেছেন? আমাদের গেরস্ত ঘরে, কুটুম-সাক্ষেৎ নিত্যি আসে। হাতের কাছে সব জোগাড় থাকে। অতিথি-সজ্জনকে দুমুটো ভাত দিতে খুব আনন্দ হয়।"

"তা হলেও, সকালে স্কুলের ভাত—"

"আমার ছেলের জন্যে চিরদিন রেঁধেছি। কোনও দিন তার সখ হয়েছে ত ছোটমার কাছে গিয়ে আলো-চালের ফ্যানে-ভাতে, ডাল-ভাতে দিয়ে খেয়ে এসেছে। ছোটমার রান্না খেতে সে খুব ভালবাসে। সে বাড়ীতে এলে ভাল ভাল

তরকারী রেঁধে ছোটমা আগে কত দিয়ে যেতেন। এখন দুর্মূল্যের বাজার, তায় অথর্ব হয়েছেন। নিজের দুটো ফুটিয়ে খেতেই কষ্ট। আজ তোমরা দু'ভাই-বোনে এসেছ, তাঁকে দেখা-শোনা করার লোক হোল। এটা ভেবে আমরা খুব স্বস্তি পাচ্ছি। অসুখ-বিসুখ হলে বুড়ো মানুষের মুখে জল দেবার পর্য্যন্ত কেউ ছিল না। যা ও-বাড়ীর ব্যবস্থা!"

আট

নূতন চাকরি! উদ্বেগের তাড়ায় ভোরে সুচারুর ঘুম ভেঙে গেল! শুনলে বাড়ীর ভিতরে কোন ঘরে বসে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে চাটুয্যে মশায় চণ্ডীপাঠ করছেন।

কৃষাণ এসে বললে—"কর্তা পূজোয় বসেছেন। আমাকে বলে গেছেন, পুকুরে মাছ ধরতে লোক পাঠিয়েছেন। ন'টার সময় ভাত খেয়ে যাবেন। কর্তা থাকতে পারবেন না, মাঠে যাবেন। আপনি যেন তাতে 'কিন্তু' করবেন না।"

কৃষাণ লাঙ্গল-গোরু নিয়ে মাঠের কাজে গেল। সুচারু পিসীমার বাড়ীতে গেল।

বাড়ীতে এসে দেখলে, দিদি উঠানে দাঁড়িয়ে চুলের বেণী খুলছেন। সামনে দাঁড়িয়ে চাটুয্যে-গৃহিণী অনুনয়-বিনয় সহকারে পুনরায় নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

সুচারুর মনে হোল, তাদের অভাব-পীড়িত জীবনে হঠাৎ সৌভাগ্যের বন্যা এসেছে। স্কুল-কলেজের এই ভাত কয়টির জন্য কতদিন তাদের কত দুর্ভাবনাই না গেছে! এক তো জোটানই দুষ্কর। তারপর যেদিন দিদির অসুখ-বিসুখ হোত, সেদিন নিজের হাতে ভাত রাঁধতে, বাসন মাজতেই সব সময় চলে

যেত। পড়া তৈরী করা আর হোত না। কতদিন কামাই হোত। আর এখানে আজ ?···

মনে হোল, এই পরিশ্রমী দম্পতীর অতিথি-বাৎসল্য চমৎকার !

দিদি স্মিতমুখে বললেন—"আচ্ছা চলুন। আমি স্নান করে যাচ্ছি পিসীমার সঙ্গে। আমি শুদ্ধ রাঁধব।"

"রাঁধতে ভালবাস ?"

"খুব। কিন্তু পয়সার অভাব। রান্নার উপকরণ পাব কোথা ? বাধ্য হয়ে গোলামির খাতায় নাম সই করছি।"

"পাঁচটা মেয়েকে সৎ ভদ্র করে গড়ে তোলা, লেখাপড়া শেখানো, এ তো ভাল কাজ ভাই। তোমায় দেখে আর পাঁচটা মেয়ে ভাল হোক, তাতে আমাদের গাঁয়ের মঙ্গল হবে।"

"বাপ-মায়ের শিক্ষার দোষে দুর্বৃত্ততা যাদের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে, তাদের সৎ আর ভদ্র করে গড়ে তোলার চেষ্টা, ভস্মে ঘি ঢালা ! দেখি, আগে এদের জানবার চেষ্টা করি। তারপর বুঝতে পারব, এদের নিষ্কপট সৎ আর ভদ্র করে গড়া যাবে কি না ? দুটো-চারটেকে অন্ততঃ যদি ঠিক করে গড়তে পারি, তবে জানব আমার জীবন সার্থক।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে খানিকক্ষণ সুব্রতার মুখপানে চেয়ে থেকে চাটুয্যে-গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—"আমার শশাঙ্কও ঠিক ওই কথা বলে। গাঁয়ের মঙ্গলের জন্যে সে কি কম চেষ্টা করেছিল ? সব নিষ্ফল। ছেড়ে দিয়ে বৈদ্যপুরে গিয়ে ঢুকেছে।

ওখানে তার খুব সুনাম। ছাত্ররা তাকে খুব ভালবাসে। যাক, এখন চলি। তুমি শীগ্‌গীর করে এসো ভাই। চলি, ছোটমা।”

তিনি চলে গেলেন।

বারান্দায় ঢুকে নিভৃতে ডেকে সুচারু দিদিকে চুপি চুপি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলে। পিসীমা ঘরে আহ্নিক করছিলেন, কিছুই শুনতে পেলেন না। সুব্রতা দুশ্চিন্তা-পীড়িত স্বরে বললেন—“তাই ত রে! চাটুয্যে মশাই বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক। নিশ্চয়ই ভাল রকম না জেনে-শুনে, এ কথা বলেননি। এ রকম গোলমাল চলতে থাকলে,—আমি না-হয় আজ ঢুকব, কাল ছাড়ব। কিন্তু মেয়েরা কোন্ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে?”

“ব্যবসাদারী দিদি, ব্যবসাদারী। ছলে-কৌশলে পয়সা আদায় কর, চলে এস। মেয়েরা উচ্ছন্নে যাক, গোল্লায় যাক, চেয়ে দেখো না। বাধা দিও না। তা'হলে তোমারই বিপদ ঘটবে। সাবধানে থেক। শোন দিদি, চাটুয্যে মশায়ের ছেলে বৈদ্যপুরের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাষ্টার। আমি আজই তাঁর সঙ্গে আলাপ করব। ওঁদের বলে দিও, যদি কিছু জিনিস পাঠাতে চান, যেন আমার হাতে পাঠান। চিঠি দিতে চান, লিখে রাখুন। যাবার সময় নিয়ে যাব। উঃ, কাল আমাকে কি খাওয়ানোটাই না খাইয়েছেন। আজ উপবাস করলেও আমার ক্ষতি নাই। কি যত্ন দিদি! আশ্চর্য মানুষ ওঁরা!”

একটু পরে পিসীমার আহ্নিক সমাধা হোল। সুব্রতা স্নান

করে, পিসীমার সঙ্গে চাটুয্যে মশায়ের বাড়ী গেল। চাটুয্যে মশায় তখন মাঠের কাজ দেখতে বেরিয়ে গেছেন। চাটুয্যে-গৃহিণী ও লতা সসম্ভ্রমে আসন পেতে দিয়ে অভ্যর্থনা করলে।

দেখা গেল জেলেরা এসে উঠানে ৮।১০ সের ওজনের দু'টো রুই মাছ ফেলে দিয়ে গেল। চাটুয্যে-গৃহিণী বাধা দিলেন, সুব্রতা শুনলে না। সেও গিয়ে লতার সঙ্গে মাছ কুটতে বসল। তারপর লতার সঙ্গে পুকুরে গিয়ে মাছ ধুয়ে এনে মাছ ভাজতে বসল। মাছ ভাজতে ভাজতে বললে—"এত মাছ কি হবে? কাছাকাছি কুটুমবাড়ী থাকে ত চারটি পাঠিয়ে দিন-না।"

"কুটুমবাড়ী সব দূরে। আজ শনিবার, যদি ছেলে বাড়ীতে আসে, তাই আশায় আশায় কর্তা মাছ ধরালেন। আসতেও লিখেছেন, কিন্তু আসবে কি? ক'জন ম্যাট্রিকের ছেলে সকালে-সন্ধ্যায় তার কাছে পড়ে। পড়ানো কামাই করে সে আসবে বলে মনে হয় না।"

সুব্রতা সসঙ্কোচে বললে—"সুচারু বললে কোনও জিনিস-পত্র পাঠাবার দরকার থাকে ত যেন তার হাতে পাঠাতে। যদি একান্ত না আসতে পারেন, দিন-না কিছু মাছভাজা পাঠিয়ে সুচারুর হাতে। কার্য-গতিকে যদি না আসতে পারেন, তবে আপনাদের আক্ষেপ করতে হবে।"

"সুচারু বয়ে নিয়ে যাবে? কিসে করে নিয়ে যাবে?"

"কেন, আমাদের টিফিন-কেরিয়ার আছে। তাতে পূরে দেব। কোনও চিন্তা নাই। দেখুন আমি ঠিক করে দিচ্ছি।"

লতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এসে, বাসনের বস্তা খুলে সুব্রতা টিফিন-কেরিয়ার বের করে নিয়ে গেল। কড়া করে প্রচুর মাছ ভেজে টিফিন-কেরিয়ারে পূরে দিলে। সুচারু যথাসময়ে ভাত খেয়ে সানন্দে টিফিন-কেরিয়ার বহন করে স্কুলের উদ্দেশে ছুটল।

আহার-পর্ব ও গল্প-গুজব খুব প্রীতিকর হোল। বৈকালে সুব্রতা ও পিসীমা পরিতৃপ্ত চিত্তে বাড়ী ফিরলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় খালি টিফিন-কেরিয়ার হাতে বাড়ী ফিরে সুচারু সানন্দ বিস্ময়ে বললে—"চমৎকার লোক শশাঙ্কবাবু। স্কুলের কাজ ত আছেই, তা-ছাড়া রাত নটা-দশটা পর্যন্ত পাঁচ-সাতটি ম্যাট্রিকের ছেলেকে পড়াচ্ছেন। তাতে শ' দেড়েক টাকা পান। বললেন—'ফাঁকি দিয়ে পয়সা নিতে পারব না। বাড়ী যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে এখন চোখ-কান বুজে খাটতে হবে।' এলেন না। অন্য মাস্টারদের ডেকে এনে খুব আনন্দ করে মাছভাজা খেয়েছেন।"

"ওঁর বাবাকে-মাকে বলে এসেছ?"

"হাঁ, আগে ওখানে ঢুকেছিলাম। শুনে ওঁরা খুব খুশি হয়েছেন। কত আশীর্বাদ করলেন আমায়। আচ্ছা দিদি, আমি যদি গোটা দুই-চার টিউশনি যোগাড় করে বোর্ডিং-বাসের খরচাটা জুটিয়ে ফেলতে পারি, যাব ওখানে? ওখান থেকে স্কুলে যাওয়া খুব সুবিধা। চার মাইল হাঁটতে কষ্ট হয় না তত। কিন্তু সময়

নষ্ট হয় অনেক। এই সময়টা হাতে পেলে আমি নিজের পড়াশুনোয় সদ্ব্যয় করতে পারি।”

“নিশ্চয়। সময় বাঁচা মস্ত লাভ। কর টিউশনি যোগাড়। চলে যাও। ওখানে ভাল ভাল গ্র্যাজুয়েট মাষ্টার সব আছেন। দরকার হলে নিজের পাঠ্য বিষয়ের অর্থ তাঁদের কাছে জেনে নিতে পারবে। সে সাহায্য অতি মূল্যবান।”

“সে শশাঙ্কবাবু বলেছেন আমাকে সাহায্য করবেন। দু'টি সেভেন-এইটের ছেলে প্রাইভেট পড়তে চাইছে, দশ টাকা করে কুড়ি টাকা দেবে। স্কুলের পঁয়তাল্লিশ রইল। তাহলে আমার নিজের খরচটা চলে যাবে। তবে বোর্ডিং-এই যাই ?”

“যাও। স্বাবলম্বী হয়ে নিজের উন্নতি কর।”

“তুমি ও বি, এ,-টা দেবার জন্যে তৈরী হও। চাকরি যখন করতে হবে, পাশের সার্টিফিকেটখানা থাকলে, বেশী মাইনে পাবে।”

ঈষৎ হেসে সুব্রতা বললে—“আমার তো ভাই বোর্ডিং-এর তৈরী ভাত পাবার উপায় নাই। রান্নাবান্না গৃহস্থালীর কাজে তিন-চার ঘণ্টা সময় চলে যায়। তার উপর বুড়ো পিসীমার তত্ত্বাবধানে সময় খরচ হবে। একদিক সামলাতে গেলে, আর একদিক দেখা হয় না। আমার এখন সময় কই ? স্কুলের পাঁচ ঘণ্টা কাজের পর, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে।”

“আচ্ছা, দিন কতক কষ্ট করে চালাও। আমার আর-একটু উপার্জন বাড়ুক। তারপর তোমার আর পিসীমার ভার আমি নেব।”

নয়

পরদিন রান্না-খাওয়া সমাপ্ত করে সুচারুকে পাঠিয়ে দিয়ে, বেলা সাড়ে দশটার সময় সুব্রতা পিসীমার ঝিকে সঙ্গে নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হোল। নিয়োগ-পত্র পূর্বেই পেয়েছিল।

অন্য শিক্ষয়িত্রীরা কেউ তখনও আসেন নাই। শুধু কয়েকজন বালিকা মাত্র এসেছিল। তারা নিজ নিজ ক্লাসের বেঞ্চে বই-খাতা রেখে এসে, বারান্দায় বসে ঘুঁটিম খেলছিল। সুব্রতাকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। সুব্রতা বললে—"অফিস-ঘর কোথা ?"

তারা হাত বাড়িয়ে বারান্দার প্রান্তে একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। ঝিকে বিদায় দিয়ে সুব্রতা অফিস-ঘরে ঢুকল।

একজন বৃদ্ধ কেরানী টেবিলের কাছে বসে কি লিখছিলেন। নমস্কার বিনিময়ান্তে নিজের নিয়োগ-পত্রখানা সুব্রতা বের করে দেখাতে উদ্যত হোল। তিনি বললেন—"বুঝেছি। এই নিন হাজরে বই। এইখানে নাম সই করুন। ওই টেবিলের কাছে বসুন। হেডমিস্ট্রেস পরে আসছেন।"

খাতায় স্থান নির্দেশ করে দিয়ে তিনি গিয়ে আবার স্বস্থানে বসলেন। ঘাড় গুঁজে লিখতে লাগলেন।

সুব্রতা গিয়ে অন্য দিকের টেবিলের কাছে বসল। হাজিরা বহির নির্দিষ্ট স্থানে নাম সই করতে গিয়ে কপালে ঘাম ফুটে উঠল। হাত কেঁপে গেল। লেখা বাঁকা হয়ে গেল!··· দাসত্ব! দায়িত্ব!

মনে মনে মনকে বোঝাতে লাগল, দেশের অধিকাংশ নারী অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের কতকাংশে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য দেশে হাজার হাজার মেয়ে আজ খাটছেন। সেও তাদের একজন। উদ্দেশ্য তার সৎ, এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে। দাসত্বের গ্লানি-ভারে মনকে ভারাক্রান্ত করবে না।

হাজিরা বহিতে শিক্ষয়িত্রীদের নাম দেখতে লাগল, কাদম্বিনী রায়, রূপসী সেন, মায়া চৌধুরী, দামিনী দাস। তাকে নিয়ে মোট তারা হোল—পাঁচজন।

অল্পক্ষণ পরে হাই হিল জুতার শব্দ তুলে অফিসে ঢুকলেন রূপসী সেন আর মায়া চৌধুরী। সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও নমস্কার বিনিময় হোল। তাঁরা গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে খাতায় নাম সহি করে, দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—"দশটা পঁয়তাল্লিশ। ঘণ্টা দাও।"

চাকর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ঘণ্টা বাজালে। মেয়েরা সারবন্দী হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমস্বরে শিবাষ্টক পাঠ করলে।

সুব্রতা বসে বসে শিক্ষয়িত্রীদ্বয়ের বেশভূষার আড়ম্বর বাহুল্য লক্ষ্য করতে লাগল। শহরের মার্জিত রুচির ছাত্রীরা

রঙিন জামা কাপড় প'রে স্কুল কলেজে যেতে কুণ্ঠিত হয়, যায়ও না। কিন্তু এঁরা পাড়াগাঁয়ে বসে, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন শুনেছে। এঁরা এমন রঙিন জামা কাপড় পরেছেন, এমন করে কানে সোনার বা কেমিকেলের দুল দুলিয়েছেন,—যাতে অমার্জিত রুচির পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে!

দৃষ্টি পড়ল টেবিলের কাগজ চাপার নীচে স্থাপিত একটা দরখাস্তর দিকে। তারিখ দেখলে দু'মাস পূর্বের। শ্রীযুক্তা রূপসী সেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশে দরখাস্ত লিখেছেন "আমার মাতার মিত্যু হঈয়াছে। সেজন্য দসদিন ছুটি প্রার্থনা করীতেছী।"

বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর বাংলা ভাষায় এত ভুল! তাহলে ছাত্রীরা এখানে শিখছে কি? আশ্চর্য, এঁরা ম্যাট্রিক পাশ!

আর একটা দরখাস্তর শিরোভাগ কাগজ চাপার আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে দেখা গেল। তাতে লেখা রয়েছে— "স্ববিনয় পূর্বক নীবেদন।"

অদ্ভুত ব্যাপার! প্রধানা শিক্ষয়িত্রীও এঁদের ভুলগুলোর দিকে এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না? শিক্ষাকেন্দ্রে অবাধে অবলীলাক্রমে এত ভুল ভাষার চর্চা চলছে!

পূর্বে সুচারুর এবং পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের খাতার ভুল কেটে কেটে হাত অভ্যস্ত হয়ে আছে। ইচ্ছা হোল লাল কালিতে তৎক্ষণাৎ এই ভুলগুলো কেটে দেয়। কিন্তু সামনে দু'জন শিক্ষয়িত্রী বসে রয়েছেন! প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যে ভুলকে

মেনে নিয়েছেন, তাঁর বিনা-অনুমতিতে সে ভুলকে কাটা, অনধিকার চর্চার অপরাধ! অসৌজন্য!

কেরানীর কাছ থেকে কার্যতালিকা নিয়ে দেখলে প্রথম ঘণ্টায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাকে ইতিহাস পড়াতে হবে।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৭।৮ জন মাত্র মেয়ে। মেয়েগুলি শান্ত, ভদ্র। ক্লাসে গিয়ে সবেমাত্র পড়াতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এসে অফিসে ঢুকলেন এবং চাকরকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন।

গিয়ে সসৌজন্যে নমস্কার করলে সে। তাচ্ছিল্যভরে প্রতি-নমস্কার করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে এসে কোথায় উঠেছেন?"

সুব্রতা উত্তর দিলে। তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আপনার পিসীমার বাড়ীতে না থেকে শিক্ষয়িত্রী-নিবাসে চলুন-না। ওখানে আমার দখলে দু'খানা ঘর আছে, একটা আপনাকে ছেড়ে দেব। পাঁচ টাকা ভাড়ায় পাবেন।"

"রান্না খাওয়া।"

"অন্য শিক্ষয়িত্রীরা নিজেরা রেঁধে খান। আমার রাঁধুনী আছে, মাসে পনের টাকা তার মাইনে, আর খাওয়া-পরা। যদি আপনি তার কাছে খান, খরচের অর্ধেক দেবেন।"

"মোট কত পড়বে? খাওয়ার খরচ শুদ্ধ?"

"তা মাসে পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন। কিছু বেশীও হতে পারে।"

"তারপর ঘর ভাড়া! এই সামান্য আয়ে অত খরচ করলে

পোষাবে কি করে? সুব্রতা চিন্তিত ভাবে বললে—"আচ্ছা এ মাসটা যাক, ভেবে চিন্তে পরে বলব। আত্মীয়রা আপত্তি না করেন তো ওখানে যাব। কিন্তু তাঁরা মত করবেন কিনা সন্দেহ।"

হঠাৎ সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কণ্ঠে কেরানীকে বললেন—"ছাত্রীদের প্রোগ্রেসিভ রিপোর্টগুলো সব তৈরী হয়ে গেছে?"

লিখতে লিখতে অতি নিরীহ ভাবে কেরানী বললেন—"এর মধ্যে অতগুলো রিপোর্ট হাতে লিখে কি তৈরী করা যায়? আরও দু'চার দিন সময় চাই।"

অধিকতর প্রভুত্বসূচক কণ্ঠে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বললেন—"আচ্ছা, আর একটা নোটিশ, নোটিশ বুকে লিখে ক্লাসে ক্লাসে পাঠিয়ে দিন। নোটিশে লিখুন—'বিদ্যালয়ের জমিতে বাগান তৈরী করিবার জন্য ও বাগানের চতুর্দিকে বেড়া দিবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রীকে চার আনা হিসাবে চাঁদা দিতে হইবে। আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে চাঁদা না দিলে প্রত্যেকের অতিরিক্ত দুই আনা করিয়া ফাইন দিতে হইবে।"

সুব্রতার বিরক্তি বোধ হোল। অনধিকার চর্চার অপরাধের কথা স্মরণ রইল না। মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললে—"গরীব দেশ। এ রকম ভাবে বাগান তৈরীর জন্যে অভিভাবকরা চাঁদা দিতে পারবেন কি? দু'এক জন দিলেও, সবাই দেবেন কি?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বললেন—"টাকা কি কেউ অম্নি দেয়? না দিতে চায়—টাকা আদায় করতে হয়!—"

অর্থাৎ ছল ও কৌশলের সাহায্যে!

সুব্রতা হতবুদ্ধি নির্বাক! শিক্ষাকেন্দ্র তাহলে টাকা আদায়ের ছল-চাতুরীর ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে!—সততা অথবা সেবাব্রতের স্থান এখানে কোথা?

"আচ্ছা আসি এখন। আমার ক্লাস কামাই যাচ্ছে।"—বলে সুব্রতা বেরিয়ে এল। ষষ্ঠ শ্রেণীর মেয়েরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে পড়াশুনো করলে। কিন্তু 'প্রভৃতি'কে উচ্চারণ করলে 'পিভিতি', 'প্রকৃতি'কে 'পিকিতি', 'প্রকার' উচ্চারণ করলে 'পোকার',—'নিকৃষ্ট' উচ্চারণ করলে 'নিকিষ্ট'!

সুব্রতা ভুল উচ্চারণ সংশোধন করতে করতে বিব্রত হয়ে উঠল। ইচ্ছা হোল স্কুল কর্তৃপক্ষকে ও বিদ্যালয় পরিদর্শিকার দলকে ডেকে এনে, ভুল উচ্চারণ শিক্ষার পরিমাণটা দেখিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে, তাঁরা কিছুই দেখেন না।

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ এক সময় কানে গেল, পাশের ক্লাসে এক শিক্ষয়িত্রী বাংলা পড়াচ্ছেন,—অজস্র ভুল উচ্চারণ! দুর্ভিক্ষ শব্দটা তিনি উচ্চারণ করাচ্ছেন 'দুরবিক্ষ!'

আর ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভব হোল না। পাশের ক্লাসে গিয়ে মেয়েদের উদ্দেশে বললে—"ওটা দুরবিক্ষ নয়,—উচ্চারণ কর দুর্ভিক্ষ!"

শিক্ষয়িত্রী থতমত খেয়ে সুব্রতার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

সুব্রতা সবিনয়ে বললে—"এদের ভুল উচ্চারণগুলো অনুগ্রহ করে —সতর্ক হয়ে সংশোধন করে দেবেন। এরা অনেক ভুল উচ্চারণ শিখে রেখেছে। ক্ষমা করবেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম।"

নিজের ক্লাসে এসে আবার পড়াতে বসল। নির্বোধ সুব্রতা বুঝলো না, শিক্ষয়িত্রী রূপসী সেন এই তুচ্ছ ঘটনায় আজ থেকে তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁর শত্রুতা-সাধনের চোরা গুপ্তিটার শক্তি বেশ অসাধারণ!

সুব্রতার কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। দ্বিতীয় ঘণ্টায় সপ্তম শ্রেণীতে ইংরেজি পড়াতে হবে। সপ্তম শ্রেণীতে দেখা গেল, মোটে চারটি মেয়ে। মেয়েগুলির মধ্যে একটি বেশ শান্তশিষ্ট। বাকী তিনটি যেমন উদ্ধত তেমনি অহংকারী, তেমনি অমার্জিত রুচির মেয়ে। কেউ পড়া বলতে বলতে দাঁতে করে নখ কাটতে লাগল, কেউ বেঞ্চের আড়ালে বই খুলে, দেখে দেখে জবাব দিতে লাগল, কেউ হেঁট হয়ে বই ও বেঞ্চের আড়ালে আচার খেতে লাগল। এদের রকম-সকম দেখে সুব্রতা অবাক হয়ে গেল!

বুঝলে, অসহিষ্ণু হলে চলবে না। এদের সুশিক্ষিতা করতে ও সুমার্জিত রুচির পথে আনতে তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হবে। ধীরভাবে তাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করতে লাগল। সুকৌশলে পড়াশুনার দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বৃথা, বৃথা!

পরে কেরানীর কাছে সন্ধান নিয়ে জেনেছিল, তারা বাড়ীতে কেউ তৃতীয় শ্রেণী, কেউ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প'ড়ে বিদ্যালয়ে এসে ষষ্ঠ শ্রেণী বা সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। অন্যথা তাদের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সম্মত হননি। দয়া করে মাসিক বেতন দিয়ে তারা বিদ্যালয়ের খাতায় শুধু নামটা রাখাই আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করে বা বিবাহের বাজারে উচ্চ মূল্যের পাত্রীরূপে নির্বাচিত হতে চায়। জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তারা বিদ্যালয়ে আসে না, আসে বিলাসিতা, বাচালতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা চর্চার জন্য !

সুব্রতা লক্ষ্য করলে, তাদের বানান ভুল ও উচ্চারণ ভুল সংশোধনের চেষ্টা করতেই তারা উদ্ধত বিদ্রোহে রুখে উঠল। একজন অজ্ঞাত অখ্যাত নূতন শিক্ষয়িত্রী এসে তাদের উচ্চারণ-বিকৃতি সংশোধন করবে, এটা তারা একান্তই অমর্যাদা-সূচক অসদ্ব্যবহার বলে মনে করলে। উদ্ধতভাবে একজন বললে —"আপনি এত বানান ভুল, উচ্চারণ ভুল ধরছেন। কই অন্য শিক্ষয়িত্রীরা ত' এগুলো ধরেন না।"

সুব্রতার ইচ্ছা হোল সে উত্তর দেয় যে, 'ফাঁকি দিয়ে পয়সা লুটতে আমি আসিনি। এসেছি, খেটে খেতে। কর্তব্য পালন করতে।'

সংক্ষেপে জবাব দিলে—"তাঁরা কেন তোমাদের ভুল সংশোধন করেননি, তা তাঁরাই জানেন। আমি যখন শেখাতে এসেছি, তখন সাধ্যমত তোমাদের নির্ভুল শিক্ষাই দিতে চাই।

তাতে তোমাদের আপত্তি থাকে, উত্তম। হেড্‌মিস্ট্রেসকে জানিয়ে আমি অন্য ক্লাসে কাজ নিচ্ছি।”

দেখা গেল হেড্‌মিস্ট্রেসকে তারা ভয় করে। তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে বললে—“আচ্ছা আচ্ছা, ভুলগুলো কেটে দিন। কিন্তু অন্য দিদিমণিরা ও সব ভুল মোটে কাটেন না। মোটে দেখেন না।”

সুব্রতা মনে মনে বললে, ‘সাধু তাঁরা।’

তৃতীয় ঘণ্টায় অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা। নব স্থাপিত বিদ্যালয়ে এ বৎসর এই প্রথম অষ্টম শ্রেণী খোলা হয়েছে। এই শ্রেণীটা এ বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী। ছাত্রী সংখ্যা মাত্র তিনজন। বয়স কারুর পনের ষোল বছরের কম নয়। কিন্তু তারা ছুটাছুটি করার সুবিধা হবে বলেই হোক, বা দেহ সৌষ্ঠব সুশোভন সুশ্রী দেখাবে ভেবেই হোক, এখনও ইজের ও খাটো ফ্রক পরিধান করে। ফ্রকের প্রান্ত হাঁটুর উপর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার নীচে নামেনি। জুতা পরা অনাবৃত লম্বা লম্বা পাগুলো সুব্রতার কেমন অদ্ভুত বিশ্রী বোধ হোল।

মনে পড়ল সেও ছোটবেলা ইজের ফ্রক প’রত ও বিদ্যালয়ে যেত। কিন্তু এগার বছর বয়সের পর মা তাকে আর ফ্রক-ইজের প’রে বিদ্যালয়ে যেতে দিতেন না। প্রত্যহ শাড়ী সেমিজ পরিধান করে যেতে হোত। সেখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরাও এ সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন। যত বড় লোকের মেয়েই হোক, যত সৌখিন রুচির মেয়েই হোক, বড় হলে প্রত্যেক মেয়েকে শাড়ী প’রে আসতে মিষ্ট কথায় উপদেশ

দিতেন। আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ যে শাড়ী, তার প্রয়োজনীয়তা যে আমাদের দেশের আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও সুশ্রী সুশোভন, তা বার বার করে সকলকে বলে দিতেন।

এরা কি এতই ছেলেমানুষ যে, সে কথা এদের বুঝিয়ে দেওয়ার আবশ্যক নাই ?

যাক, সপ্তম শ্রেণীর মেয়েগুলির যেরকম উদ্ধত, অভদ্র ভাব ও সর্বজ্ঞতা লক্ষ্য করেছে, তাতে এরা হয়ত তাদের চেয়েও উচ্চস্তরের সর্বজ্ঞ জীব। দেখা যাক, আগে এদের মন, বুদ্ধির ওজন পরীক্ষা করে !

পাঠ্যপুস্তকের কতখানি পড়া হয়েছে, অর্থ, বানান, ব্যাখ্যা কি রকম করানো হয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রশ্ন করে সুব্রতা হতাশা বোধ করলে ! দেখলে এদের মধ্যে একটি মেয়ে বেশ একটু বুদ্ধিমতী, কিন্তু সঙ্গদোষে অতিরিক্ত উদ্ধত ও অহংকারী। আর একজন জড়বুদ্ধি, নিস্তেজ-মস্তিষ্ক। কিন্তু সে যে গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ে, অতএব, অপর সাধারণ জীব থেকে তার স্থান যে অনেক উচ্চে, এ অহংকারটা তার অতি-গম্ভীর চালচলনে পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। তৃতীয়টির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব, দেহ তার যেমন স্বাস্থ্য-সবল, পড়াশুনায় তেমনি কাঁচা, অর্থাৎ আদৌ মনোযোগ নাই। কিন্তু অবলীলাক্রমে অতি নিপুণতার সঙ্গে অনর্গল অজস্র মিথ্যা কথা বলতে পারে।

মনে হোল এই মেয়েটিই সবচেয়ে ভয়ানক। যদি সময় থাকতে আত্ম-সংশোধন না করে, তবে ভবিষ্যতে শুধু নিজে নয়, এ মেয়ে আরও অনেককে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে।

বাংলা পড়া ধরলে। কিন্তু হায়, এরাও সপ্তম শ্রেণীর মেয়েদের মত অজস্র অশুদ্ধ উচ্চারণ আরম্ভ করলে। সুব্রতা বার বার উচ্চারণ করাতে লাগল—"বল চন্দো নয়, 'চন্দ্র'! সিষ্টি নয়, 'সৃষ্টি'!"

তারা মুখ চাওয়াচায়ি করে অবজ্ঞাভরে হাসলো। অর্থাৎ তারা যখন সর্বজ্ঞ, তখন তাদের অশুদ্ধ উচ্চারণ, ধর্তব্যই নয়। এই মূর্খ শিক্ষয়িত্রীটা এসে তাদের সম্মান হানি করবার উদ্দেশ্যে অযথা বাজে কথা শেখাচ্ছে!

ব্যাখ্যা ধরলে। বাজারে প্রকাশিত ব্যাখ্যা বহির অনুকরণে তারা কতক ভুল, কতক নির্ভুল ব্যাখ্যা করলে। শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করতে, তারা আবোল-তাবোল উল্টো-পাল্টা উত্তর দিয়ে বসল। বললে—"অন্য শিক্ষয়িত্রীরা তাদের ওই রকম ধরণের শব্দার্থ শিখিয়ে দিয়েছেন।"

সুব্রতার কপালে ঘাম দেখা দিল। অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ভুলের বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনা না করে, শব্দার্থগুলো সঠিকভাবে বুঝিয়ে বলে দিতে আরম্ভ করলে। প্রথমা রুক্ষভাবে আপত্তি করে উঠল—" 'পরিপন্থী' মানে ত হজম করা, 'অন্তরায়' কেন বলছেন?"

"পরিপাক, মানে হজম করা—"

জেদের সঙ্গে সে বললে—"না, আমাদের মানে-বইতে আছে পরিপন্থী, মানে হজম করা।"

"খোল মানে-বই। দেখাও আমায়।"

মেয়েটি মানে-বই খুলে এ-পাতা ও-পাতা উল্টে দেখে নিলে। হুঁ হুঁ করে একটু হেসে বললে—"পরিপাক, মানে হজম করা বটে। পরিপন্থী, মানে অন্তরায়। অত কি মনে থাকে?"

তৃতীয়া বাসনা, তাচ্ছল্যভরে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে—"ও-সব শিখে কি হবে? লেখাপড়া শিখে ছাই হবে!"

সম্ভবতঃ বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের মুখে ওই কথাটা শুনেছে, এবং সেখান থেকেই শিখেছে। সুব্রতা শান্তভাবে বললে—"প্রাতঃস্মরণীয় গুরুসদয় দত্ত মশাই তাঁর ব্রতচারীর গানে বলেছেন:—

জ্ঞানের আলো পায় না যারা
শক্তি-বিহীন ব্যর্থ তারা
শক্তি-বিহীন মায়ের ছেলে
সকল কাজে যায় যে হেলে!"

তোমরা যদি জ্ঞানার্জনে বিমুখ হও, তোমাদের ছেলেরাও তাহলে সহজে জ্ঞানলাভ করতে পারবে না। জ্ঞানলাভ, তপস্যা সাপেক্ষ। তোমরা প্রাণপণে সাধনা কর, নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। তাহলে তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের আরও বড় হবার পথ খুলে

যাবে। মনকে সৎ, পবিত্র, মহৎ করে তোল। শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যার্জন কর। তবে বিদ্যা লাভ হবে।”

ঘণ্টা পড়ল। সুব্রতা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টিফিনের পর রুটিন-অনুযায়ী এ-ক্লাস ও-ক্লাস ঘুরে কোথাও স্বাস্থ্য, কোথাও ভূগোল, কোথাও অঙ্ক কষিয়ে বেড়াল। দেখলে ছোট ক্লাসের শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষা লাভের জন্য বেশ আগ্রহ রয়েছে। সুব্রতা তাদের উৎসাহ দিয়ে প্রত্যেকটা বিষয় অতি যত্নের সঙ্গে তন্ন তন্ন করে বুঝিয়ে দিতে লাগল। তারা খুশী হয়ে বললে—“আপনি বেশ বুঝিয়ে দেন। আপনার মত এমন যত্ন করে কেউ পড়ায় না।”

সুব্রতা বুঝলে না, ছোট মেয়েগুলির এই ছোট্ট প্রশংসাবাদ-টুকু থেকে ধীরে ধীরে তার চারদিকে একদিন ঈর্ষার দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে!

দশ

বিদ্যালয়ের ছুটির পর, মেয়েরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথে চলল। পিসীমার বাড়ীর দিকের পথ দিয়ে, কয়েকজন মেয়ে যাবে জেনে, সুব্রতা তাদের সঙ্গে চলল।

বাড়ীর কাছাকাছি হয়ে মোড় ঘুরে মেয়েরা অন্য পথে চলে গেল। সুব্রতা বাড়ীর দুয়ারে ঢুকতে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। দুয়ারের ভিতর দিয়ে যে সঙ্কীর্ণ গলি-পথটা বাড়ীর মধ্যে গেছে, সেই গলিতে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে দু'জন লোক চাপা গলায় বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে কি যেন তর্ক করছিল। দু'জনেরই খালি গা, খালি পা, কাঁধে গামছা। সম্ভবতঃ তাঁরা পিসীমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির অন্তর্গত আত্মীয়। আর খুব সম্ভব এইমাত্র তাঁরা অলস জীবনের চিরাভ্যস্ত দিবানিদ্রা সমাধা করে উঠে, স্নানের জন্য বা গা-হাত ধোবার জন্য পুকুরে যাচ্ছেন।

দু'জনেই বয়সে প্রৌঢ়। অজীর্ণ রোগগ্রস্তের মত অস্থি-চর্ম-সার, শীর্ণ, নির্জীব-আকৃতি। মাথায় টাক। রং আধ-ময়লা। মুখের ভাব আলস্য-জড়তাগ্রস্ত, নির্বোধোচিত। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে হিংস্র ক্রূরতা ফুটে উঠেছে।

একজনের ভাবভঙ্গিতে খুব একটা আকস্মিক উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছে দেখা গেল। হাত-মুখ নেড়ে সানুনাসিক কণ্ঠে লোকটি ক্ষিপ্ত ব্যগ্রতায় বললে—"এঁখানকার মেঁয়ে ইঁস্কুঁলে? এঁ্যা—? এঁখানকার মেঁয়ে ইঁস্কুঁলে? ছোঁটমার ভাইঝিঁ মাষ্টারনী হঁয়েছে? এঁ্যা মাষ্টারনী?"

অন্য ব্যক্তি আলস্য-জড়তাগ্রস্ত কণ্ঠে বললে—"হ্যাঁ, আমাদের সদর দুয়ার দিয়ে যায় আসে। কাল থেকে দুয়ারে চাবি দিস্। ঢুকতে বেরুতে দেব না আমরা। কোন দিক দিয়ে যাবে, যাক!"

ক্ষোভোত্তেজিত কণ্ঠে প্রথম ব্যক্তি বললে—"বাঁড়ীর ত একটা দুঁয়ার নয়। সাঁত ভাঁগাড়ে বাড়ী, সাঁতটা দুয়ার। ওঁদিক দিয়ে ঢুঁকবে, বেঁরুবে।"

"তবু আমাদের দিক দিয়ে ঢুকতে দেব না। কাল থেকে চাবি দিবি। জব্দ হোক।"

সুব্রতা বুঝলো এদের একজন তার পিসীমার ভাশুরপুত্র, আর একজন কাছাকাছি জ্ঞাতি। এঁরা তাকেই জব্দ করবার ষড়যন্ত্র রচনা করছেন!

হাসি পেল! অদ্ভুত পরশ্রীকাতরতা! নিজেরা আলস্যে, বিলাসিতায় এবং অকাজে-কুকাজে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অপব্যয় করেছেন! সৎ পথে থেকে, সদুপায়ে খেটে-খুটে কখনো জীবনে জয়শ্রী লাভের চেষ্টা করেননি। আজ একজন দূরসম্পর্কীয়া কুটুম্ব-কন্যাকে নিজের অর্জিত বিদ্যা ও শ্রমবলে

উপার্জনক্ষম দেখে, এঁদের হীন প্রকৃতিতে ঈর্ষা ও কোপানল প্রজ্বলিত হয়েছে !

হায় রে পৃথিবীর কুটিলতা !

এঁদের সদর দুয়ার মানে—সেটা পিসীমার ভাগেরও সদর দুয়ার। এক বাড়ীর মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞাতি বাস করেন, সপরিবারে। প্রত্যেকের আলাদা ঘর-বাড়ী, আলাদা উঠান, আলাদা দুয়ার। যে কোন দুয়ার দিয়ে ঢুকে, আলাদা আলাদা উঠান পেরিয়ে, সব বাড়ীতেই যাওয়া যায়।

সুব্রতা একটু ভাবলো। এ দুয়ার দিয়ে ঢুকলে এঁরা আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে হয়ত এখনি পিসীমার লাঞ্ছনা সুরু করবেন। অতএব ?—

সুব্রতা ফিরে গিয়ে, অন্য দিকে আর এক জ্ঞাতির দুয়ারে উঁকি দিলে। সে দুয়ার খোলা ছিল। পুরুষমানুষ সেখানে কেউ নাই।

সসঙ্কোচে ঢুকে পড়ল। উঠানের একপ্রান্তে সে বাড়ীর গৃহিণী দাঁড়িয়েছিলেন। কিঞ্চিৎ ঈর্ষা ও অবজ্ঞামিশ্রিত দৃষ্টি হেনে শুষ্কস্বরে বললেন—"তুমি ও-বাড়ীর ছোট-গিন্নির ভাইঝি কি ?"

কুণ্ঠিত হয়ে সুব্রতা বললে—"মানে যাঁকে সবাই ছোটমা বলেন ? হাঁ, আমি তাঁর ভাইঝি। আপনি তাঁর কে হন ?"

অপ্রসন্ন মুখে তিনি বললেন—"কে আবার হব ? সে আমার ছোট-জা হয়।"

অর্থাৎ সম্প্রীতি না থাকলেও সম্পর্কটা তিনি বিরক্তি সত্ত্বেও অস্বীকার করেন না। কাছে গিয়ে প্রণাম করে, অধিকতর কুণ্ঠিতভাবে সুব্রতা বললে—"তাহলে আপনিও তো আমার পিসীমা! কিছু মনে করবেন না পিসীমা, এসে অবধি এত ব্যস্ত আছি, যে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার সময় পর্যন্ত পাইনি।"

শ্লেষভরে তিনি বললেন—"পাবে কোত্থেকে? কাল সারাদিন চাটুয্যে বাড়ীতে কাটিয়ে এলে। সন্ধ্যের পর পিসীর সঙ্গে এসে নিজেদের কোটরে ঢুকলে। আমাদের এদিক ত মাড়াওনি। দেখা হবে কোত্থেকে?"

"বেরুতে সময় পাইনি পিসীমা, ক্ষমা করুন। কিছু মনে করবেন না, এই দুয়ারটা খোলা দেখে এই দিকে ঢুক্‌লাম। এদিক দিয়ে যদি আনাগোনা করি, আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে কি?"

অধিকতর অপ্রসন্ন মুখে, অনিচ্ছাপীড়িতস্বরে তিনি বললেন—"অসুবিধে আর কি? তবে লোকের গোরু-বাছুর উঠোনে ঢোকে, তাই সর্বদা খিল দিয়ে রাখি। এখন নাতিরা আমার খেলতে বেরিয়ে গেল, তাই দোর খোলা ছিল। নইলে খোলা পেতে না। নিষ্কর্মা হয়ে কেউ বসে নেই তো, যে এসে হুকুম করলেই দোর খুলে দেবে।"

বোঝা গেল, তিনি অতিশয় বিরক্ত হয়ে রয়েছেন।

"না, না। বন্ধ থাকলে বিরক্ত করব না। খোলা থাকে যদি,—তা হলে এদিক দিয়ে আসব?"

"তা এসো।" পরক্ষণে কঠিন কণ্ঠে বললেন—"কেন? তোমাদের নিজের দিকের দুয়ার দিয়ে যাওয়া-আসা করতে কি হয়েছে?"

আসল কথা চেপে গিয়ে, সুব্রতা সংক্ষেপে উত্তর দিলে—"ওধারে পুরুষমানুষরা কে কে রয়েছেন। তাই এদিকে এলাম।"

একটি বধূ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—"আপনিই ছোটমার ভাইঝি? ইস্কুলে চাকরি নিয়েছেন বুঝি? বসুন।"

সুব্রতা বললে—"না ভাই, এখন বসব না। অন্য সময় আসব। এখন বড় ক্লান্ত। হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড় কেচে নিইগে।"

উঠানে রোদে শুকুতে দেওয়া ঘুঁটেগুলো জড় করতে করতে গৃহিণী হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—"চাকরি-করা মেয়েকে তা বলে কেউ কখনো বিয়ে করবে না, তা মনে রেখো।"

অর্থাৎ ভাগ্যে বধূটি চাকরি করে নাই, তাই তার ভাগ্যে ঘর-বর লাভের সৌভাগ্য জুটেছে। অন্যথায় তার দুর্গতির সীমা থাকত না, এ-আশঙ্কাটা তিনি বেশ শাসনসূচক কণ্ঠে সুস্পষ্টরূপে উভয়কে বুঝিয়ে দিলেন। সুব্রতা আরও বুঝলে, তার মত 'চাকরি-করা' মেয়ের সঙ্গে বধূটি আলাপ করছে, এটাও সম্ভবতঃ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পক্ষে বিরক্তিকর, তাই বাধা দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি হঠাৎ ঐ অসংলগ্ন উক্তিটা করলেন। নচেৎ

বিবাহ প্রসঙ্গে যেখানে কোন কথাই ওঠে নাই, বা ওঠার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে হঠাৎ এই তীব্র আক্রমণের হেতু কি?

সুব্রতা বুঝলে, সে স্কুলের মাষ্টারণী হয়েছে, সে অপরাধে ইনিও বিশেষ অশান্তি-পীড়িত। চিমটি কেটে যা মন্তব্য করলেন, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা মোটেই দুরূহ নয়।

শুষ্ক হাস্তে বধূটির উদ্দেশে একটা নমস্কার করে বিনা-বাক্যে উঠান পেরিয়ে একটা ছোট দুয়ার অতিক্রম করে অন্য জ্ঞাতির উঠানে ঢুকল। উঠানের দক্ষিণ-প্রান্তে সে জ্ঞাতিদের সারি-সারি গৃহ-শ্রেণী। ঘরের সামনে রোয়াকে পাঁচ-সাতজন জ্ঞাতি-গৃহিণী বসে জটলা করছেন। একজনের মন্তব্য কানে গেল—"আমাদের ঘর-সংসারের কাজ না থাকলে, ছেলেপুলে মানুষ করার ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট না থাকলে, আমরাও ইস্কুলে চাকরি নিতাম। মাসে মাসে গোছা গোছা টাকা রোজগার করতাম। তাতো হবার জো নাই। সংসারের কাজ ক'রে, সময় কই?"

আর একজন ঈর্ষা-কাতর কণ্ঠে বললে—"তোমার অভাব কি, যে চাকরি করতে যাবে? ছেলেরা তোমার মোটা-মোটা টাকা রোজগার করছে—বলি তোমার অভাবটা কি? ঝি-চাকর রয়েছে, রাঁধুনীর রান্না ভাত খাচ্ছ। কাজ আর এমন কি করতে হয়?"

কলহ-কুশলতাপূর্ণ তীব্র কণ্ঠে তিনি বললেন—"বটে! আমার সংসারে কাজ নেই? ভাঁড়ার বের করা, ভাঁড়ারের

জিনিসপত্র রোদে দেওয়া, ধুয়ে বেছে, ঝেড়ে পাছড়ে, গোছগাছ করে তুলে রাখা,—কর্তার হাতে-হাতে, মুখে-মুখে, জলটি, খাবারটি, ভাতটি, লুচিটি ঘড়ি ধরে যুগিয়ে দেওয়া,—ছেলেপিলে বাড়ী এলে, লোক-কুটুম এলে, তাদের কোথায় খাওয়াব, কোথায় শোওয়াব, সে-সব বন্দোবস্ত করা—সেগুলো করে কে? তুমি এসে কর? সংসারে গিন্নিকে কত কাজ করতে হয়, তার হিসেব আছে? সংসারের যেদিকে জল পড়ে, সেই দিকেই আমাকে ছাতা ধরতে হয় যে।”

আক্রান্তা গৃহিণী পরাভব স্বীকারের সুরে বললেন—“আহা, সে ত করতেই হবে। সংসারের গিন্নি তুমি, তোমার সংসারের কাজ তুমি করবে বৈ কি। তবে চাপের কাজ তো নাই। বাসন মাজতে হয়? না, গোয়াল কাড়তে হয়? তবে আর করলে কি?”

অর্থাৎ বাসন-মাজা ও গোয়াল-কাড়ার মত বড় কাজ পৃথিবীতে সুদুর্লভ! যে স্ত্রীলোক সে কাজ করতে সুযোগ পায় না, তার কর্মদক্ষতা বলতে পৃথিবীতে কিছু থাকা উচিত নয়! তার অকর্মণ্যতা ও অসারত্বের পরিমাণ অপরিমেয়!

হঠাৎ সুব্রতার দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়লো। একজন বললেন—“ওই যে ছোট গিন্নির ভাইঝি। কি গো, ইস্কুল থেকে এলে?”

“হাঁ।”—মাথা হেঁট করে সুব্রতা তাড়াতাড়ি উঠান পেরিয়ে গেল। সদ্যঃলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, তার চাকরি

নেওয়ায় এঁরা ভীষণ মাত্রায় হিংসা-ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টা, কেবল বাক্যবাণে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা এবং এঁদের হিংসা-তৃপ্তির সুযোগ দেওয়া!

পিসীমাদের উঠানে উপস্থিত হয়ে দেখলে কেউ কোথাও নাই। শুধু পিসীমার ঝি বাসনগুলো মেজে কুয়োতলা থেকে এনে উঠানে বারান্দায় রাখছে। জিজ্ঞাসা করলে—"পিসীমা কই?"

ঝি উত্তর দিলে—"ঘরে বসে মালা করছেন।"

চটি জুতা খুলে ঘরে ঢুকল। পিসীমা মালা নমস্কার করে চুপি চুপি বললেন—"কাপড় কেচে আয়। ঐ রুটি তরকারি করে রেখেছি। ঢাকা খুলে খাস।"

"আবার রুটি তরকারি করেছেন! কেন? আমি একমুঠো খই আর গুড় খেয়ে জল খেতাম। বুড়ো মানুষ আপনি, এত কষ্ট করবেন না। সুচারু বোর্ডিং-এ চলে গেছে, আর আমাদের ঝঞ্ঝাট কিসের? কাল থেকে আমিও আপনার সঙ্গে আলোচাল খাব। দুটি বেশী করে চাল নেব, একেবারে হয়ে যাবে।"

পিসীমা সভয়ে বললেন—"চুপ চুপ! চেঁচাসনে।"

ভীত হয়ে সুব্রতা চুপি চুপি বললে—"কেন? কি হয়েছে?"

"ওরা শুনতে পাবে যে!"

"পেলেই বা। সহজ পন্থায় যাতে রান্না-খাওয়া হয়, বেশী হাঙ্গামা না করতে হয়, আমরা তারই কথা কইছি। এতে ওঁদের ক্ষতি কি ?"

কাতরকণ্ঠে পিসীমা বললেন—"পাঁচ কথা কইবে, মা। আর শুনতে পাচ্ছি না। ওরা কেউ চাকরি করে না। তুই চাকরি করছিস, ওদের গা জ্বলে গেছে। সারাদিন আমাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কি বলাই বলছে! তুই সে-সব শুনলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌বি।"

"মোটে না। পল্লীগ্রামের আলস্য-বিলাসী, ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের মনোবৃত্তির মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। বই পড়ে তার কতক কতক খবর আগে জেনেছি। স্বকর্ণে তার কিছু কিছু এইমাত্র শুনে এলাম। ওতে যদি বেচারাদের ঈর্ষাবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, হোক না। ও-সব কথায় কান দেবেন না।"

অধিকতর চুপি চুপি পিসীমা বললেন—"ওরা শাসাচ্ছে, মিথ্যে করে কুচ্ছো রটিয়ে তোর চাকরি খাবে।"

হেসে সুব্রতা বললে—"এরকম ইতর পন্থায় ওরা যদি আমার চাকরি খায়, খাক না। এখানে অন্ন না জোটে, অন্যত্র আমি অন্নক্ষেত্র আবিষ্কার করে নেব। নিজের মূল্য আমি জানি। সে-ক্ষমতা আমার আছে। অবশ্য শরীর যদি না ভেঙে পড়ে! আমি সদুপায়ে খেটে খাবই।"

অধোবদনে ক্ষণেক নিরুত্তর হয়ে থেকে পিসীমা বললেন—"আমি অসহায় অবস্থায় শত্রু-পুরীর মধ্যে বাস করছি। তোরা

এসে আমার একটু সহায় হয়েছিস, এতে ওরা হিংসেয় দিশেহারা হয়ে উঠেছে। কখন কি করে বসবে ওরা, সর্বদা ভয়। খুব সাবধানে থাকিস। যা, কাপড় কেচে আয়।"

সুব্রতা কুয়োতলায় গিয়ে জামা-কাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিলে। গা ধুয়ে জামা-কাপড় উঠানে পূর্বদিনের মত শুকুতে দিলে। তারপর ঘরে এসে খেতে বসল।

খেতে খেতে প্রশ্ন করলে—"আপনি আশ-পাশের বাড়ীতে মানে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে বেড়াতে যান না?"

"যা সব উগ্রচণ্ডা মেজাজ! কে কি বলবে, কে জানে। ভয়ে কোথাও বেরুই না। তবে মাঝে মাঝে মহিলা-সমিতিতে যাই। ও-পাড়ার কটি লেখাপড়া-জানা বৌ-ঝি মিলে সেটা খুলেছে। তারা নিমন্ত্রণ করতে আসে। দিই কিছু-কিছু চাঁদা।"

"কি কি কাজ হয় মহিলা-সমিতি থেকে।"

"ওঁরা নার্সিং ক্লাস খুলেছিলেন। গাঁয়ের ডাক্তাররা গিয়ে বিনা-পয়সায় ছোট মেয়েদের নার্সিং শেখাতেন। উৎসাহ করে অনেক মেয়েও শিখতে ঢুকেছিল। কিন্তু অতি-চালাক লোকের তো অভাব নেই। তারা সন্দেহ করতে লাগল,—হাড়ী-বৌদের অন্ন মারবার জন্যে মহিলা-সমিতি ছোট মেয়েদের ধাত্রী-বিদ্যা শেখাচ্ছে। এরা যদি ঘরে ঘরে ধাত্রী-বিদ্যা শিখে বসে, তাহলে বাড়ীতে বৌ-ঝি প্রসব হবার সময় হাড়ী-বৌদের ডাকবে কে? তারা সোনার চুড়ি আদায় করবে, সোনার হার আদায় করবে, তবে নাড়ী কাটবে,

"পেলেই বা। সহজ পন্থায় যাতে রান্না-খাওয়া হয়, বেশী হাঙ্গামা না করতে হয়, আমরা তারই কথা কইছি। এতে ওঁদের ক্ষতি কি ?"

কাতরকণ্ঠে পিসীমা বললেন—"পাঁচ কথা কইবে, মা। আর শুনতে পাচ্ছি না। ওরা কেউ চাকরি করে না। তুই চাকরি করছিস, ওদের গা জ্বলে গেছে। সারাদিন আমাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কি বলাই বলছে! তুই সে-সব শুনলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌বি।"

"মোটে না। পল্লীগ্রামের আলস্য-বিলাসী, ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের মনোবৃত্তির মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। বই পড়ে তার কতক কতক খবর আগে জেনেছি। স্বকর্ণে তার কিছু কিছু এইমাত্র শুনে এলাম। ওতে যদি বেচারাদের ঈর্ষাবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, হোক না। ও-সব কথায় কান দেবেন না।"

অধিকতর চুপি চুপি পিসীমা বললেন—"ওরা শাসাচ্ছে, মিথ্যে করে কুচ্ছো রটিয়ে তোর চাকরি খাবে।"

হেসে সুব্রতা বললে—"এরকম ইতর পন্থায় ওরা যদি আমার চাকরি খায়, খাক না। এখানে অন্ন না জোটে, অন্যত্র আমি অন্নক্ষেত্র আবিষ্কার করে নেব। নিজের মূল্য আমি জানি। সে-ক্ষমতা আমার আছে। অবশ্য শরীর যদি না ভেঙে পড়ে! আমি সদুপায়ে খেটে খাবই।"

অধোবদনে ক্ষণেক নিরুত্তর হয়ে থেকে পিসীমা বললেন—"আমি অসহায় অবস্থায় শত্রু-পুরীর মধ্যে বাস করছি। তোরা

এসে আমার একটু সহায় হয়েছিস, এতে ওরা হিংসেয় দিশেহারা হয়ে উঠেছে। কখন কি করে বসবে ওরা, সর্বদা ভয়। খুব সাবধানে থাকিস। যা, কাপড় কেচে আয়।”

সুব্রতা কুয়োতলায় গিয়ে জামা-কাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিলে। গা ধুয়ে জামা-কাপড় উঠানে পূর্বদিনের মত শুকুতে দিলে। তারপর ঘরে এসে খেতে বসল।

খেতে খেতে প্রশ্ন করলে—“আপনি আশ-পাশের বাড়ীতে মানে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে বেড়াতে যান না?”

“যা সব উগ্রচণ্ডা মেজাজ! কে কি বলবে, কে জানে। ভয়ে কোথাও বেরুই না। তবে মাঝে মাঝে মহিলা-সমিতিতে যাই। ও-পাড়ার কটি লেখাপড়া-জানা বৌ-ঝি মিলে সেটা খুলেছে। তারা নিমন্ত্রণ করতে আসে। দিই কিছু-কিছু চাঁদা।”

“কি কি কাজ হয় মহিলা-সমিতি থেকে।”

“ওঁরা নার্সিং ক্লাস খুলেছিলেন। গাঁয়ের ডাক্তাররা গিয়ে বিনা-পয়সায় ছোট মেয়েদের নার্সিং শেখাতেন। উৎসাহ করে অনেক মেয়েও শিখতে ঢুকেছিল। কিন্তু অতি-চালাক লোকের তো অভাব নেই। তারা সন্দেহ করতে লাগল,—হাড়ী-বৌদের অন্ন মারবার জন্যে মহিলা-সমিতি ছোট মেয়েদের ধাত্রী-বিদ্যা শেখাচ্ছে। এরা যদি ঘরে ঘরে ধাত্রী-বিদ্যা শিখে বসে, তাহলে বাড়ীতে বৌ-ঝি প্রসব হবার সময় হাড়ী-বৌদের ডাকবে কে? তারা সোনার চুড়ি আদায় করবে, সোনার হার আদায় করবে, তবে নাড়ী কাটবে,

নইলে নাড়ী কাটবে না,—ছেলে-পোয়াতীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি যখন, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আগে দরদস্তুর করবে, নতুন কাপড় আদায় করবে, তবে আঁতুড়ে ঢুকবে—নইলে ঢুকবেই না! তাদের এ-সব জুলুমবাজি ভেঙে দেওয়াই তো তাহলে মহিলা-সমিতির উদ্দেশ্য! হাড়ী-বৌদের হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক অনেক আছে। তারা কানাকানি করতে লাগল। খবর হাড়ী-বৌদের কানে পৌঁছল। তারা রেগে আগুন হয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ করলে। ভয়ে কেউ আর মহিলা-সমিতিতে নার্সিং শিখতে মেয়ে পাঠাল না। নার্সিং ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল।"

"বাবাঃ! হড্ডিক-বধূদের প্রতাপ এত!"

"এত! মহিলা-সমিতির মেয়েরা নিরক্ষর বয়স্থাদের বিনা-পয়সায় লেখাপড়া শেখবার জন্য ডেকেছিলেন। একখানা চিঠি লেখবার জন্যে যারা সাতবাড়ী ঘুরে বেড়ায়, সাতজনের খোসামোদ করে, তাদের লেখাপড়া শেখানোই ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল। বয়স্থারা জবাব দিলেন—"এতকাল লেখাপড়া না শিখে কেটে গেল, এখন তোমাদের উব্‌কারের জন্যে শিখব বই কি! বয়ে গেছে, যাব না!"

"মহিলা-সমিতির দুরভিসন্ধিটা তারা ধরে ফেলেছে তাহলে! মহিলা-সমিতির সাধ্য কি এইসব অতি বুদ্ধিমতীর ধূর্ত চতুরতার সঙ্গে পেরে ওঠেন! সমিতিকে তাহলে পদে পদে পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে?"

"খুব। হাড়ী-বৌদের হাতে নাড়ী কাটার দোষে সন্তঃপ্রসূত শিশুরা দলে দলে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা যাচ্ছে, বাহ্যে-প্রস্রাব বন্ধ হয়ে পেট ফুলে ফুলে মারা যাচ্ছে। অসময়ে ডাক্তার ডাকা হয়, তাঁরা এসে দেখেন আর বলেন, 'নাড়ী কাটার দোষে হয়েছে।' কিন্তু প্রতিকারের উপায় তখন থাকে না। এ-সব অনাচার আমাদের সইবে। কিন্তু ঘরের মেয়েরা ধাত্রী-বিদ্যা শিখে, বাড়ীর প্রসূতিদের আর শিশুদের বাঁচাবে, সেটা আমাদের সইবে না। তাতে না কি দেশের অকল্যাণ হবে, মান-ইজ্জত নষ্ট হবে।"

"মান-ইজ্জত নষ্ট হবে! আমি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছি, তাতে আপনার জ্ঞাতিদেরও মান-ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে! আমি অর্থাভাবে বিপন্ন, আমাকে সাহায্য করবার সময়, দেশের বা জাতের কোনও লোক সাড়া দেবে না, দেয়ওনি। কিন্তু আমি যদি কুড়ে হয়ে বসে না থাকি, যদি খেটে খাই, তাহলেই দেশশুদ্ধ বাড়ীশুদ্ধ সকলের মান-সম্ভ্রম রসাতলে গেল! অদ্ভুত! অতি অদ্ভুত মানুষ আমরা।"

"তবু আগের চেয়ে ঢের ভাল! আমরা যখন তোদের মত বয়সের ছিলাম, তখন দেশশুদ্ধ লোকের যা মতি-গতি দেখেছিলাম, সে আর বলবার নয়। এখন তোরা লেখাপড়া শেখবার ঢের সুযোগ পেয়েছিস্, লেখাপড়া-জানা সকল লোকেদের বুদ্ধিশুদ্ধি ঢের ভাল হয়েছে।"

ধাঁ করে সুব্রতার মনে পড়ল, হেডমিস্ট্রেস্ মহাশয়ার সেই

তত্ত্ব-কথা! ছল-চাতুরীমূলক উপায়ে পরের পয়সা লুঠ করাই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য কর্তব্য!…তাঁর কথাটা এখনও সুব্রতার কানে বাজছে!…'টাকা কি কেউ দেয়? টাকা আদায় করতে হয়?' চমৎকার! অতি উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা!

তথাকথিত শিক্ষিত, শিক্ষিতাগণের তত্ত্বজ্ঞানের নমুনা যখন এই, তখন দস্যু, তস্কর, প্রতারক, পকেটমারদের অপরাধ কি? তারাও কূটযুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে পারে, টাকা তাদের কেউ দেয় না, সেজন্য তারা করছে—'আদায়!' বড় বড় ব্যাঙ্কাররা ব্যাঙ্ক খুলে আইনসম্মত উপায়ে, ছল-চাতুরীর ফাঁদ পেতে, হাজার হাজার লোকের 'মুখে-রক্ত-ওঠা' পরিশ্রমের টাকা ব্যাঙ্কে পোরেন, তারপর অতর্কিতে ব্যাঙ্ক ফেল করে, হাজার হাজার নিরীহ সরল বিশ্বাসী লোককে পথে বসান! সেটা ও তাঁদের 'আদায় করা!'

দেশে শিক্ষার প্রসার বাড়ছে। কিন্তু সততা? কতজন শিক্ষিত নর-নারী সততার মর্যাদা রেখে চলেন? এ শিক্ষার মূল্য চাকরির বাজারে যত উচ্চস্তরের হোক, মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে এর গুরুত্ব কতটুকু!

কোথায়, ক'জন শিক্ষিত, দিচ্ছেন অকপট নৈতিক-চেতনার পরিচয়? যে ক'জন শিক্ষিত নর-নারীর নৈতিক-চেতনা ও সততা, অর্থ বা স্বার্থের মূল্যে বিক্রী হয়নি, তাঁরা সহস্রবার নমস্য। কিন্তু বিবেক-বিক্রয়কারী শিক্ষিতের দল কি করছেন?

অন্যমনস্কভাবে সুব্রতা বললে—"লেখাপড়া-জানা লোকদের সকলেরই বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হয়েছে? ভুল পিসীমা, ভুল! দুর্বুদ্ধি অস্থি-মজ্জায় জড়িয়ে রয়েছে। রক্তের কণায় কণায় ইতরামি আর নীচতা মিশে রয়েছে। এমন অনেক তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিত নর-নারীর কার্যকলাপের খবর প্রমাণ-শুদ্ধ আমরা পেয়েছি, সারা জগৎ পেয়েছে। শিক্ষা এদের সৎ করতে পারেনি, শুধু শয়তানি বুদ্ধিকে শানিয়ে তুলেছে মাত্র! এঁরা বড় ভয়ানক জীব, বড় ভয়ানক! তবু আমরা চাইছি শিক্ষার প্রসার বাড়ুক, মানুষের ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রত হোক। নিজে বুঝে-সুঝে মানুষ সৎপথে আসুক। দেশকে আমরা জ্ঞান-বিস্তারের দ্বারা নূতন করে গড়তে চাই।"

"তাতে অপমান, নির্যাতন, কলঙ্ক, লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না, তোদের নির্যাতনে আমাদেরও অশান্তি। ক্ষ্যাপামি করিস্‌নি। চুপচাপ টাকা রোজগার কর, সঞ্চয় কর। নিজের একটু গুছিয়ে নিয়ে, সোজাসুজি বিয়ে কর।"

সুব্রতা হেসে বললে—"তারপর? গোয়াল-কাড়া, আর বাসন-মাজার নৈপুণ্য-গৌরবে আত্মহারা হয়ে বসে থাকি! না, পিসীমা, আমার মতে, দেশে আজ সবচেয়ে বড় কাজ, উপযুক্ত 'মা' তৈরী করা! বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের নিয়ে নাড়াচাড়া করি, তাদের মন, বুদ্ধির ওজন পরীক্ষা করি,—আর হতাশ হয়ে ভাবি—এখনো ঢের দেরী, ঢের দেরী! এদের ক্রমাগত ঘষে মেজে তৈরী করে যদি চলতে পারা যায়, তবে

হয়ত এদের নাতি-নাতনীদের আমলে গোটা মানুষ তৈরী হবে। অনেক পরিশ্রম, অনেক সাধনা তার জন্যে দরকার।"

পিসীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"থাম বাছা। তোদের শিক্ষয়িত্রীর দল,—আগে শঠতা প্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত করুক। নিজেকে সৎ আর পবিত্র করে গড়ে তুলুক। তার পর ভাবতে হবে না। শিক্ষয়িত্রীদের দেখাদেখি মেয়েরা আপনা থেকে সৎ হয়ে উঠবে।"

"এ কথা আমিও মানি পিসীমা। ছোটবেলায় একটি নিষ্কপট, মহৎপ্রাণা শিক্ষয়িত্রীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তাঁর প্রভাব আজও আমার জীবনের উপর অজ্ঞাতসারে কাজ করছে। তারপর আমার বাবার প্রভাব। তাছাড়া অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী পেয়েছি—তাঁরা শুধুই বিদ্যা-ব্যবসায়ী। ব্যবসার খাতিরে গ্রামার ব্যাকরণ নির্ভুল ভাবে শিখিয়েছেন, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকে মনের উপর কোনও স্থায়ী দাগ কাটতে পারেননি। চাই চাই, সকলের আগে চাই, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মনের উচ্চতা, চরিত্রের নির্মলতা, প্রাণের মহত্ত্ব! মানুষের দ্বারাই মানুষ গড়া যায়। কলে মানুষ গড়া যায় না।"

এগার

সুব্রতার কথা শুনে পিসীমা একটু হাসলেন। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে অন্য মনে বললেন—'আহা, অনেক কাল আসেনি ছেলেটা। মন কেমন করে আমার। এলে শুনতিস তার কথা। তোর মতের সঙ্গে তার মত অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেত। সেও বলে সদ্‌গুরু না হলে সদ্‌শিষ্য গড়া যায় না। সৎ স্বভাবের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী না হলে সৎ স্বভাবের ছাত্র-ছাত্রী তৈরী হয় না।' আহা বড় ভাল ছেলে। মা বাপের বাছা, বেঁচে থাক। বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক।"

"কার কথা বলছেন ?"

"চাটুয্যে মশায়ের ছেলে শশাঙ্কর কথা বলছি। আগে প্রায়ই আমার কাছে আসত। বসে কথা কইতে কইতে ঝোঁকের মাথায় তোর মত কত কি আবোল-তাবোল বোকত। তার সব-কি ছাই আমি বুঝতে পারি ? বুঝতে পারতাম না, তবু তার কথা বলবার ধরণ-ধারণটা এত মিষ্টি লাগত যে মনে হোত যে শুধু দুটো কানে নয়,—আরো দুটো কান থাকলে, ভাল করে শুনি।"

"চাটুয্যে মশায়ের স্ত্রী, সে বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে ! তাঁর ছেলে বুদ্ধিমান তো হবেই পিসীমা। চাটুয্যে মশায় নিজে লোক ত

ভালই। কিন্তু ওঁর স্ত্রীকে যা দেখলুম, তাতে মনে হয় চাটুয্যে মশায়ের জীবনের সমস্ত উন্নতির মূলে রয়েছেন—ওঁর স্ত্রীর প্রভাব।"

"হুঁ, তা আছে। এই আমার কথাই ধর! আমি বিপদে পড়েছি, আদায় উশুল করাতে পারছি না,—তিন গুণ মাইনে দিলেও কোনও লোক আমার কাজে থাকতে সাহস করছে না। বৌমা,—মানে চাটুয্যের স্ত্রী, আমার বিপদ দেখে নিজে স্বামীকে বলে-কয়ে জোর করে পাঠিয়ে দিলে। জোর করে আমার কাজ নেওয়ালে। সে কি দুর্দিন গেছে তখন আমার! বাবুদের অত্যাচারের ভয়ে কেউ আমার দোর মাড়াত না। খেতে পাচ্ছি না। দিনের পর দিন উপোস করে কাটাচ্ছি। মরেছি কি বেঁচে আছি, খোঁজ নেবার কেউ নাই। সে দুর্দিনে চাটুয্যে মশায় এসে "মা" বলে ডেকে, আমার মাথা বাঁচিয়েছিলেন। আমার অন্নের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেবল ঐ বৌমার জন্যে! বৌমা সত্যিই খুব ভাল মেয়ে।"

"সে মায়ের ছেলে ত ভালো হবেই, এ আর বেশী কথা কি?—" বলে উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো তুলে নিয়ে সুব্রতা কুয়োতলার দিকে গেল। দেখলে—তখন যে দুই ব্যক্তি সদর দুয়ারে চাবি বন্ধ করে তাকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র করছিলেন, তাঁদের একজন —সেই সানুনাসিক স্বরের অধিকারী মহাশয় অকারণ ব্যস্ত উত্তেজনায় উঠান দিয়ে বার বার যাতায়াত করছেন। সুব্রতাকে বারান্দা থেকে বেরুতে দেখে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে

শশব্যস্তে উঠান অতিক্রম করে অন্য জ্ঞাতির উঠানে চলে গেলেন।

সন্দেহ হোল, লোকটির মস্তিষ্ক কি আংশিকভাবে বিকৃত ?

কুয়োতলা থেকে বাসন মেজে এনে জল ও গোময় দিয়ে উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করলে। কারণ, ঠিকে-ঝি তখন নিত্য কার্য সেরে চলে গেছে। হাত ধুয়ে এসে, বারান্দার বাসনগুলো জলে ধুয়ে, ঘরে তুলে রাখতে রাখতে বললে—"সুচারু বোর্ডিং'এ চলে গেল, মন কেমন করছে তার জন্যে। এতক্ষণ বিদ্যালয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তার কথা মনে পড়েনি। এবার কাজ নেই কি না, তাই তার কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে। আপনি আহ্নিক সেরে নিন পিসীমা, আমি ততক্ষণ বই পড়ি একটু।"

সুব্রতা পিসীমার ঘরের জানালায় বসল। একটা বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে। কিন্তু সাধ্য কি পড়ায় মনঃসংযোগ করে! পিসীমার পাগলী-জা ততক্ষণে ছাদের উপর দুম্‌দাম্ শব্দে প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করতে আরম্ভ করলে এবং তার কোনও অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে কদর্য কুৎসিত ভাষায় উচ্চ চীৎকারে এমন গালাগালি দিতে আরম্ভ করলে, যা একান্ত অসহনীয়! বিরক্তিতে সুব্রতার মাথা ধরে গেল।

পিসীমা কিন্তু নির্বিকার চিত্তে আহ্নিকে মগ্ন হয়ে রইলেন।

পদাঘাত সংঘাতে ঘরের জীর্ণ ছাদ থেকে ঝর্ ঝর্ করে

রাবিশ খসে পড়তে লাগল। ঘরের এখানে ওখানে রাবিশ পড়ল, পিসীমার মাথায় কতক পড়ল। নীরবে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে, পুনরায় জপ করতে লাগলেন। এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। একটি কথা পর্যন্ত কইলেন না।

সুব্রতা আশ্চর্য বোধ করলে। ক্রমাগত উৎপীড়ন ভোগ করে পিসীমার অনুভব-শক্তি কি লোপ পেয়ে গেছে ?

পিসীমার আহ্নিক শেষ হোল। তিনি উঠলেন। সুব্রতা সক্ষোভে বললে—"উঃ কত রাবিশ খসে পড়েছে! এখনো ছাদের উপর দুম্‌দাম্‌ শব্দে নাচ চলছে। এত উৎপীড়ন সহ্য করে আপনি কি করে এখানে বাস করেন ?"

ম্লান হাস্যে পিসীমা বললেন—"পয়সা না থাকলে আমার মত অবস্থার হিন্দু-বিধবাদের কত উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়, তার খবর তো তোরা রাখিস না। আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে আছে শুধু ভূয়ো মান-ইজ্জত। তার দায়ে আমরা বাইরে বেরুতে পারি না। খেটে খেতে পারি না। হয়ে আছি সবাই—অন্ধকূপের আসামী! কাজেই উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এখন ওসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। যা, জামা কাপড় তুলে আন।"

এতক্ষণে সুব্রতার স্মরণ হোল, জামা কাপড় বাইরে উঠানে রয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠানে গেল। দড়িতে মেলে দেওয়া জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে সুব্রতার চক্ষুঃস্থির! দেখলে কাপড়খানার দু'দিকের আঁচল ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দেওয়া

হয়েছে, এবং জামার পিঠটা সম্ভবতঃ দাঁতে করে ছিঁড়ে তিন টুক্‌রো করা হয়েছে। জামাটা মাটিতে লুটোচ্ছে।

কে এমন কাজ করলে, প্রশ্ন করা নিরর্থক। স্মরণ হোল সানুনাসিক কণ্ঠস্বরের অধিকারী মহাশয় বার বার উঠান দিয়ে ব্যস্ত উত্তেজনায় আনাগোনা করেছেন।

আরও স্মরণ হোল পিসীমা পূর্বেই সতর্ক করেছেন। অন্য দিন সুচারু এ-সময় বাড়ীতে থাকে, সে উঠানের দিকে চোখ রাখে। আজ সে নাই। সুব্রতাও অন্যমনস্ক হয়ে ঘরে বসেছিল।

অতএব ?

হতভম্ব হয়ে ছেঁড়া জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে সুব্রতা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে পড়ল, ক'লকাতার স্কুলে কাজ করে নিজের শ্রমার্জিত অর্থে, নিজের এক জোড়া, সুচারুর এক জোড়া কাপড় মাসখানেক আগে কিনেছিল। কাপড়খানা নূতন !

কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা নিস্ফল। করলেই বা শুনছে কে ? নিজের মূঢ়তা ও অসতর্কতার ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে নির্বাক থাকাই ভাল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাপড়খানা তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় লতা বাড়ী ঢুকলো। হাতে তার এক বাটি ছানা। সুব্রতাকে উঠানে দেখে সহর্ষে বললে—"এই যে আপনি ! মা আপনার জন্যে, আর ছোটমার জন্যে ছানা পাঠিয়ে দিলেন। এ কি ! কাপড়খানা এমন করে ছিঁড়লো কি করে ?"

সুব্রতা ক্ষুব্ধ চিত্তে ম্লান হাস্যে জামাটা তুলে মেলে দেখালে। লতা আশ্চর্য হয়ে বললে—"এটাও ছিঁড়ে গেছে? তাহলে কেউ ছিঁড়ে দিয়েছে? কে ছিঁড়লে?"

কথার সাড়া পেয়ে পিসামা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন। নির্বাক হয়ে ক্ষণেক ছেঁড়া জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"এই দুর্মূল্যের বাজার! কি কষ্টে কাপড় জামা কিনতে হয়! কি আর করবি? তুলে আন। ঘরে আয় লতা।"

দু'জনে ঘরে এল। পিসীমা দুঃখিতভাবে বললেন—"আমার পাঁচখানা কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে অম্নি করে। তোর বাইরে বেরুবার কাপড়খানা গেল। বড় ক্ষতি হ'ল। বাইরে বেরুবার কাপড় আর আছে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুব্রতা বললে—"আছে দুখানা। কিন্তু রোজ ত, এমনি করে ছিঁড়ে দেবে? কেচে শুকুতে দেব কোথা?"

লতা উত্তেজনা-চঞ্চল কণ্ঠে বললে—"আমাদের বাড়ীতে শুকুতে দেবেন। এ সবের মানে কি?"

পিসীমা নিম্নকণ্ঠে বললেন—"মানে, আমাদের এখানে বাস করতে দেবে না। পয়সা থাকলে যেখানে হোক চলে যেতাম। পয়সা নাই, তাই এখানে পড়ে পড়ে জ্যান্তে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। আঃ, আজ যদি কেউ দয়া করে আমার বিষয়গুলো কিনে নেয়, তবে এই দণ্ডে এখান থেকে পালাই।"

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে লতা বললে—"দাদা আসুক, আমি

দাদাকে বলব। দাদাকে দিয়ে কিনে নেওয়াব ছোটমা। উঃ, কি অত্যাচার! আপনি কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে কাপড় শুকুতে দেবেন, বুঝলেন? আপনার লজ্জা করে ত', বলুন। আমি নিজে এসে সকালে বিকালে আপনার কাপড় নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে দিয়ে যাব।"

সুব্রতা পিসীমার মুখপানে চাইল। পিসীমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—"তাই দিস। রান্নাঘরে আমার কাপড়ের সঙ্গে কাপড় শুকুতে দিলে, তোর কাপড় ময়লা হয়ে যাবে। সে কাপড় প'রে বাইরে বেরুনো চলবে না। আমিই তোকে সঙ্গে করে নিয়ে ওদের বাড়ীতে যাব। সেইখানে শুকুতে দিস।"

ক্ষোভোত্তেজিত কণ্ঠে লতা বললে—"আপনি শুদ্ধ আমাদের বাড়ীতে থাকবেন, চলুন সুব্রতাদি—"

"দিদি কি রে? পিসি বল—"

"হোক গে পিসি, আমি দিদি বলব। পিসীমা বলতে আমার মনে থাকে না। সুব্রতাদিকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব ছোটমা? আপনিও চলুন না, বেশ তো, সেখানে থাকবেন!"

সামাজিক বাধা, পারিবারিক বাধা, জ্ঞাতি গোষ্ঠীর টিট্‌কারি বিদ্রূপ, নানারূপ সম্ভাব্য-বিপত্তির বিভীষিকাময়ী স্মৃতি পিসীমার অন্তরে ভিড় করে এসে দাঁড়াল। ম্লান হাস্যে মাথা নেড়ে তিনি বললেন—"তাই কি হয় রে পাগলি! নিজের ঘর ছেড়ে কোথায় যাব?"

"ভারি ত ঘর! তবু যদি না আপনার ওপরওলা ঠাক্‌রুন দিনরাত লাথি ঠুকে, ইঁট ঠুকে, ছাদ না-ভাঙত। কোন্ দিন ছাদ ধ্বসে যাবে। চাপা পড়ে মারা যাবেন যে!"

"অদৃষ্টে থাকে, তাই মরব। কি আর করব? তোর হাতে ও কি?"

"মা টাট্‌কা ছানা কেটেছিলেন। আপনাদের জন্যে একটু পাঠিয়ে দিলেন। খাবেন রাত্রে।"

"আবার এ সব কেন? তোরা খেলেই ত' আমার খাওয়া হোত। আর কখনো দিসনি ভাই। এত নিতে আমার লজ্জা করে। আমি যে তোদের কিছুই দিতে পারি না। রাখ ঘরে।"

ছানা রাখতে লতা ঘরে ঢুকল।

সহসা দু'জন বর্ষীয়সী জ্ঞাতি গৃহিণী বারান্দায় ঢুকলেন। তারস্বরে দু'জনে বললেন—"কি হয়েচে গা?"

পিসীমা বললেন—"এস দিদি, বোস।" তিনি দুখানা আসন বের করে পেতে দিলেন।

লতা ঘর থেকে বেরিয়ে বিনা ভূমিকায় বললে—"দেখেছেন, সুব্রতাদি জামা কাপড় উঠোনে দড়িতে শুকুতে দিয়েছিলেন। দু'টোকেই কে ফালা-ফালা ক'রে ছিঁড়ে দিয়েছে। দেখান ত' সুব্রতাদি।"

সুব্রতা সসঙ্কোচে বললে—"দেখিয়ে আর কি হবে? ওঁরা তার কি করবেন?"

গৃহিণীদের একজন সকৌতুক হাস্যে বললেন—"বল কি? কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে? তাই কেউ দিতে পারে না কি?"

লতা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে—"দেখান সুব্রতাদি,—দেখান।"

অন্য গৃহিণী উপেক্ষা ভরে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—"দেখলেও আমরা বিশ্বাস করতে চাই না। নিজেরা নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে পরের নামে দোষ দেওয়া,—ও সব আমরা ঢের দেখেছি!"

রাগে, অপমানে, সুব্রতার মুখ লাল হয়ে উঠল। কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া তার সহ্য হয়েছিল, কিন্তু অযথা তার নামে মিথ্যা দুর্নাম দেওয়ায় এদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও তার ঘৃণা বোধ হোল! বিনাবাক্যে চেঁড়া জামা কাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

লতা ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—"সুব্রতাদি লেখাপড়া জানা মেয়ে। উনি পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু কুঁছুলে মেয়ে নন। উনি কোঁদল করবার জন্যে নিজের কাপড় নিজে ছিঁড়েছেন, এ কি সম্ভব?"

দ্বিতীয়া গৃহিণী বললেন—"সম্ভব অসম্ভব আমরা কি করে জানব? কে ছিঁড়েছে তা কি আমরা দেখেছি? না, সে ছেঁড়বার সময় ডেকে এনে আমাদের সাক্ষী রেখেছিল? বেশ তো, কেউ ছিঁড়ে থাকে, তাকে ধুনো পুড়িয়ে গাল দিক্।"

"ধুনা পুড়িয়ে গাল দেওয়া", এটা পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত এক শ্রেণীর অভিচার-জাতীয় অনুষ্ঠান। অনিষ্টকারীর উদ্দেশে এই অনুষ্ঠান প্রয়োগ করলে তার না কি অনিষ্ট ঘটে।

পিসীমা মৃদু আপত্তির সুরে বললেন—"সুব্রতা ধুনো

পোড়াতে হয় কি করে, তাও জানে না। গাল দিতেও পারে না। ওর বাপ মা ওকে সে সব সৎশিক্ষা দেননি। ও সব কথা তুলে কাজ নাই। যা হয়েছে, বেশ হয়েছে। লতা বাড়ী যাও, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।"

লতা গৃহাভ্যন্তরস্থ সুব্রতার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললে—"কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে কাপড় শুকুতে দেবেন সুব্রতাদি। সেখানে গিয়ে কে ছেঁড়ে তা দেখতে চাই—"

সে চলে গেল।

গৃহিণীদ্বয়ের একজন বললেন—"আমরাও উঠি, কাজ আছে। আর বসবো না। বলি, ভাই-ঝি ঘরে ঢুকল কেন? চাকরি-করা মেয়ে! ওর আবার লজ্জা কিসের? ওর মাইনে কত?"

পিসীমা ভয়ে ভয়ে বললেন—"পঁয়ষট্টি টাকায় ঢুকেছে।"

"পঁয়ষট্টি! পোড়া কপাল। ও তো ওর জামা কাপড়, ছাতা জুতোর খরচেই যাবে। আজকের দিনে টাকার দাম আছে? ওতে নিজেই বা খাবে কি? আর পিসিকেই বা খাওয়াবে কি?"

আহত স্বরে পিসীমা বললেন—"আমাকে খাওয়াবার জন্যে ও চাকরি নেয়নি। ওর নিজের খরচটা কষ্টে-স্বষ্টে জুটে গেলেই যথেষ্ট।"

তাঁরা আরও কি বলতে উদ্যত হয়েছিলেন। সুব্রতা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে বারান্দায় এল। তাঁদের সামনে লণ্ঠনটা রেখে ফের

ঘরে ঢুকল। জল এনে দুয়ারে দুয়ারে জল ছিটিয়ে দিলে। পুনরায় ঘরে ঢুকে শাঁখ বাজালে।

তাঁরা চঞ্চল হয়ে বললেন—"উঠি, সন্ধে হয়ে গেল। বলি ভাইঝির বিয়ে দেবে না? চিরদিন আইবুড়ো করে ঘরে রাখবে? কি গো মেয়ে? বিয়ে করবে না?"

সবিনয়ে সুব্রতা বললে—"সে সম্বন্ধে কখনো কিছু ভেবে দেখতে সময় পাইনি। গরীব মানুষ আমরা। এখন ভাইটিকে কি করে লেখাপড়া শেখাব, সেই চিন্তায় বিব্রত হয়ে আছি।"

ঝঙ্কার দিয়ে দ্বিতীয়া গৃহিণী বললেন—"ভাই ব্যাটাছেলে, নিজের ব্যবস্থা নিজে করুক। বোন আবার কোন কালে ভাইকে লেখাপড়া শেখায়? তোমার অত মাথা-ব্যথা কিসের? আমাদের কি ভাই নেই? কি করছি আমরা তাদের জন্যে? নিজের ঘর-গেরস্তালী নিয়ে এমন ডুবে আছি যে, তাদের খোঁজ নেবারও সময় পাই না। ভাইয়ের পড়ার চিন্তেয় বোন সব্বত্যাগী হয়ে চাকরি করবে, এ কথা ত' কখনো শুনিনি।"

অর্থাৎ সুব্রতা সমাজ বিরুদ্ধ অপরাধ করছে, সেজন্য তাঁরা শাসন করতে চান। সুব্রতার বে-হিসাবী পরার্থপরতা তাঁরা ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

এঁদের অন্তরের মহত্ত্ব, মনের উদারতা ও বিচার বুদ্ধির উচ্চতাকে নমস্কার করে নির্বাক থাকতেই ইচ্ছা হোল। কিন্তু এঁদের ভুল সংশোধন না করে থাকতে পারলো না। ম্লান ভাবে একটু হেসে সুব্রতা বললে—"আপনাদের ভাইরা এখন বড়

হয়েছেন। তাঁরা এখন নাতি-নাতনীর ঠাকুর্দা। তাঁদের তত্ত্বাবধান করবার লোকের ত' অভাব নাই! তাঁদের দেখাশোনা করার দরকারও আপনাদের নাই। কিন্তু আমার ভাই ছেলেমানুষ। অকালে বাপ-মা মারা গেছেন। তার দায়িত্ব নিতে আমি ন্যায়তঃ-ধর্মতঃ বাধ্য। কেন না আমি তার বড়।"

অধিকতর উগ্রভাবে ঝঙ্কার হেনে দ্বিতীয়া গৃহিণী বললেন—"এই ত' ভাইয়ের চাকরি হয়েছে, ডানা গজিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। আর কি সে তোমায় দেখলে!"

"মানে? চাকরি নিয়ে সে জন্মের মত চলে গেল?"

"তা নয়তো কি? আমরা অমন ঢের দেখেছি! ব্যাটাছেলে, রোজকার করবে। খাবে দাবে ফুর্‌তি করবে। তারা আর বোনেদের খোঁজ নেবে না, এ একেবারে নিয্যস।"

এঁদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা, বুদ্ধির দৈন্য ও অজ্ঞতা এবং নীচতার পরিমাণ দেখেই সুব্রতার অনুকম্পা বোধ হোল। ঈষৎ হেসে বললে—"ভগবান করুন, সেই সুদিনই আসুক। সুচারু নিজের ক্ষমতা বলে, সুখ-সম্পদ্ ভোগের অধিকারী হোক। তখন আমাদের না দেখে, নাই দেখবে। ভগবান আমায় চালিয়ে দেবেন।"

"দিচ্ছেন ভগবান চালিয়ে! বোকার মত কথা কোয়ো না! সেয়ান-শঠ হও। এই বেলা নিজের 'দিন' কিনে নাও। ভাই আর তোমাকে দেখবে না। ফিরেও আসবে না।"

এমন দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ওই কথাটা বললেন, যে ভয়ে

পিসীমার বুক কেঁপে উঠল। আতঙ্কিত স্বরে তিনি বললেন—"সুচারু বলে গেছে না কি ?"

সুব্রতা সুদৃঢ় কণ্ঠে বললে—"পিসীমা চুপ করুন। সুচারুকে আমি ছোটবেলা থেকে নিজহাতে মানুষ করেছি। তাকে আমি চিনি। সে, সেরকম স্বার্থপর, ইতর ছেলে মোটেই নয়।"

আশাভঙ্গের মনস্তাপ-পীড়িতকণ্ঠে প্রথমা গৃহিণী বললেন—"নয় ? এর পরও সে এখানে আসবে ? তোমাদের দেখাশুনো করবে ?"

অধিকতর দৃঢকণ্ঠে সুব্রতা বললে—"হ্যাঁ করবে। সুচারু যা শিক্ষা পেয়েছে, তাতে সে পাড়াগাঁয়ের ব্যক্তি-বিশেষদের মত ইতরামি, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা শেখবার সুযোগ পায়নি। সে মানুষ, এবং তার কাছে আমরা মানুষের যোগ্য আচরণই পাব।"

হতাশ কণ্ঠে দ্বিতীয়া গৃহিণী বললেন—"চল। আমরা বাড়ী যাই। তবে বলে যাচ্ছি বাছা, তোমার আর বিয়ে হবার, ঘর-সংসার হবার আশা নাই। চাকরি-করা মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না।"

তাঁদের তূণের শেষ অস্ত্রটা নিক্ষেপ করে, তাঁরা খরচরণে চলে গেলেন।

সুব্রতা বারান্দার দুয়ারটা ভেজিয়ে দিয়ে নিম্ন কণ্ঠে বললে—"অদ্ভুত দাম্ভিকতা, অদ্ভুত আহম্মকি।"

পিসীমা ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন—"তোরা কি করে পরস্পরের

মঙ্গল সাধন করছিস, ওরা বুঝতে পারছে না। তাই ওই রকম আক্রোশ ভরে যা তা ব'লে আঁতে ঘা দিচ্ছে। কথার বাঁধুনি দেখে আমি শুদ্ধ চমকে উঠেছিলাম। পরে মনে পড়ল, ওদের অভ্যাস চিরদিন ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর হিংসা করা! অনিষ্ট সাধন করা! তোদের কাণ্ড ওদের কাছে নতুন লাগছে। তাই ওরা ও রকম করছে।"

সদর দুয়ারে চাটুয্যে মশায়ের ধীর-গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—"ছোটমা, আমি বাড়ীর মধ্যে যাব।"

"আসুন বাবা আসুন। এমন সময় কি মনে করে?"

লণ্ঠন হাতে বারান্দায় ঢুকে চাটুয্যে মশায় বললেন—"কাল হাট বার। হাট থেকে কি কি জিনিস আনতে হবে ফর্দ করে রাখবেন। কাল সকালে এসে আমি ফর্দ আর টাকা নিয়ে যাব। আপনাদের কাপড়-চোপড় কিছু কিনতে হবে?"

চিন্তিত ভাবে ছোটমা বললেন—"কিনতে ত' হবে, কিন্তু টাকা?"

নিম্নকণ্ঠে চাটুয্যে মশায় বললেন—"আচ্ছা সে আমি যোগাড় করে নেব। কাল-পরশুর মধ্যে আপনার গোটা পঞ্চাশেক টাকা আদায় হবে, চিন্তা নাই।"

অধিকতর নিম্নকণ্ঠে বললেন—"ওরা সুব্রতার জামা কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে?"

"কে বললে?—লতা?"

"মেয়েত' আমার, বাড়ী গিয়ে লাফাচ্ছে। আমার কাছে

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে। বললে—'সুব্রতাদিকে ওরা টিকতে দেবে না বাবা। আমাদের বাড়ীতে সুব্রতাদিকে নিয়ে এস।' কিন্তু লোক-চক্ষে সেটা হয়ত শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়। ভাবলাম গিয়ে একবার সাড়া দিই। জানিয়ে দিয়ে আসি, ছোটমা'দের জন্য আমি আছি এবং থাকব।"

তারপর উর্ধ্বদিকে চেয়ে, ভক্তিভরে নমস্কার করে নিম্নতম কণ্ঠে চাটুয্যে মশায় বললেন—"মা জগদম্বা, অহংকার থেকে দীন সন্তানকে রক্ষা কর। তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্রী। আমরা শুধু নিমিত্তের হেতু। সে কথা যেন না ভুলি।"

সুব্রতা ধীরভাবে বললে—"বিপদের সময় আমরা যখন চক্ষে চারিদিক অন্ধকার দেখি, তখন ওই কথাটা মনে পড়িয়ে দেবার মত হিতৈষী আত্মীয় বন্ধু পাওয়া, পরম সৌভাগ্য। লতার প্রাণটা স্নেহ দয়ায় পরিপূর্ণ। ভগবানের কাছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করি। সুচারু আজ বোর্ডিং'এ চলে গেছে, সেই সূত্রে ওঁরা উৎপাত আর বাক্যবাণ বর্ষণে উৎসাহী হয়েছেন। এই মাত্র পিসীমার দু'জন জ্ঞাতি জা এসেছিলেন। তাঁরা জানিয়ে গেলেন, সুচারু যখন চাকরি নিয়ে বোর্ডিং'এ বাস করতে গেছে, তখন জন্মের মতই গেছে। আর তার ফেরবার আশা ভরসা নাই! অর্থাৎ, আমরা এবার সম্পূর্ণ অসহায়। তাঁরা এবার যথেচ্ছ উৎপীড়ন করতে পারেন! তাঁদের ভুল ধারণা সংশোধন করে বুঝিয়ে দিলাম, 'সুচারু সে-রকম ইতর-স্বার্থপরতা শিক্ষা পায়নি'। তখন হতাশ হয়ে চলে গেলেন।"

পিসীমা বললেন—"কাপড় ছেঁড়ার কথা ওঁরা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'নিজেরা নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে পরের নামে দোষ দিচ্ছি।' যাবার সময় ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন, 'চাকরি-করা মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না'।"

ঈষৎ হেসে চাটুয্যে মশায় বললেন—"জগৎ যে কতটা এগিয়ে চলেছে, ওঁরা তার কোন খবর রাখেন না। ওঁরা যা খুশী বলুন, আপনারা ঘাবড়াবেন না। একান্ত বাড়ীতে টিকতে না পারেন, জানবেন অগতির গতি আমি আছি। আমার বাড়ীতে আপনাদের স্থান আছে।"

চাটুয্যে মশায়ের কৃষাণ চাকরটি লণ্ঠন হাতে ছুটে এসে বললে—"কর্তা, ছোট জামাইবাবু এসেছেন। আপনি আসুন।"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"বিমল এসেছে ?"

পিসীমা সানন্দে বললেন—"লতার বর ? বেশ, বেশ। কাল সকালে গিয়ে দেখা করব। খুব ভাল করে পাশ করেছে, খুব বড় চাকরি হয়েছে, শুনে খুব সুখী হয়েছি।"

চাটুয্যে মশায় একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বললেন—"কিন্তু এবার একটু ফ্যাসাদে প'ড়েছি ছোটমা। ওদের অফিস থেকে ওকে বিলাত পাঠাচ্ছে। ফিরতে এক দেড় বছর বিলম্ব হবে। ফিরে এসে ওদের বম্বের অফিসের বড় কর্তা হবে। আমার মতামত চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করছিলাম। নাছোড়বান্দা ছেলে! মত আদায় করতে এসেছে। কিন্তু মত দিই কি করে ?"

পিসীমা দুশ্চিন্তা-পীড়িত স্বরে বললেন—"মা-বাপ নাই, ভাই-বোন নাই। মামার বাড়ীতে মানুষ। নিজের চেষ্টায় পড়াশুনো করে ভাল চাকরি পেয়েছে। এক বছর, দেড় বছরের জন্যে অত দূরে যাবে, ভাবনার কথা বটে।"

সুব্রতা সসঙ্কোচে বললে—"কিন্তু গেলে যখন ওঁর আর্থিক উন্নতি নিশ্চিত, তখন—"

চাটুয্যে মশায় সাগ্রহে বললেন—"তখন? তোমার কি মত সুব্রতা? ছেড়ে দেব?"

সবিনয়ে সুব্রতা বললে—"যদি আমার মত চান তবে অপরাধ নেবেন না। আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এ সুযোগ ছাড়বেন না। যে ছেলে নিজের চেষ্টায় এত উন্নতি করেছেন, তাঁর আরও বড় হবার ক্ষমতা আছে। তাঁর উন্নতির পথে অন্তরায় হবেন না। মনকে শক্ত করুন। সাহস করে ছেড়ে দিন। কিছু ভয় করবেন না।"

চাটুয্যে মশায় হর্ষোৎফুল্ল মুখে বললেন—"আঃ, আজ শুভক্ষণে এখানে এসেছিলাম। সুব্রতার মুখ দিয়ে মা চণ্ডী আমাকে অভয় দিলেন। তা'হলে যেতে মত দিই, ছোটমা?"

পিসীমা সভয়ে বললেন—"বাবা, আমি কি বলব?"

সুব্রতা ধীরভাবে বললে—"পিসীমা বুড়ো মানুষ, স্বভাবতঃই ভীরু। এ সব ব্যাপারে ওঁদের মতামতের উপর বেশী গুরুত্ব দেবেন না। লতার বয়স বেশী না হোক, বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। আপনার ছেলেও সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ওঁদের মত নিন।

বিবেচনা করে দেখুন, সমাজে একজন ব্যক্তির উন্নতি হওয়ার মানে,—সমগ্র সমাজের উন্নতি। উনি মানুষ হয়ে ফিরে এলে, আরও কত লোককে মানুষ করে তুলতে পারবেন। ওঁর দ্বারা একদিন সমগ্র সমাজ উপকৃত হবে। এ ব্যাপারে কি বাধা দিতে আছে ?"

চাটুয্যে মশায় দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"না, আর বাধা দেব না। শশাঙ্ককে আনতে পাঠাই। কাল শনিবার। সুচারুকেও আসতে বলি ?"

সুব্রতা বললে—"বেশত, সুচারুও আসুক।"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"হ্যাঁ, এ বাড়ীর লোকেরা জানুক, সুচারু এল এবং ভবিষ্যতেও আসবে। আসি ছোটমা।"

তিনি চলে গেলেন।

বারো

পরদিন শনিবার। যথাসময়ে বিত্যালয়ের কাজ সেরে স্বব্রতা বাড়ী ফিরল।

কিছুক্ষণ পরে সুচারু এল। তার কাছে জানা গেল, চাটুয্যে মশায়'এর বিশেষ প্রয়োজনে, সে আর শশাঙ্ক এসেছে। চাটুয্যে মশায়ের বড় জামাই ও মেজ জামাই এসেছেন। ছোট জামাই বিমল মুখোপাধ্যায়কে বিলাত পাঠানো সম্বন্ধে মন্ত্রণা-সভা বসেছে। সমারোহ-সহকারে মন্ত্রণা চলছে।

চাটুয্যে মশায়ের জামাতার বিলাত-গমন পর্বের মত বড় কথার ভিড়ে, স্বব্রতার কাপড়-জামা ছিঁড়ে দেওয়ার মত ছোট কথা চাপা পড়ল। স্বব্রতা অত্যন্ত আরাম বোধ করল। মনে হোল, তার একটা হীন অপরাধ, জনসাধারণের চক্ষে প্রকাশিত হবার দুর্ভোগ থেকে সে বেঁচে গেল।

সুচারুকে বাড়ী আসতে দেখে, পিসীমার জ্ঞাতিদের বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্থানে স্থানে একজোট হয়ে জটলা পাকাতে লাগল। চুপি চুপি কানাকানি করতে লাগল। সুচারুকে দেখলেই সকলে সসঙ্কোচে যে যার নিজের ঘরে ঢুকে যেতে লাগল। দেখা গেল, সুচারুর দৃষ্টিকে এড়াবার জন্যে সবাই ব্যতিব্যস্ত।

সুচারু সমস্ত শুনলে, সব দেখলে। একটু হেসে শুধু

বললে—"দিদি এরা কৃপার পাত্র। আমি এদের জন্য অনুকম্পা বোধ করছি। দাও তোমার দু-জোড়া কাপড় এনে দিই।"

কাপড় এনে দিলে।

রবিবারে বিরাট আড়ম্বরে চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীতে গ্রামের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ হোল। সুচারু সুব্রতারও নিমন্ত্রণ হোল। সুচারু গেল, সুব্রতা গেল না। পিসীমাকে ঠেলে-গুঁজে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে জামাতাদের তত্ত্বাবধান করতে পাঠিয়ে দিলে। নিজে স্নানান্তে শুদ্ধাচারে পিসীমার ও নিজের হবিষ্য রেঁধে রাখলে। তারপর বিদ্যালয়ে যাবার কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে কেচে, উঠানে মেলে দিয়ে সতর্ক প্রহরায় শুকিয়ে নিলে।

অনেক বেলায় জামাতাদের খাইয়ে পিসীমা খেতে এলেন। সঙ্গে এল লতা। তার হাতে দু'টো বাটিতে মাছের ঝোল, মাছের অম্বল।

বোঝা গেল সুব্রতার জন্য এনেছে। সুব্রতা অনুযোগের স্বরে বললে—"আজ রবিবার। হবিষ্য করে কাটাব ঠিক করেছিলাম। তুমি কেন কষ্ট করে এ-সব আনলে লতা?"

ছল ছল চোখে লতা বললে—"বাবা রে বাবা! কি মেয়ে আপনি! কিছুতে গেলেন না! বাড়ীতে এত মাছ এসেছে, আপনার জন্যে কি মন কেমনই যে করছিল, বলবার নয়। আপনি যদি না খান, আমিও আজ মাছ খাচ্ছি না।"

বিব্রত হয়ে সুব্রতা বললে—"না না, তুমি যত্ন করে এনেছ, আমি নিশ্চয় খাব। যাও তুমি খাওগে।"

মাছের বাটি দু'টো ঘরে রেখে হাত ধুয়ে লতা বললে—"এদিকে আসুন, একটা কথা শুনুন।"

আড়ালে সুব্রতাকে ডেকে চুপি চুপি হাসিমুখে লতা বললে—"শুনুন, যে ভদ্রলোকের বিলাত যাবার কথা হচ্ছে, তাঁকে পাঠানো সম্বন্ধে আপনি বাবাকে নাকি বলেছেন। বাবা খুব আনন্দ করে সে কথা সবাইকে বললেন। ভদ্রলোক মহা খুশী! আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'তিনি আমার মা বলতে মা, বোন বলতে বোন। আমার মহা উপকার করেছেন। আমি চির-কৃতজ্ঞ রইলাম। যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমি গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

একটু হেসে সুব্রতা বললে—"তোমার মারফৎ তাঁর ধন্যবাদ পেয়েছি, ওই যথেষ্ট। তাঁকে আমার নমস্কার আর আন্তরিক শুভ কামনা জানিও। ভগবান করুন, তাঁর কার্যসিদ্ধি হোক। নিরাপদে বিলাত থেকে ফিরে আসুন। তোমাদের সুখ-সৌভাগ্যের, দিনে দিনে বড়-বাড়ন্ত হোক।"

"আপনি নিজে বলবেন চলুন। চলুন আমাদের বাড়ীতে।"

"ভাই লতা, এখন আমার বড় দুর্দিন। কারুর সঙ্গে দেখা করতে, আলাপ করতে, আমার ভয় করে। মনে হয় ওতে আমার বিপদ বাড়বে। আমায় ক্ষমা কর লতা। ভগবান করুন তোমার স্বামী নির্বিঘ্নে ফিরে আসুন।

ততদিনে আমি বেশ বুড়ো হয়ে যাব। তখন নির্ভয়ে দেখা করব। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে ওই কথা বোল। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার মা, দাদা, জামাইবাবুরা সবাই বিলাত যেতে মত দিয়েছেন ত' ?"

"দাদার বন্ধু। বন্ধুত্বের খাতিরেই দাদার বোনকে বিনা-পয়সায় বিয়ে করেছেন। দাদার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে মতামত আগেই সব ঠিক হয়ে গেছে। তারপর মা বাবাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মত আদায় করতে এসেছেন। জামাইবাবুরা পাড়া-গাঁয়ের মানুষ, প্রথমটা খুঁত খুঁত করেছিলেন। এখন মত দিয়েছেন।"

"মা ?"

"প্রথমটা কান্নাকাটি করেছিলেন, এখন মত দিয়েছেন।"

"তুমি ?"

"বা-রে। আপনিই ত' বলে দিয়েছেন, কারুর উন্নতির পথে বাধা দেওয়া উচিত নয়। আমি কেন বাধা দেব তবে ? কিন্তু আমায় আর একটু লেখা-পড়া শিখতে হবে। নইলে চলছে না। চললুম এখন।"

লতা চলে গেল।

পরদিন সুচারু, শশাঙ্ক, চাটুয্যে মশায়ের জামাতারা যে যার নিজ কাজে চলে গেলেন। প্রথমে গ্রামে প্রচার হোল, তারপর পাড়ায় প্রচার হোল, তারপর পিসীমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের বাড়ীতে প্রচার হোল,—চাটুয্যে মশায়ের জামাই চাকরি-

উপলক্ষ্যে পরের পয়সায় বিলাত যাচ্ছেন! পাড়ার লোকদের রাগ হোল। সামান্য গোমস্তার জামাতার স্পর্ধার বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা চলল।

পিসীমার জ্ঞাতিরা টের পেলেন, এ-ব্যাপারের মধ্যে সুব্রতার মতামতের প্রাধান্য রয়েছে। অবিলম্বে সকলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। চলল বহুবিধ গবেষণা। শেষে গৃহিণীমহলে মতস্থির হোল, সুব্রতার এই অসহনীয় দুঃসাহসের মূলে রয়েছে নিঃস্বার্থ পরোপকার বৃত্তি নয়, পরের অনিষ্টসাধনের নিগূঢ় দুরভিসন্ধি মাত্র। জামাতাটিকে বিদেশে পাঠানোর উৎসাহ দেওয়ার অর্থ, এক্ষেত্রে জামাতাটির সদ্যঃ মৃত্যু ঘটানো!

গবেষণান্তে সকলে জামাতাটির নিশ্চিত অমঙ্গল স্থির করে কতকটা স্বস্তি লাভ করলেন।

সমস্ত শুনে পিসীমা ভয়ে আড়ষ্ট। অথচ সুব্রতা অচঞ্চল। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সে বিদ্যালয়ের কাজ করতে লাগল।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। আশ-পাশের প্রতিবেশী মহলের নীরব অবজ্ঞা ও অবহেলা উপেক্ষা করে, সুব্রতা প্রতিদিন নতশিরে বিদ্যালয়ে যেত, আসত। যাওয়া-আসার পথে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হোত। কিন্তু বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াবার সময় সে সমস্ত পৃথিবীর কথা ভুলে যেত। কৈশোরের সরলতা ও লাবণ্য-মাখা কচি মুখগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে, মধ্যে মধ্যে সে কেমন যেন আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়ত। মনে পড়ত নিজের ছাত্রী-জীবনের কথা। প্রত্যহ গ্রামের উচ্চ ইংরেজি

বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ত। প্রতি শনিবারে অধ্যাপক পিতা শহর থেকে বাড়ী আসতেন। শনি রবিবার দু'তিন ঘণ্টা মাত্র পড়াতেন। সে কি পড়ানো! কি বোঝানো! যত বড় জটিল বিষয় হোক না কেন, সব যেন সহজবোধ্য করে মস্তিষ্কের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিতেন।

মনে পড়ত, সুচারুকে সে কিভাবে পড়িয়েছে, তার সব খুঁটিনাটি স্মৃতি। সুচারু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, একাগ্র অধ্যবসায়ী। সে শুধু বসে বসে শিখত না। স্নানাহারের মাঝে, কত কি জিজ্ঞাসা করে নিত। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে কত কি ভুলে-যাওয়া বিষয় বার বার জেনে নিত। তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সুব্রতাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হোত। কত সহজ ছিল সুচারুকে শেখানো।

কিন্তু এই গ্রাম্য বালিকাগুলি সেভাবে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পায়নি। এদের মস্তিষ্কও তেমন বলযুক্ত নয়। এরা অনেক তুচ্ছ বিষয়ে, এমন কি সাধারণ নৈতিক চেতনা বিষয়ে এত অজ্ঞ যে আশ্চর্য হতে হয়! সেদিন অষ্টম শ্রেণীতে পড়াতে পড়াতে সহসা দৃষ্টি পড়ল একটি মেয়ের পাঠ্যপুস্তক রাশির উপর রয়েছে, একখানি কুখ্যাত দুর্নীতি-মূলক উপন্যাস।

সুব্রতা ভুলে গেল মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ মঙ্গল চেষ্টার ফলে, তার ভাগ্যে জোটে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা! চাটুয্যে মশায়ের জামাতার বিদেশ-যাত্রা ব্যাপারে সদ্যঃলব্ধ অভিজ্ঞতার

কথা ভুলে গেল। ক্ষুণ্ণভাবে বললে—"এই সব বই তোমরা প'ড়ছ? বড় দুঃখের বিষয়!"

"পড়লেই বা, তাতে কি হয়েছে?" অতিশয় বিজ্ঞভাবে একটি মেয়ে উত্তর দিলে।

"মন ও বুদ্ধির ক্ষতিকারক বই এইগুলি। যখন তোমরা বড় হবে, যখন তোমাদের বিচার-বুদ্ধি সচেতন হবে, তখন এসব বই পড়লে এর অনিষ্টকারিতা শক্তি কতদূর, তা বুঝতে পারবে।"

"এখন পারব না কেন?"

"এখন তোমাদের মগজ কাঁচা। তোমরা inexperienced. বাক্‌চাতুরীর ধাঁধায় পড়ে, মন্দ বিষয়কেই তোমাদের মন, এখন ভাল বলে মেনে নেবে। সেগুলো তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।"

আর একটি মেয়ে বললে—"রূপসী-দি ত এ-বই পড়েছেন, তিনি ত' কই খারাপ বললেন না। নিজে পড়ে তিনি এ-বই আমাদের পড়তে দিলেন।"

সুব্রতা স্তব্ধ। রূপসী-দি কি শিক্ষয়িত্রী-জীবনের দায়িত্ব-জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছেন? অথবা তিনি ইচ্ছাপূর্বক ছাত্রীদের মনকে উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়ে দিতে চান? কি উদ্দেশ্য তাঁর?

বাসনা বললে—"রূপসী-দি বললেন, শরৎ চাটুয্যের 'শেষ প্রশ্ন' বই, বিজ্ঞ লোকেরা যে বইকে 'স্নবিস্‌নেস' বলেছেন, সে বই এখন এম, এ, ক্লাসের পাঠ্য হয়েছে। তা জানেন?"

সুব্রতা জানত না, এই মাত্র প্রথম শুনলে। হতবুদ্ধি হয়ে খানিক চেয়ে থেকে বললে—"শেষ প্রশ্ন? ঠিক জান?"

"হাঁ, শেষ প্রশ্ন।"

"কে বললে তোমাদের?"

"রূপসী-দি।"

রূপসী-দি ম্যাট্রিক পাশ। তবু তিনি এম, এ, ক্লাসের বর্তমান বাংলা পাঠ্যপুস্তকের খবর রাখেন শুনে সুব্রতা বিস্মিত হোল। কিন্তু কথাটা পূরোপূরি বিশ্বাস করতে দ্বিধাবোধ হোল। একটু চুপ করে থেকে বললে—"আচ্ছা পড়া আরম্ভ কর এখন।"

যথানিয়মে পড়ানো সমাপ্ত করলে। টিফিনের ছুটিতে রূপসী-দিকে নিভৃতে পেয়ে সুব্রতা জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি ক্লাস এইটের মেয়েদের কাছে নাকি বলেছেন, শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন" বই বর্তমানে এম, এ, ক্লাসের বাংলা পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছে? কথাটা সত্য কি?"

অস্বাভাবিক কৌতুকভরে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে রূপসী-দি বললেন—"আমি কি এম, এ, পড়ি? যে এম, এ, ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকের খবর রাখব?"

অধিকতর বিস্মিত হয়ে সুব্রতা বললে—"ওরা যে আপনার নাম করলে! তবে কি আমাকে মিথ্যে কথা বললে?"

"তা কি করে জানব?" হাসতে হাসতে রূপসী-দি দ্রুতপদে অন্যত্র চলে গেলেন। মনে হোল তিনি আরও অনেক কিছু জানেন, তা চেপে গেলেন।

পরদিন নির্দিষ্ট ঘণ্টায় অষ্টম শ্রেণীতে ঢুকে, প্রথমে পাঠপর্ব সমাধা করলে। তারপর ঘণ্টা পড়বার সময় হয়েছে দেখে, পড়ানো বন্ধ করে বললে—"আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম 'শেষ প্রশ্ন' এম, এ, ক্লাসের পাঠ্য হয়েছে কিনা, রূপসী-দি তার কিছুই জানেন না। অথচ তোমরা তাঁর নামে আমাকে ডাহা মিথ্যে কথা বললে! এইটে কি তোমাদের সুশিক্ষার পরিচয়?"

প্রথমা উদ্ধত দর্পে বললে—"হ্যাঁ 'শেষ প্রশ্ন' এম, এ, ক্লাসের পাঠ্য হয়েছে। আমরা খুব ভাল করে জানি।"

'শেষ প্রশ্ন' এম, এ, ক্লাসের পাঠ্য হোক না হোক, তাতে আমার আপত্তি নাই। আমি আপত্তি বোধ করছি, রূপসী-দির নামে মিথ্যা কথা বলায়। তোমরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বললে কেন?"

বড়লোক পিতার আদরিণী কন্যা বাসনা সদম্ভে বললে—"মিথ্যে কথা কে না বলে? সবাই ত' বলে। আপনি কি বলেন না? নিশ্চয় বলেন।"

সুব্রতা হতবুদ্ধি! খুব সম্ভব নিজেদের বাড়ীর লোকদের মিথ্যাচার, কপটাচার, দেখে দেখে মেয়েটি এই সুশিক্ষা লাভ করেছে। মিথ্যাচার আজ সহজাত সংস্কারের মত মেয়েটির অস্থি-মজ্জায় জড়িয়ে গিয়েছে বোধহয়। নইলে অবলীলাক্রমে একজন শিক্ষিতা ভদ্রকন্যাকে নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদিনী বলতে সাহস করতো কি?

অপমানে অন্তর জ্বলে উঠল! কিন্তু মনে পড়ল, সে এদের সুশিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এরা যতই মূঢ়তা প্রকাশ করুক, তার অসহিষ্ণু হলে চলবে না। ঐকান্তিক সাধনায় এদের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে, এদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। ধীরভাবে বললে—"আমি মিথ্যাকথা বলি? কখনো শুনেছ?"

"নেই বা শুনলাম। কিন্তু বলেন নিশ্চয়!"

"নিশ্চয়ই না! ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে মিথ্যাকথা বলব কি? তাহ'লে আমার ভদ্রত্ব মর্যাদা রইল কোথা? তবে না জেনে, বা অন্যমনস্কতাবশে হয়ত ভুলকথা বলতে পারি। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, বা জেনে-শুনে মিথ্যাকথা আমি কখনো বলি না। তোমরা লেখাপড়া শিখছ। লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যটা ভুলে যেও না। ভদ্রতা শেখো, শিষ্টাচার শেখো, সকলের আগে শেখো সত্যনিষ্ঠা, সততা। নিজের কুবুদ্ধিকে যদি সংশোধন করতে অভ্যস্ত না হও, তবে শুধু লেখাপড়া শেখার ফলে, নষ্টামির দিকেই তোমাদের বুদ্ধি সুশাণিত হয়ে উঠবে। তাতে শুধু তোমাদের নয়,—সমগ্র সমাজের, দেশের মহা অমঙ্গল!"

মেয়েটি অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে—"জল খেতে যাচ্ছি।"

সুব্রতার দুশ্চিন্তা হোল। চিন্তাশীল মন সাগ্রহে অনুসন্ধান-তৎপর হয়ে উঠল। খোঁজ নিয়ে পরে জানতে

পারলে মেয়েটির পিতা একজন অল্প শিক্ষিত, অসাধু ব্যবসায়ী। অবৈধ উপায়ে নাকি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। আর তার মাতা, অত্যন্ত উগ্র-স্বভাবের, অমার্জিত রুচির, তীব্র কলহ-প্রিয়া নারী!

সুব্রতা মনে-মনে বললে—"যোগফল নির্ভুল।"

অত্যন্ত হতাশা বোধ হোল।

এদের কি ক'রে মানুষ করা যায়?

তেরো

মাসের পর মাস কাটতে লাগল। সুচারু বোর্ডিং-এ বাস ক'রে নিজের খরচ নিজে চালাতে লাগল। সুব্রতা ভারমুক্ত-চিত্তে বিদ্যালয়ের কাজে সমগ্র মন-প্রাণ ঢেলে দিলে।

কিন্তু তার নৈতিক আদর্শের সঙ্গে অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ভিন্নমুখী আদর্শের পদে পদে সংঘাত ঘটতে লাগল। অষ্টম শ্রেণীর সেই বিখ্যাত ছাত্রী তিনটি ব্যতীত বাকি সব শ্রেণীর সব ছাত্রীই ধীরে ধীরে সুব্রতার অনুরক্তা হয়ে উঠল। তাদের সব সুখ-দুঃখ অভাব অভিযোগের কথা সুব্রতাকে জানাতে লাগল। সুব্রতাও প্রাণপণ চেষ্টায় তাদের অসুবিধা দূর করতে লাগল।

অলক্ষিতে ছাত্রীদল সুব্রতার প্রভাবের বশবর্তিনী হয়ে পড়ছে, এটা অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ভাল লাগল না। গোপনে সুব্রতার বিরুদ্ধে দল গঠন আরম্ভ হোল। নানাবিধ চক্রান্ত সৃষ্টি হ'তে লাগল। সুব্রতার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। দেশের ভবিষ্যৎ মাতাদের মানুষ করবার চেষ্টায় সে খাটছে, এইটুকু আত্মপ্রসাদের আনন্দ নিয়ে সে যেন নেশার ঝোঁকে একমনে খেটে যেতে লাগল। মেয়েদের নৈতিক চরিত্র সুগঠিত করে তোলাই যে শিক্ষয়িত্রীদের সর্বোত্তম ব্রত, এ

সত্যটা সুব্রতা মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু চিত্তের কলুষ যাঁদের কাটেনি, পয়সার লোভে যাঁরা শিক্ষয়িত্রীর পেশা অবলম্বন করেছিলেন, সুব্রতার আদর্শের সংঘাতে তাঁরা হাড়ে-হাড়ে চটলেন। পদে পদে হিংসা-বিদ্বেষের উত্তপ্ত আবহাওয়া বইতে লাগল। কাজের নেশার মাঝে হঠাৎ চমক-ভাঙা হয়ে সুব্রতা ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করতে লাগল তার জন্য এঁদের যেন কি সব অসুবিধা ঘটছে !···তার সরে যাওয়া উচিত !

সেদিন অষ্টম শ্রেণীতে গিয়ে ব্যাকরণের 'শতৃ শানচ্ প্রত্যয়' পড়াতে পড়াতে হঠাৎ অনুভব হোল মেয়েদের পড়ার দিকে মন নাই। পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তারা আড়্‌চোখে ঘন ঘন কি যেন দেখছে। প্রচ্ছন্নভাবে হাসাহাসি চলছে। তাদের সর্বাঙ্গে অস্থিরতার হিল্লোল বইছে।

তাদের পিছন দিকের দেয়ালে একটা দরজা ছিল। অন্য দিন এ-দরজাটা বন্ধ থাকে। আজ দেখা গেল সেটা খোলা রয়েছে। দরজার সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। জায়গাটার ওপাশে কোনও এক প্রতিবেশীর টিনের ছাদওয়ালা পাকা বারান্দা। প্রতিবেশী তখন সপরিবারে স্থানান্তরে ছিল। বারান্দাটা এতদিন জনশূন্য দেখা যেত।

দেখা গেল আজ সেই বারান্দায় কতকগুলি তরুণ বয়স্ক ছেলে এসে বসেছে। তারা কেউ ছুরি দিয়ে কঞ্চি চাঁচছে, কেউ বিড়ি টানছে, কেউ মুখোমুখি বসে গল্প করছে। আর

তারা সেখান থেকে ঘন ঘন দৃষ্টিক্ষেপ করছে, সেই মুক্ত দ্বারপথের সম্মুখে উপবিষ্ট অষ্টম শ্রেণীর মেয়েদের দিকে!

সুব্রতা আশ্চর্য হোল। এতক্ষণ যে শিক্ষয়িত্রী এখানে পড়াচ্ছিলেন, তিনি কি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেননি? অথবা লক্ষ্য করেও, ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য দরজাটা বন্ধ করতে বলেননি!

গম্ভীর হয়ে সুব্রতা বললে—"দরজাটা আজ খুললে কে? বন্ধ কর।"

বাসনা স্বভাবসিদ্ধ উদ্ধত দর্পে বললে—"কেন বন্ধ করব? করব না।"

সুব্রতা আর একটি মেয়েকে বললে—"বন্ধ করে দাও দরজাটা।"

সে মেয়েটি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে স্বস্থানে বসল। সুব্রতা আবার 'চল্ যুক্ত শতৃ' কেন 'চলৎ' হয়, 'জাগৃ যুক্ত শতৃ' কেন 'জাগ্রৎ' হয়, তার সূত্র ব্যাখ্যায় মন দিলে। কিন্তু বাসনা পড়ানোয় বাধা দিয়ে উদ্ধত কণ্ঠে বলে উঠল—"কেন দরজা বন্ধ করালেন? ওরা ওখানে এসে বসেছে বসুক না, দেখছে দেখুক না! তাতে আমাদের কি?"

যেন এরা তুরীয় ব্রহ্মে অবস্থান করছে, অর্থাৎ এত উচ্চ অবস্থা লাভ ক'রেছে, যে সব রকম অশোভন ও ক্ষতিকর আচরণে এরা সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকতে পারে!

সপ্তম শ্রেণীর মেয়েরা বাসনাদের পিছন দিকে বসে।

সে-শ্রেণীর একটি শান্ত, প্রকৃতির মেয়ে ভয়ে ভয়ে বললে—"আমি অনেকক্ষণ থেকে দরজা বন্ধ করতে বলছি। বাসনা বন্ধ করতে দেয়নি। মাঝখানে হাওয়ার ঝাপটায় একটা কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বাসনা গিয়ে আবার খুলে দিলে।"

বাসনা বর্বর ঔদ্ধত্যে উত্তর দিলে—"বেশ করেছি, খুলে দিয়েছি!"

ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে সুব্রতা বললে—"তোমরা এখানে কি লেখা-পড়া শিখতে এসেছ? না, স্কুলের দুর্নাম স্বষ্টি করতে এসেছ? বাঁদরামি কোর না, সাবধান হও।"

সুব্রতা আবার 'শতৃ শানচ্ প্রত্যয়' পড়াতে আরম্ভ করলে। বাসনা তার সহপাঠিনীদের কানে কানে চুপি চুপি কি বললে। তারপর শিক্ষয়িত্রীর মতামতের কোনও অপেক্ষা না রেখে, হঠাৎ উঠে হুড়্মুড়্ করে সকলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

বোঝা গেল তারা বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা মানতে চায় না এবং শিক্ষয়িত্রীকে অপমান করতে চায়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তখন বাড়ীতে চলে গেছেন। অপর কারুর কাছে অভিযোগ জানাতে ঘৃণা বোধ হোল। কারণ তাঁদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে এদের উচ্ছৃঙ্খলতার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন!

একই ঘণ্টায় সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীকে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। সুব্রতা বিনাবাক্যে সপ্তম শ্রেণীকে পড়িয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে

এল। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দেখলে রূপসী সেনের ক্লাসে ঢুকে, টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে অষ্টম শ্রেণীর মেয়েরা তখন রূপসী সেনের সঙ্গে গোপন-পরামর্শে ব্যাপৃত।

আরও লক্ষ্য করলো রূপসী সেনের ক্লাসের মেয়েরা বেঞ্চে বসে, লেখাপড়া স্থগিত রেখে, ভীতি-ব্যাকুল মুখে রূপসী সেনকে ও অষ্টম শ্রেণীর সেই মেয়ে তিনটিকে সভয়ে নিরীক্ষণ করছে!

স্মরণ হোল, বিধবা রূপসী সেনের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে অনেককিছু কুৎসামূলক সংবাদ শুনেছে। স্বয়ং প্রধানা শিক্ষয়িত্রী স্বচক্ষে তাঁর অতি অশোভন, অতি স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করেছেন এবং প্রকাশ্যে আপত্তি জানিয়েছেন। বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণেরও তা উত্তমরূপে জানা আছে। কিন্তু বেশী বেতন দিয়ে ভাল শিক্ষয়িত্রী আনাবার ক্ষমতা আপাততঃ বিদ্যালয়ের নাই, তাই তাঁরা "কিল খেয়ে কিল চুরি" প্রবাদের সার্থকতা সম্পাদন করে, রূপসী সেনের শিক্ষয়িত্রীত্ব বজায় রেখেছেন।

অতএব রূপসী সেন অকুতোভয়ে তাঁর উপযুক্ত ছাত্রীর দল গঠনে মনোনিবেশ করেছেন, এ আর বিচিত্র কি? এতে বাধা দিলে লাঞ্ছিত হ'তে হবেই!

নিজের মূঢ়তা স্মরণ করে ধিকার বোধ হোল! সে মূর্খ, নির্বোধ! তাই চেয়েছিল এই সব উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রিয় মেয়েদের সৎ শিক্ষা দিয়ে এদের নৈতিক চেতনা জাগাতে! এদের

নৈতিক চরিত্র গঠন করতে! এদের আদর্শ কন্যা, ভগিনী, জননীরূপে গড়ে তুলতে!

ভুল করেছিল সে! রূপসী সেনের দল যেখানে আছেন, সেখানে তার সমস্ত শুভ-চেষ্টা ব্যর্থ! বিদ্যালয়ের টাকা খেয়ে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। সাক্ষীগোপাল সেজে দাঁড়িয়ে থেকে, এই নির্বোধ বালিকাদের উৎসন্নের পথে যেতে দেখা তার সহ্য হবে না। অতঃপর এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করাই উচিত।

ঘণ্টা পড়ল। রূপসী সেন অষ্টম শ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে সে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর সে-ক্লাসে সুব্রতার কাজ।

সুব্রতা ক্লাসে ঢুকতেই, তার একান্ত অনুরাগিণী একটি ছাত্রী বেঞ্চ থেকে উঠে এসে চুপি চুপি সভয়ে বললে—"বাসনা-দি এসে আমাদের ক্লাসে ঢুকে, রূপসী-দিদিমণিকে আপনার নামে কি সব লাগাচ্ছিল। রূপসী-দিদিমণি, 'এই বলো, এই করো…' করে কি সব তাদের শিখিয়ে দিলেন। আপনার বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছে। আপনাকে টিঁকতে দেবে না বলছে।"

সুব্রতা হেসে বললে—"আমি নিজেই ছেড়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। এখন পালাতে পারলে বাঁচি।"

কাঁদ-কাঁদ হয়ে সমস্বরে কয়েকটি মেয়ে ব'লে উঠল—"না দিদিমণি, আপনি ছাড়বেন না। আপনি ছাড়লে ত' আমরাও স্কুল ছেড়ে দেব!"

"অমন কাজ কোর না। যতক্ষণ সৎশিক্ষা পাও, ততক্ষণ কেউ স্কুল ছেড়ো না। বই দাও।"

পাঠ দেওয়া সমাধা করে বললে—"আমি টিকতে পারি আর না পারি, তোমাদের অনুরোধ করে যাচ্ছি, যত্ন করে সবাই লেখাপড়া শিখো, মানুষ হোয়ো। তোমরাই দেশে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মা। তোমাদের জীবনে অনেক দায়িত্ব আছে। সতর্ক হয়ে সবাই নিজেদের নৈতিক চরিত্রটি গড়ে তুলো।"

ফস্ ক'রে একটি মেয়ে বললে—"বড় মেয়েরা যদি ওরকম দুষ্টুমি করে, তবে ওদের দেখাদেখি আমরা কি শিখবো?"

কঠিন প্রশ্ন!

হর্ষোৎফুল্ল মুখে সুব্রতা বললে—"বড় মেয়েদের অন্যায়-গুলোকে তোমরা যখন অন্যায় বলে বুঝতে পেরেছ, তখন আর তোমাদের জন্য আমার ভয় নাই। আমি আশা করছি তোমরা নিশ্চয় নিজেকে নিজে সৎ এবং ভদ্র মেয়ে রূপে গড়ে তুলতে পারবে। আমি যেখানেই থাকি যত দূরেই থাকি, তোমাদের সংবাদের দিকে কান রাখব। আমি যেন শুনতে পাই, তোমরা প্রত্যেকে এক একটি আদর্শ ভদ্র মেয়ে হ'য়েছ!"

একটু হেসে বললে—"তা যদি না হ'তে পার, তাহ'লে কি লাভ ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করে? কি হবে অঙ্ক কষে? কি হবে ইতিহাস ভূগোল পড়ে? সে সব শিক্ষা ত' শুধু ভস্মে ঘি ঢালা। সকলের আগে চরিত্র গড়ো ভাই, মানুষ হও!"

পাতলা চেহারার একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে বললে—"আচ্ছা দিদিমণি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের মায়েরা ত' কেউ স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখেননি। তবু তাঁরা কত ভাল ভাল লোকের মা হয়েছেন। বড় মেয়েরা—আপনি চলে গেলে, আমাদের হয়ত স্কুলে টিকতে দেবে না। যদি না টিকতে দেয়, আমরা বাড়ীর স্কুলে শিখেই ভাল হ'তে পারবো ত'? সব শিখতে পারবো ত'?"

সস্নেহে সানন্দে মেয়েটির ললাট চুম্বন করে সুব্রতা বললে—"এই ত' ভাই, তুমি আসল তত্ত্ব বুঝতে পেরেছ। যে উপায়ে হোক, নিজেকে মানুষ করা নিয়ে কথা। আর নিজেকে গড়ে তোলার ভার নিজের হাতে। আমরা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দল, বা বড় বড় বিদ্বানের লেখা বই—সে বিষয়ে তোমাদের সাহায্য-কারী উপকরণ মাত্র। নিশ্চয় জেনো তোমাদের উন্নতিকে ভাঙা-গড়ার ভার তোমার নিজের সৎ বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধির উপর নির্ভর করছে!"

ঘণ্টা পড়ল। ছুটি হোল।

পরদিন অবকাশ মত প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে নিভৃতে ডেকে সুব্রতা সংক্ষেপে গতকল্যকার ব্যাপার নিবেদন করলে। রূপসী সেনের নাম প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হোল। সে কথা চেপে গেল।

বড় মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের দিকে এবং নৈতিক

চেতনার উন্নতিসাধনের দিকে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করলে।

তিনি হঠাৎ উগ্রতাপূর্ণ অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—"ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। ওরা তো সে রকম মেয়ে নয়!"

সুব্রতার স্মরণ হোল গতকল্য ধনীকন্যা বাসনা প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য আম উপহার দিয়েছে! অতএব……?

উৎকোচের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে ইনিও মেয়েদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে দিতে চান! করুন!

সুব্রতা ভাবলো, সে আর কারুর অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু বিবেক সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যে বলে উঠল, তাহ'লে শিক্ষয়িত্রীর পবিত্র ব্রতে তার কোনও অধিকার নাই! বাপ মায়েরা বিশ্বাস ক'রে তাদের হাতে কন্যা সমর্পণ করেছেন, সুশিক্ষা পাবার জন্য, কুশিক্ষা লাভের জন্য নয়। যদি এদের সৎশিক্ষা লাভে সহায়তা করতে না পারে, যদি হীন স্বার্থের দায়ে এদের কুশিক্ষা দানে সহায়তা করতে বাধ্য হয়, তবে কর্তব্য ত', আর কর্তব্য রইল না, সেটা জঘন্য-দাসত্ব হয়ে কাঁধে চেপে বসল। সে পারবে না ঐ কাজ করতে! চাকরি ছেড়ে দেবে এবার!

মন ভেঙে গেল!

টিফিনের ছুটিতে খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন

দেখতে লাগল।······এই ত'! পাশেই বৈগুপুরে বালিকা-বিত্তালয়ের জন্য আই, এ, পাশ শিক্ষয়িত্রী চাই!···বেতন এখানকার মতই। বাসস্থানও পাওয়া যাবে।···সম্পাদক, কে একজন 'এস্, চ্যাটার্জি' বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আরও তিনটা বিজ্ঞাপন পেলে।

ঠিকানাগুলো টুকে নিলে। বাড়ীতে গিয়ে আবেদন-পত্র লিখে পাঠাবে।

মনে হোল, বৈগুপুরে তার আবেদন-পত্র গৃহীত হয় যদি, তবে মন্দ হবে না। সুচারুকে কাছাকাছির মধ্যে পাওয়া যাবে এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ঈর্ষাজাত লাঞ্ছনা থেকে পিসীমাকে মুক্তি দেওয়া যাবে, এটা মস্ত লাভ।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, কিন্তু সেখানেও যদি এমনি করে তার আদর্শের সঙ্গে অন্য শিক্ষয়িত্রীদের আদর্শের ঠোকাঠুকি ঘটে?

আতঙ্ক বোধ হোল! তা হলে সে কি করবে?

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অফিস ঘরে ঢুকে বললেন—"আজ একজন শিক্ষয়িত্রী অনুপস্থিত। আপনি ফোর্থ পিরিয়াডে ক্লাস এইটে যান। ক্লাস সেভেন, আর ক্লাস এইটকে ইংলিশ টু বেঙ্গলি ট্রানশ্লেসান করান।"

সুব্রতা বললে—"ক্লাস সেভেনকে করাচ্ছি। ক্লাস এইটের মেয়েরা কাল যা ক'রেছে, আপনাকে বলেছি। ওদের ক্লাস থেকে দয়া করে আমাকে অব্যাহতি দিন। বরঞ্চ আপনার যে

ক্লাসে কাজ আছে, তা আমাকে দিন, করছি। আপনি ওদের ক্লাসে যান।”

ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি বললেন—“বাঃ, চাকরি করছেন। এ ক্লাসে যাব না, ও ক্লাসে যাব না, বললে—তো চলবে না।”

সহাস্যে সুব্রতা বললে—“না চলে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি! অনুমতি করুন, এখনি পদত্যাগ-পত্র লিখে দিচ্ছি। পয়সার জন্য খাটতে এসেছি সত্য, কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রী করতে আসিনি।”

একটু থতমত খেয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বললেন—“ছেলে-মেয়েরা টিচারদের সঙ্গে ও-রকম দুর্ব্যবহার করেই থাকে, ওগুলো ধর্তব্য নয়। এর ওপর আপনি কেন এত গুরুত্ব আরোপ করছেন?···বাসনা আজ সেলাই আনেনি, আমি তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিলাম।”

সুব্রতা বাধা দিয়ে বললে—“হ্যাঁ দেখেছি। আমরা বার বার বলায় ইজের ফ্রকের উপর আজ কাপড় পরে এসেছিল দয়া করে। আপনি ক্লাস থেকে বের করে দিলেন, ও প্রকাশ্য রাস্তার সামনে স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই কাপড় সতের বার খুলতে লাগল আর পরতে লাগল। রাস্তার লোকেরা দেখতে দেখতে চলে গেল। তারা হয়ত মনে করবে, স্কুলে এই সকল সভ্যতা আর শিষ্টাচার শিক্ষয়িত্রীরা শেখাচ্ছেন! ওর নয়, এগুলো আমাদের অপমান!”

“কই, তা তো জানি না। আচ্ছা এর পর এর ব্যবস্থা

করব। আমাকে এখনই বাড়ী যেতে হচ্ছে। আর ফিরে আসতে পারব না। আজকের মত ক্লাস এইটের বাকি পিরিয়াড দু'টো আপনি নিন।"

"বলছেন যখন, নিচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যতে আর ও-ক্লাসে আমি কাজ করব না।"

"আচ্ছা, পরের কথা, পরে দেখা যাবে। এখন যান। মেয়েরা-ছেলেরা ওরকম দৌরাত্ম্য ক'রেই থাকে।"

"শুধু মেয়েরা নয়, আরও বড় মাথা এ-ব্যাপারের পিছনে আছে। কিন্তু আমি কারুর নামে অভিযোগ করতে চাই না। আপনারও তা শুনে কাজ নেই। তবে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি এবার পদত্যাগ করব। আপনারা অন্য শিক্ষয়িত্রী আনান।"

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কিছু না বলে দ্রুতপদে গিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ঢুকলেন। মেয়েদের বোধহয় কিছু বলে দিলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ দ্রুত লঘু পদে বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সুব্রতা গিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ঢুকল।

মেয়েরা বিনাভূমিকায় সগর্বে বলে উঠল—"হেডমিষ্ট্রেস্ আজ আমাদের বাংলা রচনা করিয়ে গেছেন। আমরা ফুল মার্ক পেয়েছি। দেখবেন ?"

কালকের অভদ্র উদ্ধত বালিকাগুলিকে আজ হঠাৎ ভদ্র শিষ্ট হতে দেখে সুব্রতার বিস্ময় বোধ হোল। একটু আশঙ্কাও বোধ

হোল। হয়ত' এদের আরও কিছু অভিসন্ধি আছে। সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ধীরভাবে বললে—"ভালই ত। দেখি, কি সম্বন্ধে লিখলে?"

অধিকতর গর্বভরে বাসনা বললে—"বঙ্গিম চন্দো সম্বন্ধে।"

"বঙ্গিম চন্দো!" বিকৃত উচ্চারণটা যেন খট্ করে কানে লাগল! সুব্রতা সতর্কতা হারালো। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী এই বিকৃত উচ্চারণ, ভুল বানান শেখানো ইত্যাদিই যে শিক্ষার আদর্শ, তা মেনে নিতে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল! তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললে—"বঙ্গিম চন্দো নয়, বঙ্কিম চন্দ্র উচ্চারণ কোরো। দেখি খাতা।"

তিনজনে তিনখানা খাতা টেবিলে রাখলে। দেখা গেল তিনজনেরই খাতার মাথায় বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা রয়েছে "বঙ্গিম চন্দো।"

বোঝা গেল ভুল উচ্চারণ শিক্ষার অভ্যাসদোষে, এরা ভুল বানান লিখেছে। আর খুব সম্ভব একজনের ভুল বানান দেখে, অপরে অন্ধ ভক্তিতে তা চুরি করে নিজের খাতায় বসিয়েছে! পরের খাতা দেখে লেখাই এদের অভ্যাস। এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে এরা চুরি করে লেখে যে তা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে খাতা পরীক্ষা করলেই, তা টের পাওয়া যায়।

সুব্রতা আবার সতর্কতা হারালো। খাতা দেখতে দেখতে

সাজে সাজাতে ব্যস্ত, তখন ছাত্রীদল সহর্ষ-কলরবে এসে উপস্থিত হোল! প্রত্যেকে দু'হাত ভরে ব'য়ে এনেছে, নানা জাতীয় ফুলের মালা, ফুলের তোড়া এবং নানারকমের নূতন বই। সুব্রতার কাছে এসে তারা হাসিমুখে সোল্লাসে বললে—"দিদিমণি, আপনি এবার আমাদের গ্রামের বধূ হলেন। আর কোথাও পালাতে পারবেন না, আমাদের কাছেই থাকবেন, এ-কথাটা ভেবে আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে! আপনার শুভ বিবাহে আমরা শ্রদ্ধাভরে প্রীতি-উপহার দিতে এসেছি।"

প্রীতমুখে প্রত্যেকের ললাট চুম্বন করে, দু'হাত বাড়িয়ে ফুলের তোড়া ও বইগুলো নিয়ে, সুব্রতা পাশের টেবিলে স্তূপাকার করে রাখলে। মেয়েরা মালাগুলো একে একে তার গলায় পরিয়ে দিলে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটি মেয়ে বললে—"এখনো স্কুলে গিয়ে আপনার জন্যে ভীষণ মন কেমন করে!"

আর একজন বললে—"আমার যত মন কেমন করে, তত মাথা ধরে যায়!"

অন্যজন বললে—"আমারও মাথা ধরে যায়, পড়তে ইচ্ছা করে না। তার জন্যে প্রায়ই কামাই করি!"

চতুর্থ বালিকাটি বললে—"আমার স্কুলে গেলেই কান্না পায়! কেবল আপনার কথা মনে পড়ে, আর কাঁদতে ইচ্ছে হয়!"

শশাঙ্ক এসে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। সাদরে মেয়েদের পিঠ চাপড়ে বললে—"এই যে মা-লক্ষ্মীরা এসে প'ড়েছ! লাগাও কান্নার বিরাট পর্ব তেমনি করে! আমি একটু দেখি!"

মেয়েরা সজোরে মাথা নাড়লে,—না তারা কাঁদবে না। একজন আপত্তিব্যঞ্জক সুরে অস্ফুটে বললে—"আজ আনন্দের দিন। মা বলে দিয়েছেন আজ কাঁদতে নাই!"

শশাঙ্ক কপট অনুনয়ের সুরে বললে—"আহা একটুখানি কাঁদো! সেদিন তোমাদের কান্না দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম! তোমরা অমন করে না কাঁদলে, আমার কোনদিকে লক্ষ্যই পড়ত না!"

লতা তৎক্ষণাৎ বললে—"মানে? ওদের কান্না দেখেই তোমার মন সুব্রতা বৌদির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল?"

একটু হেসে শশাঙ্ক বললে—"নইলে কাজের ঝঞ্চাটে ব্যস্ত-বিব্রত মানুষ আমরা, কেউ কারুর দিকে ভাল করে তাকাবার সময়ই পেতাম না! কেউ কারুকে কোন কালে চিনতেই পারতাম না!"

লতা বললে—"তাহ'লে তোমাদের বিয়েতে আসল ঘটকালি করেছে এই বাচ্চাদের কান্না!"

"তোর কান্নাও উপেক্ষার ব্যাপার নয়!...এখন নিয়ে আয়। খুকুদের ভাল করে খাইয়ে দি।"

শশাঙ্ক ও লতা বালিকাদের সঙ্গে নিয়ে খাওয়াতে গেল।

কুড়ি

গভীর রাত্রে ফুলশয্যার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে নব-দম্পতি নির্জন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে। সুব্রতা গিয়ে নতশিরে খাটের একপ্রান্তে বসল। শশাঙ্ক নীরবে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরকণ্ঠে বললে—"আমাদের জীবনের ইতিহাসে এবার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হোল। নূতন জীবন কেমন লাগছে?"

সুব্রতা সসঙ্কোচে বললে—"কেমন যেন ভয় করছে।"

"ভয়! কেন?"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে সুব্রতা বললে—"আপনারা সকলেই অত্যন্ত ভাল লোক। কেবল মনে হচ্ছে, আমি কি করে আপনাদের যোগ্য হব।"

সবিস্ময়ে শশাঙ্ক বললে—"আরে! বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হওয়া পর্যন্ত আমার মনেও যে ক্রমাগত ঐ প্রশ্ন জাগছে! কেবল মনে আশঙ্কার উদয় হচ্ছে,—কি করে আমি আপনার—মানে তোমার যোগ্য হব! তুমিও ঐ কথা ভাবছ?"

"হ্যাঁ। আমি সত্যই আপনার যোগ্যা নই।"

হেসে শশাঙ্ক বললে—"ভাল। তাহ'লে ধরা যাক, দু'জনেই দু'জনের অযোগ্য। অতএব আর দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

কিন্তু একটা অনুরোধ, আমাকে আপনি বললে চলবে না। তুমি বল।"

সুব্রতা বললে—"তাই বলব।"

কাছে সরে এসে সুব্রতার ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজের দুই মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে শশাঙ্ক অনুনয়ের সুরে বললে—"সঙ্কোচ কোর না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্য উত্তর দেবে ?"

সসঙ্কোচে সুব্রতা বললে—"কি ?"

"প্রথম যেদিন আমাকে দেখলে, সেদিন তোমার কি মনে হয়েছিল ?"

সুব্রতা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ রইল। প্রথম দর্শনের স্মৃতি স্মরণ হোল। স্মিতমুখে বললে—"বলব সত্য কথা ? বিশ্বাস করতে পারবে ?"

"নিশ্চয়।"

"যদি ভুল করে থাকি, ক্ষমা কোর। তোমাকে প্রথম দেখে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।"

"আমার অনুরোধ। অসঙ্কোচে বল।"

সুব্রতা একটু ইতস্ততঃ করলে। তারপর সসঙ্কোচে বললে—"কোনও মানুষকে দেখে কখনো এত আনন্দ হয়নি। সেদিন আমি যেন জীবনে প্রথম দেবদূত-দর্শনের আনন্দলাভ করেছিলাম।"

সাগ্রহে শশাঙ্ক বললে—"আর তোমাকে দেখে আমার কি মনে হ'য়েছিল, শুনবে ?"

"কি মনে হ'য়েছিল ?"

"কালিদাসের কুমারসম্ভবের তপঃক্লিষ্টা উমার কথা। যথাধর্ম বলছি, বিয়ে-করার কথা তখন স্বপ্নেও ভাবিনি! দ্বিতীয় দিন যখন দেখলাম রাস্তা দিয়ে ছাত্রীরা কাঁদতে কাঁদতে ফের তোমার কাছে যাচ্ছে, তখন আচমকা ভারি কৌতুক বোধ হোল। তাদের কান্না আর তোমার অসহায় বিপন্ন ভাব দেখতে ফের লোভ হোল। বেরুচ্ছিলাম পাত্রী দেখতে,— তা আর মনে রইল না। মোটর দাঁড় করিয়ে রেখে, তোমার সার্টিফিকেটের ছুতো করে,—তাই ছোটমার বাড়ী গেলাম !"

"অ'! তাহ'লে সেদিনের দর্শনের মধ্যে দুর্জ্ঞেয় দার্শনিকতত্ত্ব নিহিত ছিল !"

"তখন সেটা বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম। নিজের মূঢ়তায় লজ্জা বোধ হোল। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য মন ব্যগ্র হয়ে উঠল। লতার জন্য তোমাকে শিক্ষয়িত্রী নির্বাচন করে বাড়ীতে এনে রাখতে ইচ্ছা হোল।"

"শিক্ষয়িত্রী না হয় নির্বাচিত হলুম। কিন্তু বাড়ীতে এনে রাখার অর্থ ?"

"তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে ?"

"শিক্ষক-জনোচিত ব্যাখ্যা নয়। মানুষ-বিশেষের অকপট মনোভাব বিশ্লেষণ—"

"অ'! বুঝেছি। যদি বলি, বালিকা বিদ্যালয়ে তোমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং ছোটমার বাড়ীতে জ্ঞাতিদের উপদ্রবে বাস করতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, এই দুটো কারণ জুটে, তোমার প্রতি আমার সহানুভূতির উদ্রেক হ'য়েছিল—তাহ'লে বিশ্বাস করবে কি ?"

"চোখ বুজে। তোমার মত নিষ্কপট সৎস্বভাবের মানুষ শঠতা প্রতারণায় অনভ্যস্ত, তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি। বালিকা বিদ্যালয়ের অবিচারটা আমি নিজের অযোগ্যতা-ত্রুটি বলেই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ যা জানলুম, তাতে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওঁরা ও-রকম হীন-দুর্ব্যবহার না করলে, হয়ত আমার এ-সৌভাগ্যের পথ খুঁজে পেতাম না। শুনেছি ভগবান নিগ্রহের ছলে অনুগ্রহ করেন। আমারও অদৃষ্টে তাই ঘটল।"

"এ-বিবাহ তাহ'লে তুমি সৌভাগ্য বলে মেনে নিয়েছ ?"

"প্রথমটা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেছলাম। তারপর সমস্ত স্থির হয়ে যাবার পর, আনন্দে আত্মহারা হয়ে দু'ঘণ্টা ধরে কেঁদেছিলাম। দুঃখ হোল এ-সৌভাগ্যের দিনে আমার মা-বাবা ইহলোকে নাই!"

"আমি ভাগ্যবান যে আমার বাবা স্বেচ্ছায় সানন্দে তোমাকে তাঁর পুত্রবধূ নির্বাচন করেছেন। প্রথম যখন তিনি আমাকে বললেন—'চল। লতার জন্যে ছোটমার ভাইঝিকে শিক্ষয়িত্রী ঠিক করে আসি।' তখন, ঘূণাক্ষরেও বুঝতে

পারিনি, তাঁর অন্য অভিসন্ধি আছে। ওদিকে তার আগেই যে ছোটমা এসে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব করে গেছেন, মা-বাবা যে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন, তার বিন্দু-বিসর্গও টের পাইনি। অকুতোভয়ে শিক্ষয়িত্রী ঠিক করতে গেছলাম।"

"তারপর ?"

"ছোটমা যখন চোখে আঙুল দিয়ে তোমায় দেখিয়ে দিলেন, তখন চমকে গেলাম! নিজের মনের দিকে চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম!"

"কি মনে হোল ?"

"মনে হোল ব্যক্তিত্বের জন্য আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমার স্বামী হবার যোগ্যতা আমার কোথায় ? এ কি অদ্ভুত অশোভন প্রস্তাব এঁরা তুলছেন! এ যে অসম্ভব! তা'ছাড়া সামাজিকতার দিক থেকেও তোমাদের চেয়ে আমাদের ঘর নীচু—"

বাধা দিয়ে সুব্রতা ধীর ভাবে বললে—"ঘর! আমার মনে হয়, যাদের প্রবৃত্তি নীচ, তাদেরই ঘর নীচু। সৎ প্রবৃত্তিশালী লোকেরা অর্থাভাবগ্রস্ত হলেও, বা তুচ্ছ কাজে জীবিকার্জন করতে বাধ্য হলেও—মনের মহত্ত্বে, তাদের ঘর উঁচু, বংশ উচ্চ! মনের মহত্ত্বই মানুষের উচ্চতার আসল মানদণ্ড!"

প্রীতমুখে শশাঙ্ক নীরবে সুব্রতার মুখপানে চেয়ে রইল। একটু চুপ করে থেকে ধীরকণ্ঠে বললে—"কথা সত্য। কিন্তু

অর্থাভাব থাকলে সে মহত্ত্ব প্রকাশের পথে বাধা উপস্থিত হয়। সেইজন্যই আর্থিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে বিয়ে করব না, এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমার জন্য মত পরিবর্তন করেছি।—"

"আমার জন্য? কেন? আমি ত, সে অনুরোধ করিনি।"

"অনুরোধ যদি করতে, তাহ'লে হয়ত' তোমার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হারাতাম! আমি বাস্তব-জীবনে নিঃসম্পর্কীয় মেয়েদের সংস্রব এড়িয়ে চলি। সত্য স্বীকার করছি—তাদের চিনি না। কিন্তু উপন্যাসের পাতায় পাতায় যে-সব দিন-রাত পাউডার, লিপস্টিক-মাখা, রঙীন প্রজাপতিদলের ডানা-ঝাপ্টার ঝঙ্কার শুনতে পাই, তাতে তাদের সেই আলস্য-আরাম, আর স্বার্থপরতার ভারে ভারাক্রান্ত অন্তঃসারশূন্য জীবনকে আমি যথার্থই ভয় করতাম! হ্যাঁ। তাদের আমি সত্যিই দূর থেকে নমস্কার করি। তারা যে বড়লোকের ঘরে গিয়ে 'আহ্লাদে-গোপাল' হয়ে শোভা পায়, পাক। আমার মত দরিদ্র কর্মীর ঘরে তারা মূর্তিমতী অশান্তি।"

"তাহ'লে তুমি কি রকম বধূ চেয়েছিলে?—" মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে সুব্রতা প্রশ্ন করলে।

শশাঙ্ক আরও কাছে সরে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললে—"যে আমার সংসার-জীবনের কর্তব্য-দায়িত্বের ভার বহন করতে পারবে,—এমন সহকর্মী। যার সঙ্গে আমার

মনের জাতের মিল আছে, এমন স্বজাতীয়া।—যে আমার ধর্ম-জীবন-বিকাশে সহায়তা করবে, এমন সহধর্মিনী আমি চেয়েছিলাম। পেয়েছিও মনে হচ্ছে ঠিক তাই। আর পেয়েছি কর্মঠ বুদ্ধিমান সুচারুকে আমার স্নেহের ছোট ভাইয়ের মত। তাকে আমার পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্রের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চললাম। আমার মা-বাবা রইলেন, বোনেরা ভগিনীপতিরা —তাদের ছেলেমেয়েরা রইল। ছোটমা, সুচারু রইলেন। এদের প্রত্যেকের জন্য, আমার যা কিছু কর্তব্যপালনের জন্য আমি লোকতঃ ধর্মতঃ দায়ি, সে দায়িত্বভার আজ থেকে তোমার উপর দিলাম। আমার অনুপস্থিতি সময়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তুমি এঁদের তত্ত্বাবধান কোরো।"

প্রণাম করে স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলে নিয়ে সুব্রতা দীনকণ্ঠে বললে—"আশীর্বাদ কর, আমি যেন এ-ভার বহনের যোগ্যা হতে পারি।"

শশাঙ্কর কৌতুকপ্রিয় ভগিনীপতিদ্বয় দুষ্টামি করে বাইরে জানালার নীচে আড়ালে দাঁড়িয়ে গোপনে নবদম্পতির আলাপ শুনছিলেন। এবার বড় ভগিনীপতি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সহর্ষে বলে উঠলেন—"বাঃ! একেই বলে যথার্থ শুভ-পরিণয়! হে প্রিয় স্নেহের নবদম্পতি, আমাদের আন্তরিক আনন্দ অভিনন্দন ও নিষ্কপট শুভ কামনা গ্রহণ কর। তোমাদের মঙ্গল হোক।"

মেজ ভগিনীপতি বললেন—"এবং আমি এইখান থেকে মাঙ্গলিক গান গাই, তোমরা শুনতে শুনতে বিশ্রান্তালাপ কর।"

মধুর কণ্ঠে তিনি গান আরম্ভ করলেন—

"শুভ কর্মপথে, ধরো নির্ভর তান।
সব দুর্বল-সংশয়, হোক অবসান॥
চির শক্তির নির্ঝর, নিত্য ঝরে
লও সেই অভিষেক, ললাট 'পরে
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ—"
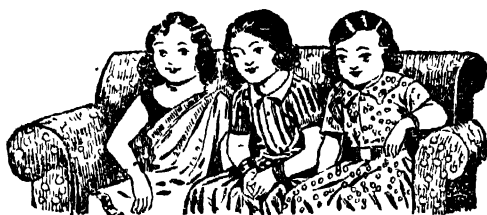
অঙ্কুশ

বিবাহের কয়েক দিন পরে শশাঙ্ক বম্বে চলে গেল। দু'মাস পরে ফিরে এসে ছোটমার সমস্ত সম্পত্তি আইন-সঙ্গত ভাবে কিনে নিয়ে, ছোটমাকে এনে নিজের বাড়ীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলে। সমস্ত জীবন জ্ঞাতিদের নির্যাতন ভোগ করে ছোটমা এবার জীবনে প্রথম শান্তিলাভ করলেন। পরে তৃপ্তির সঙ্গে নিরুপদ্রবে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করলেন। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ঐকান্তিক তৃপ্তির সঙ্গে শশাঙ্ককে আশীর্বাদ করতেন।

তাঁর জ্ঞাতিরা আস্ফালন করে প্রথমে বললেন—"আজই নালিশ করব।" কিন্তু মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কেটে যাবার পর দেখা গেল—কেউ নালিশ করলেন না। কারণ গোপনে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা যত খুশী মৌখিক আস্ফালন করুন, নালিশ করলে, নালিশ টিকবে না। কারণ আইন-সঙ্গত-কারণেই বিধবা ছোটমা তাঁর বিষয় বিক্রী করেছেন, এবং তিনি যে জ্ঞাতিদের দ্বারা যথেষ্ট নির্যাতিতা হয়েছেন, তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ চাটুয্যে মশায়-এর হাতে আছে। তাঁরা নালিশ করলে 'দাঁড়িয়ে' হারবেন।

অতএব মৌখিক আস্ফালন মুখেই রইল, কাজে কিছু হোল না। শশাঙ্ক নির্বিবাদে বিষয়ের স্বত্ব-স্বামীত্ব লাভ করলে।

লতা সুব্রতার সাহায্যে নির্বিঘ্নে দেড় বছরের মধ্যে প্রবেশিকার মান ছাড়িয়ে আরও অনেক লেখাপড়া আয়ত্ত করলো। দেড় বছর পরে তার স্বামী ফিরে এসে সুব্রতাকে মুক্তাখচিত ব্রেসলেট উপহার দিলেন। কয়েকদিন মহানন্দে শ্বশুরালয়ে থেকে লতাকে নিয়ে কর্মস্থলে গেলেন।

যথাসময়ে সুচারুর সঙ্গে সুব্রতাও শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে প্রাইভেটে বি, এ, পরীক্ষা দিলে এবং দুই ভাই-বোনে একসঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোল। সুচারু সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক ও বিমলের সাহায্যে উচ্চ বেতনে চাকরি পেয়ে বম্বে চলে গেল।

শশাঙ্কের আর্থিক উন্নতি দ্রুততর গতিতে হতে লাগল। ছোটমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে বিলম্ব হোল না। একতলা বাড়ী দু'বৎসরের মধ্যে দোতলা হোল এবং ছোটমার অর্থাভাব-ক্লিষ্ট, আস্ফালনকারী জ্ঞাতিবর্গ দায়ে পড়ে, একে-একে নিজ নিজ অংশের জমিদারী অনুনয়-বিনয় করে, তাকে বিক্রী করে দিলেন। শশাঙ্ক অর্ধেক জমিদারীর প্রভু হোল। চাটুয্যে মশায় বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং চাষবাস নিয়ে পূর্বের মত অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করতেন এবং বিপন্নের উপকার করে বেড়াতেন। শশাঙ্ক দু'চার মাস অন্তর ছুটি নিয়ে এসে বাড়ীতে সকলকে দেখে যেত। দু'বৎসর পরে লতা ও সুব্রতার একে একে দু'টি সুকুমার ভূমিষ্ঠ হোল।

অন্যমনস্কভাবে বললে—"নাম লিখতে তোমরা ভুল ক'রেছ। 'বঙ্গিম' নয় 'বঙ্কিম'। উঁয়ায় গ'এ নয়। উঁয়ায় ক'এ হবে।"

বাসনা যুদ্ধোদ্যত ভঙ্গিতে দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—"হেডমিষ্ট্রেস্ বলেছেন এই ঠিক হ'য়েছে।"

চিন্তিতা হয়ে সুব্রতা বললে—"বোধহয় তিনি overlook করেছেন।" সঙ্গে সঙ্গে সে পেন্সিল দিয়ে "বঙ্গিম" কেটে খাতায় "বঙ্কিম" লিখে দিলে।

বাসনা উদ্ধত দর্পে বললে—"উনি কাটেননি। আপনি কাটলেন কেন?"

সুব্রতা সংক্ষেপে বললে—"ভুল বলে।"

আর একটি মেয়ে বিজ্ঞভাবে বললে—"হেডমিষ্ট্রেস্ বলেছেন Proper Noun'এ বানান ভুল হলে দোষ হয় না।"

এই মেয়েগুলি যে অবাধে অনর্গল মিথ্যাকথা বলায় অভ্যস্ত, তার প্রমাণ সুব্রতা বহুবার পেয়েছে। কিন্তু প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নামেও যে এতবড় মিথ্যাকথা বলতে সাহস করবে, তা সুব্রতার ধারণার অগোচর! কথাটা হয়ত তিনি সত্যই বলেছেন মনে করে আশ্চর্য হয়ে বললে—"সে কি! A Proper noun is the name of a particular person or thing, তাতে বানান ভুল করা দোষের নয়? তাঁকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। নিশ্চয় তিনি তোমাদের ভুল ধারণা সংশোধন করে দেবেন। বঙ্কিম চন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের

বিখ্যাত নামের ভুল বানান তোমরা স্কুল থেকে শিখে যাবে, এটা তিনি অনুমোদন করবেন বলে মনে হয় না। তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো।"

মেয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে কেমন যেন ক্রূর হাসি হাসলে।

ব্যাপারটার অর্থ সুব্রতা বুঝতে পারলে না। একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর আত্মসম্বরণ করে, তাদের নির্দিষ্ট বিষয় শেখাতে মনোনিবেশ করলে।

কিন্তু এই তুচ্ছ বানান ভুলের ব্যাপার নিয়ে, মেয়েরা যে তার নামে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার কাছে অনেক মিথ্যাকথা রচনা করে লাগাবে, এবং তিনি যে সুব্রতার মত একজন নবাগতা, নগণ্যা শিক্ষয়িত্রীর উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন, তা সুব্রতা আদৌ অনুমান করতে পারলে না।

কয়েকদিন পরেই শোনা গেল, তার নামে নানাবিধ মিথ্যা কথার ফোয়ারা ছুটছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, সুব্রতা নাকি গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকল মেয়েদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের বলে এসেছে—"তাঁরা যেন বিদ্যালয়ে মেয়েদের না পাঠান। কারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা কিছুই হচ্ছে না। বিদ্যালয়ে নানাবিধ ভুল বানান, ভুল উচ্চারণ শেখানো হচ্ছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি!"

সুব্রতা হতভম্ব হয়ে গেল! প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস

করতে পারলে না। তারপর যখন শুনলে ঐ কথা নিয়ে চারিদিকে প্রবল গুজব রটে গেছে, তখন আহতচিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হোল, এঁদের মিথ্যা রচনার শক্তি অদ্ভুত প্রখর বটে!

এদিকে বাড়ীতেও বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। বিদ্যালয় যাওয়ার সময় দেখা যেত, বাড়ীর প্রায় প্রত্যেক দরজায় চাবিবন্ধ করা হ'য়েছে। নানা দরজা ঘুরে বেরোবার পথ পেত। বিদ্যালয় থেকে ফেরার সময় দেখতো প্রায় প্রত্যেক দরজা ভিতর থেকে খিলবন্ধ করা হয়েছে। পথে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দৈবাৎ কেউ বেরুলে, তবে খিল খোলা পেয়ে বাড়ীতে ঢুকতে পেত। লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় পিসীমারও অশান্তির সীমা নাই।
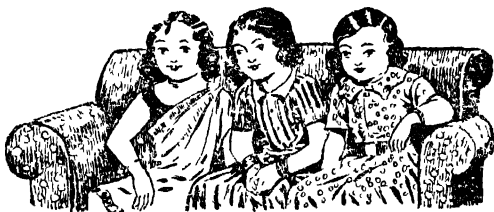
চৌদ্দ

পরের শনিবারে সুচারু বাড়ী এল। এসেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—"দিদি, তুমি বৈদ্যপুর বালিকা-বিদ্যালয়ে চাকরির জন্যে দরখাস্ত ক'রেছ?"

ম্লান হাস্যে সুব্রতা বললে—"তুই এর মধ্যে খবর পেলি কোত্থেকে?"

"একজন চোরাকারবারি ওখানকার সেক্রেটারী ছিলেন। বিশেষ কারণে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছে। সকলে ধরে-বেঁধে এখন শশাঙ্কদাকে ওখানকার অস্থায়ী সেক্রেটারী করেছেন। শশাঙ্কদার নামে কাগজে তাঁরাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তোমার দরখাস্ত শশাঙ্কদার হাতে পৌঁছেছে। তিনি আমাকে ডেকে দরখাস্ত দেখালেন। কেন তুমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিতে চাও, শশাঙ্কদা জিজ্ঞাসা করলেন।"

সুব্রতা সংক্ষেপে সব বললে।

সুচারু চটে গিয়ে বললে—"তুমি ম্যানেজিং কমিটীর কাছে সব সত্যকথা রিপোর্ট করে রিজাইন দাও।"

"তাতে চারিদিকে বিষম গোলমাল উঠবে। বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে লোকে ভয় পাবে। পারবো না সুচারু, আমার

দ্বারা বিদ্যালয়ের কোনও অনিষ্ট ঘটতে দেব না। তার চেয়ে নিজেই ছেড়ে দেব বিনাবাক্যে।"

"তাতেই কি বিদ্যালয়ের মঙ্গল হবে মনে কর?"

"অন্ততঃ বিদ্যালয়ের অমঙ্গল সাধনের জন্যে আমি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অপরাধী হ'লাম না, এটা মনে করে শান্তি পাব।"

সুচারু গুম্ হ'য়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"বড় দুর্দিন আমাদের!"

"হতাশ হ'লে চলবে না। সদুপায়ে খেটে খাবার ক্ষমতা যখন ভগবান্ দিয়েছেন, তখন যেখানে হোক অন্নক্ষেত্র আবিষ্কার করে নেব।"

"আবার এই উঞ্ছবৃত্তি নেবে?"

"বৃত্তি উঞ্ছ নয় ভাই। জগতে কোন কাজই উঞ্ছ নয়, যদি তাতে কর্তব্যের পবিত্র-নিষ্ঠা থাকে। কিন্তু আমার সে নিষ্ঠা যদি অমানুষেরা ঈর্ষাভরে পদদলিত করে, তবে সেখান থেকে সরে দাঁড়াব বৈকি। যা হাত-মুখ ধুয়ে, খা আগে।"

হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগ করে সুস্থ হয়ে সুচারু বললে—"শশাঙ্কদা বাড়ী এসেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

"তার সদুত্তর আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানো।"

"বলেছি, তুমি কারুর সঙ্গে দেখা কর না। উনিও শিক্ষয়িত্রীদের সংস্রব মোটে পছন্দ করেন না। নেহাৎ

ধরে-বেঁধে ওঁরা ওখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী করে দিয়েছেন, তাই দায়ে প'ড়ে খাটছেন। তোমাদের এখানে কে এক শিক্ষয়িত্রী আছেন, রূপসী সেন। তাঁর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কি যেন গোলমেলে কথা উঠেছে। উনি সে সম্বন্ধে সত্যসংবাদ জানতে চান।"

"আমার কাছে?"

"ক্ষতি কি?"

"বলব না।"

"তাহ'লে তুমিও জান অনেক কথা? আমরা বাইরে থেকে খবর পেয়েছি, শিক্ষয়িত্রীটির মধ্যে বংশগত দুর্নীতিপরায়ণতা ব্যাধি আছে। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীপদে এ-সব স্ত্রীলোককে রাখলে তাঁর সংস্রবে থেকে মেয়েরাও উচ্ছৃঙ্খলতা শিখবে নাকি?"

"কর্তৃপক্ষীয়গণ যখন সব শুনেও শুনছেন না, দেখেও দেখছেন না, জেনেও না-জানার ভান করছেন; তখন তোমার আমার সে-বিষয়ে কথা বলা অনধিকারচর্চা। এ-সব উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দিতে যাওয়া মানেই—শত্রু সৃষ্টি করা! চাকরি কি সাধে ছাড়ছি?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুচারু বললে—"আজ মনে পড়ছে, তোমার চাকরি নেওয়ার কথা শুনে চাটুয্যে মশায় প্রথম দিনেই কতকগুলি কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি। সেই দিনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

বলেছিলেন—"এ-সব সঙ্গে বেশীদিন বাস করলে, হয় ওঁদের মত হয়ে যেতে হবে। নয়, চাকরি ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে।"

"চাটুয্যে মশায়ের চরণে শতকোটী নমস্কার। সত্যই তিনি অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি!"

"শশাঙ্কদাকে তাহ'লে কি বলব?"

"ড্রেণ ইন্‌স্‌পেক্টারী করা আমার কাজ নয়। আমি বিনাবাক্যে এ-সব সংস্রব থেকে সরে দাঁড়াতে চাই।"

সহসা ছাদের উপর দুম্‌দাম্ শব্দে ইঁট ঠোকার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ও বারান্দায় ঝড়াং ঝড়াং করে রাবিশ খসে পড়তে লাগল। সুচারু হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সনিশ্বাসে বললে—"বাড়ীতে বাস করাও দায়! চল বৈদ্যপুরে। চললুম শশাঙ্কদার কাছে।"

"থাম। কি বলবি তাঁকে?"

"তিনি ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি। নিষ্কপট সত্যাশ্রয়ী। অকপটেই সত্য কথা বলব। ঘরে-বাইরে এত উৎপীড়ন সহ্য করে থাকা অসম্ভব।"

"রূপসী সেন সম্বন্ধে?"

"তাঁর সম্বন্ধে বাইরে থেকে আমরা যে সব কথা শুনেছি, তা তোমার শুনে কাজ নাই। সে-সব কথা তোমাকে বলতে পারব না। তুমি এইসব ধরণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে থেকে চাকরি কর, তাও আমি পছন্দ করি না। বৈদ্যপুরের

গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে সন্ধান নিয়েছি। শুনেছি সেখানে ভাল ভাল লোক আছেন। তুমি সেইখানে চল।”

ছাদের উপর প্রচণ্ড শব্দ হোল। সুচারুর সামনে ঝড়াং করে একগাদা রাবিশ খসে পড়ল। পিসীমা কুয়োতলায় কাপড় কাচছিলেন। সত্রাসে বললেন—“কি রে, টালি খসে পড়ল নাকি ?”

সুচারু চেঁচিয়ে বললে—“না। রাবিশ।”

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললে—“টালি খসে পড়তেও আর বিলম্ব নাই! উঃ, কি অবস্থায় পিসীমা বেচারা এখানে বাস করছেন! আমরা অক্ষম, তাই ওঁর এত দুর্গতি। আর বেশীদিন পিসীমা এখানে এভাবে বাস করতে বাধ্য হ'লে, কোনদিন অপঘাতে মারা যাবেন হয় ত'। পিসীমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।”

“আমার চাকরির জন্যে নয়। চাকরি আমি যেখানে হোক জুটিয়ে নেব। শশাঙ্কবাবুকে বলো, পিসীমার বিষয়-সম্পত্তিগুলো যদি একান্তই কেউ কিনতে রাজি না হয়, তবে মোকররী বন্দোবস্ত ত' হবে ? তাই কাউকে যেন শীঘ্র করে দেন। বিষয় বন্দোবস্ত করে দিয়ে সেলামীর টাকা উনি যা পাবেন, তাতে দেনাপত্র শোধ করে উনি সুস্থ স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঁর বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন। তখন আমাদের কাছে গিয়ে থাকতে ওঁর কোনও আপত্তি হবে না।

আমরাও ওঁকে গলগ্রহ মনে করার সুযোগ পাব না। তিনি দয়া করে পিসীমাকে এ-দায় থেকে উদ্ধার করুন, তাহ'লেই আমাদের মহা উপকার করা হবে।"

"তাঁর সঙ্গে আমার এ-সম্বন্ধে কথা হয়েছে। পিসীমার জন্য শশাঙ্কদা খুব দুঃখিত। বলছিলেন, ওঁর পয়সা থাকলে উনি নিজেই পিসীমার সম্পত্তি কিনে বা বন্দোবস্ত করে নিতেন। কিন্তু মাষ্টারীর আয় ত' বেশী নয়। যা পান, নিজের লেখাপড়া শেখার খরচে আর বই কেনার খরচেই উড়িয়ে ফেলেন। তারপর বোনেদের বিয়ের খরচেও বাপকে অনেক সাহায্য করেছেন। মাকেও সংসার খরচের জন্য মাঝে মাঝে দু'এক শো টাকা দেন। কাজেই বিশেষ কিছু জমাতে পারেননি। মাষ্টারী ছেড়ে এবার অন্য লাইনে যেতে মনস্থ করেছেন। ওঁর ভগিনীপতি বিমলবাবুকে যে কোম্পানী থেকে বিলাত পাঠিয়েছে, সে কোম্পানী ওঁকেও ডেকেছিল। ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছেন। তাঁরা বম্বেতে একটা নূতন অফিস খুলছেন! সেখানে ওঁকে পাঠাতে চায়।"

"উনি সেখানে যেতে ইচ্ছুক?"

"পাঁচ শো টাকা মাইনেতে চাকরি আরম্ভ। ব্যবসার হাল-হদিশ শিখে নেবার পর দু'হাজার মাইনে হবে। তাছাড়া কমিশন-টমিশন কি সব মোটা পাওনা আছে। উনি যেতে প্রস্তুত। বাপ-মায়ের মতামতের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।"

"ভদ্রলোক তাহ'লে এখন নিজের ধান্ধায় বিব্রত।"

"তবু কত ব্যাপারে যে জড়িয়ে রয়েছেন, কত খাটছেন, তা ধারণা করতে পারবে না। অথচ প্রত্যেক কাজেই নিজের সুষ্ঠু দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছেন। ইনি চলে যান ত' আমাদের স্কুলের বড় ক্ষতি হবে। আর আমি ত' একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ব।"

সুচারু চলে গেল।

পনেরো

অনেক রাত্রে সুচারু ফিরল। সুব্রতা বললে—"কি কথা স্থির হোল ?"

"শশাঙ্কদা বললেন—এই সপ্তাহে ওঁদের মেয়ে স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং হবে। সেই সময় তোমার দরখাস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে। কমিটির মেম্বারদের যদি মত হয়, তবেই তোমার আবেদনপত্র গৃহীত হবে। যতক্ষণ না সেখানকার নিয়োগপত্র পাও, ততক্ষণ অপেক্ষা কর। এখানকার কাজ চালিয়ে যাও।"

"সে তো চালাবই। পিসীমার বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে কোনও কথা হোল ?"

"না। কথা তোলবার আগেই ঘটক মশায় এলেন। অনেক বড় বড় ঘর থেকে ওঁর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। চাটুয্যে মশায় ওঁকে ডেকে ওঁর সামনে সেই-সব কথা কইতে লাগলেন। উনি স্কুল কামাই করতে অনিচ্ছুক। চাটুয্যে মশায় হুকুম দিলেন—'এই হপ্তার মধ্যেই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে তিন জায়গায় পাত্রী দেখে আসবেন। তার জন্য হপ্তাখানেক ছুটি নাও।' অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শশাঙ্কদা বৃহস্পতিবার থেকে ছুটি নিতে রাজি হলেন।"

"তাহ'লে ওঁদের বালিকা বিদ্যালয়ের মিটিং ?"

"বুধবারে হবে। তুমি বৃহস্পতি শুক্রবারের মধ্যেই খবর পাবে।"

পরদিন রবিবার বৈকালে শশাঙ্কর সঙ্গে সুচারু বৈদ্যপুর চলে গেল।

সোমবারে যথানিয়মে যথাসময়ে সুব্রতা বিদ্যালয়ে গেল। ধৈর্য ধ'রে যথানিয়মে কাজ আরম্ভ করলে।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বার পর, এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে যাচ্ছে, হঠাৎ পাশের ঘরে হৈ-চৈ শুনে দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। দেখলে একজন শিক্ষয়িত্রী ক্রুদ্ধ উত্তেজিত ভাবে তাঁর বেঁটে ছাতার বাঁট দিয়ে, একটি ছোট মেয়ের মাথায় ঠক্ ঠক্ করে মারছেন!

মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল! তৎক্ষণাৎ ক্লাসে ঢুকে বললে—"হাঁ, হাঁ, করছেন কি ? মারছেন কেন ?"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে শিক্ষয়িত্রী বললেন—"আমি জুতো খুলে রেখেছিলাম, এই মেয়েটা আমার জুতো লুকিয়ে রেখেছিল! মারব না ?"

প্রহৃতা মেয়েটি ধৈর্যশীলা। প্রহারের আঘাতে কাঁদেনি। বচনের আঘাতে এবার দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললে! বললে—"আমি লুকুইনি দিদিমণি। আমাদের অঙ্ক কষ্তে দিয়ে আপনি যখন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলেন তখন রেখা আপনার জুতো লুকিয়ে রেখেছিল। জেগে উঠে আপনি যখন

খোঁজ করলেন, তখন ওরা দিলে না। তাই আমি বের করে দিলাম।"

ভেংচি কেটে শিক্ষয়িত্রীটি বললেন—"তাই আমি বের করে দিলাম! অসভ্য জানোয়ার সব! বেশ করব আমি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোব। তা বলে জুতো চুরি করবে? চোর কোথাকার!"

রাগে গর্ গর্ করতে করতে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুব্রতা নির্বাক! এই সব অসহিষ্ণু প্রকৃতির, ঘোরতর কোপনস্বভাবা, তথাকথিত শিক্ষয়িত্রীদের হাতে যাঁরা এই ভাবে শিশুপালবধ-কাব্য রচনার ভার দিয়েছেন, তাঁরা গুণগ্রাহী ব্যক্তি সন্দেহ নাই! অথচ এই বিদ্যালয়েই এদের বয়োজ্যেষ্ঠা ধনী নন্দিনীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পৃষ্ঠপোষকতা করবার সময়,এই সব শিক্ষয়িত্রীরা সানন্দে তাদের সখী সাজেন! আহ্লাদে তাদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমর্থন করেন। কারণ, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী ধনী-নন্দিনীদের অনুগ্রহেই তাঁদের চাকরি বজায় আছে। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রী, গরীবের কন্যাদের তাঁদের কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব এ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান উপকরণের সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য এই যে ধনী-নন্দিনীদের চরণে তৈল-মর্দন, এবং দরিদ্র কন্যাদের মাথার জন্য ছাতার বাঁট!

অথচ দরিদ্র কন্যাদের পিতারাও পয়সা খরচ করে মেয়ে

পড়ান ! দয়া করে বিনা পারিশ্রমিকে এঁরা পড়াচ্ছেন, তা মনে করবার কোনও কারণ নাই !

বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল।

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে সুব্রতা অন্য শ্রেণীতে কাজ করতে গেল। কিন্তু আজ আর কাজে মন বসল না। তিক্ত-চিত্তের মাঝে কেবল প্রশ্ন জেগে উঠতে লাগল এঁদের সংস্রবে থেকে, এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, সেও এমনি ধরণের নিষ্ঠুর রুক্ষ-প্রকৃতির শিক্ষয়িত্রী হয়ে উঠবে না কি ? সেও স্বার্থের খাতিরে ধনী-কন্যাদের উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্দামতার ক্ষেত্রে সখীসংবাদ রচনা করবে না কি ? পয়সার লোভে নিজেকে এত হেয়, এত অধম করতে হবে ! ধিক্ !

সুব্রতা অত্যন্ত অশান্তি-পীড়িত চিত্তে কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরল। মন ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল। মনে হতে লাগল বিদ্যালয়ের দায়িত্ব থেকে এই মুহূর্তে পরিত্রাণ পেলে বাঁচে !

কিন্তু খোঁড়ার পা আবার খোঁদলে পড়ল !

দুদিন পরে আবার এক কাণ্ড ঘটল !

মাঘ মাস। সেদিন অকালে আকাশে মেঘাড়ম্বর ঘনিয়ে এল। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। মেয়েদের নূতন বই কেনার পালা চলেছে। সরস্বতী পূজার উৎসবের পর সবে মাত্র নূতন পড়া আরম্ভ হয়েছে। পড়ার চাপ নাই, নাম-মাত্র নিয়ম রক্ষা করা চলছে।

স্কুলের 'বাস্' নাই। মেয়েরা পায়ে হেঁটে অনেক দূর

থেকে আসা-যাওয়া করে। বর্ষার দিনে এরা বিদ্যালয় থেকে ফিরে যাওয়ার সময় পথে বৃষ্টিতে ভিজে কয় জন অসুখে পড়েছিল, সুব্রতার স্মরণ আছে। শীতের দিনে বৃষ্টির আশঙ্কা দেখে আজ সুব্রতা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পড়াতে পড়াতে সে বার-বার আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগল।

ছুটি হতে প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে, এমন সময় দেখা গেল আকাশে খুব মেঘ জমে উঠেছে। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তখন বাড়ী চলে গেছেন। সুব্রতা আকাশের দিকে অন্য শিক্ষয়িত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে—"আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যদি বৃষ্টি আসে, মাঠের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ছোট মেয়েরা ভিজে যাবে। অসুখ করবে। আজ আধ ঘণ্টা আগে ছুটি দিলে হয়-না ?"

শিক্ষয়িত্রীরা কিছু বলবার আগেই বাসনা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো—"কিছুতে না! সাড়ে তিনটে না বাজলে আমরা স্কুলের ছুটি হতে দেব না!"

অন্য শিক্ষয়িত্রীরা মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। বড় লোকের বল্‌গা-ছাড়া আদরিণী কন্যার আবদার! যত অসঙ্গতই হোক, সেটা রক্ষা করাই তাঁদের অবশ্য কর্তব্য।

শিক্ষয়িত্রীরা অতিশয় নিরীহভাবে বললেন—"বাসনা যখন বলছে, তখন সাড়ে তিনটে বাজলেই ছুটি হবে। তার আগে হবে না।"

চিত্ত জ্বলে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে সুব্রতা বললে—"দূরের

ছোট মেয়েদের প্রতি এটা শুধু অবিচার নয়, রীতিমত অত্যাচার! ওদের আজকের পড়া সব শেষ হয়ে গেছে। আপনারাও সব যে যার ক্লাস শেষ করে এসে অফিস ঘরে বসে বিশ্রাম করছেন বা কাগজ পড়ছেন। এখন ছোট মেয়েদের আটকে রাখার অর্থ কি ?”

একজন শিক্ষয়িত্রী বললেন—“হেডমিস্ট্রেস বাড়ী গেছেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে আমরা কি করে ছুটি দিই ?

“তিনি থাকলে, আকাশের অবস্থা দেখে নিশ্চয় ছোটদের—শুভাশুভের দায়িত্বের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতেন। বাসনার বাড়ী কাছে, বৃষ্টি এলে সে এক ছুটে বাড়ী চলে যাবে। কিন্তু যাদের বাড়ী দূরে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দীর্ঘ পথ হাঁটতে হলে, তাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া ধরার আশঙ্কা। এদের শুভাশুভের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করবার দায়িত্ব যদি কেউ না নেন, আমি নিচ্ছি। চাকরি থাক আর যাক, আমি এদের ছুটি দিলাম।”

সুব্রতা দূরের ছোট বড় সব ক্লাসের মেয়েদের ছুটি দিয়ে দিলে। বিদ্যালয়ে রইল শুধু বাসনা ও তার সহপাঠিনীদ্বয়। তারা অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে আজ মানচিত্র দেখতে লাগল!

সুব্রতা গুম্ হয়ে অফিস ঘরে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর ছুটির ঘণ্টা পড়বার আগেই বাড়ী চলে গেল। কারণ বিদ্যালয় বাসনার আদেশে যখন পরিচালিত হচ্ছে, তখন সে-আদেশ

পালনে সে অক্ষম, এটা বুঝিয়ে দেওয়াই উচিত বলে মনে হোল।

বাড়ী এসে হাত-পা ধুয়ে জলযোগ সমাধা করে শান্তচিত্তে প্রথমে পদত্যাগ-পত্র লিখলো। তারপর ডাকের চিঠিগুলো খুলে দেখলে, আরও একস্থান থেকে তার জন্য নিয়োগ-পত্র এসেছে এবং অন্য দুই স্থান থেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য আহ্বান এসেছে!

বিরক্তিকর আহ্বান! ভদ্রঘরের অল্প-বয়সী মেয়েদের ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করা, সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। অন্ততঃ সে, যেতে প্রস্তুত নয়।

সুব্রতা আহ্বান-পত্র দু'খানা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। শনিবারে বাড়ী আসবার জন্য সুচারুকে পত্র দিলে। যদি বৈদ্যপুরে কাজ না জোটে, যেখান থেকে নিয়োগ-পত্র এসেছে, সেইখানে চলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের শেষ সীমায়, সে স্থান। ভয় পেলে চলবে না। ক্রমশঃ সাহস বাড়াতে হবে। নইলে জীবন-সংগ্রামে বাঁচবার উপায় নাই।

পরদিন বিদ্যালয়ে গিয়ে বৃদ্ধ কেরাণীর হাতে পদত্যাগ-পত্র দিয়ে সুব্রতা বললে—"এটা গোপনে হেডমিস্ট্রেসকে দিয়ে দেবেন। ছাত্রীরা যেন টের না পায়। টের পেলে ওরা কান্নাকাটি করবে। সে বিপদ এড়াতে চাই। কাল থেকে আমি পদত্যাগ করলুম।"

পদত্যাগ-পত্র দেখে দুঃখিত হয়ে বৃদ্ধ বললেন—"ছেড়ে

দিচ্ছেন এখানের কাজ? কেন? ছাত্রীরা ত' আপনাকে খুব ভালবাসে।"

ঈষৎ হেসে সুব্রতা বললে—"সেই জন্যে অনেকের চক্ষুঃশূল হয়েছি। আমার নামে গুজব রটানো হয়েছে, আমি নাকি গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সব অভিভাবকদের বারণ করে এসেছি, তাঁরা কেউ যেন স্কুলে মেয়ে না পাঠান। কারণ...ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনেছেন তো সে সব কথা?"

সাবধানী বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন। তিনি শুনেছেন সব, কিন্তু সত্য স্বীকার করে নিজেকে বিপদ-গ্রস্ত করতে ইচ্ছুক নন।

সুব্রতা বললে—"খেটে খেতে এসেছি আত্মসম্মান বিক্রী করতে নয়। ওঁদের মঙ্গল হোক। আমি চললুম। নমস্কার।"

সুব্রতা বেরিয়ে এসে নিজের ক্লাসে ঢুকে কাজে মন দিলে। খুব স্নেহের সঙ্গে, যত্ন করে মেয়েদের পড়ালো। ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যেন আদর্শ মাতা, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ ভদ্রমহিলা হয়, এবং হিংসা, দ্বেষ, নীচতা, যেন বর্জন করে চলে, সে সম্বন্ধে আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে অনেক সদুপদেশ দিলে।

একটি মেয়ে হঠাৎ বলে উঠল—"দিদিমণি আপনি যদি বরাবর আমাদের স্কুলে থাকেন, তাহ'লে আমরা নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠব। আপনি যেন আমাদের ছেড়ে যাবেন না।"

ম্লান ভাবে সুব্রতা হাসলো। মনে মনে বললে—"তা হয় না। তোমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থেকে তোমাদের সৎ এবং

ভদ্র করে গড়ে তোলবার একান্ত ইচ্ছা ছিল—। কিন্তু গ্রহ প্রতিকূল এখানে তিষ্ঠাবার উপায় আর নাই!"

টিফিনের ছুটির সময় প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দেখা হোল। সম্ভবতঃ ভদ্রতা-সম্মত সৌজন্য প্রকাশের জন্য তিনি বললেন—"আপনার পদত্যাগ-পত্র দেখলাম। এ সম্বন্ধে আপনার কি আর কিছু বলবার নাই?"

সুব্রতা সংক্ষেপে বললে—"কিছু না।"

ছোট ছোট মেয়েগুলির জন্য বেদনায় মন টন্ টন্ করে উঠল! তবু মনে হোল,—তাদের অভিভাবকরা আছেন। তাদের হিতাহিত বিবেচনার দায়িত্ব এবারে তাঁদের! সে বাঁচল!···একটা ক্লেদাক্ত জঘন্য সংস্রব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এবার সে মুক্ত! নিশ্চিন্ত!

ষোল

যথা সময়ে ছুটির পর, সহকর্মিণীদের নীরবে নমস্কার করে সুব্রতা নির্দিষ্ট ছাত্রীদের সঙ্গে বাড়ী ফিরল। বাড়ীর কাছে এসে দেখলে আজ পিসীমার দিকের দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজায় ঢুকতে উদ্যত হয়ে ফিরে দাঁড়াল। বললে—"শোন, কাল স্কুলে গিয়ে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না। সেজন্য যেন আমাকে ডাকতে এসো না। আমি আজ পদত্যাগ-পত্র দিয়ে এসেছি। কাল থেকে আর যাব না। আহা, কর কি! কেঁদো না।"

মেয়েরা বইয়ের গোছার আড়ালে মুখ লুকিয়ে কান্না আরম্ভ করলে। সুব্রতা তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে প্রত্যেকের চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলে। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চুম্বকাকৃষ্টের মত তারাও সুব্রতার পিছু পিছু বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। সকলেই কাঁদছে। সুব্রতা বার-বার ফিরে দাঁড়াতে লাগল, বিব্রত ভাবে ম্লান হাস্যে বার বার বলতে লাগল—"আর নয়, এবার তোমরা ফের। বাড়ী গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া কর-গে।...কোন সকালে দু'টি ভাত খেয়ে এসেছ,, মুখ শুকিয়ে গেছে। যাও, ভাই যাও..."

তারা শুনলে না। বাড়ীর ভিতরের সরু গলি পথ অতিক্রম করে পিসীমার বারান্দার সামনে উঠানে উপস্থিত হোল। বারান্দার মধ্যে কারা যেন কথা কইছিলেন। এদের গোলমাল শুনে সহসা তাঁরা চুপ করলেন। অন্যমনস্ক থাকায় সুব্রতা সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না। বিপন্ন বিব্রত ভাবে বললে—"আর কেঁদো না। লক্ষ্মী মেয়ে সব। চুপ কর।...বাড়ী যাও। ছ্যাখো, তোমাদের কান্না দেখে আমিও এবার কেঁদে ফেলব। তখন মুস্কিলে পড়বে কিন্তু।...চুপ কর, যাও।"

বাঁ হাতে বইগুলো বুকে চেপে ধরে, হেঁট হয়ে ডান হাত বাড়িয়ে, সকলে সুব্রতার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতে লাগল। অধিকতর বিব্রত হয়ে, দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রতি নমস্কার করতে করতে, পিছু হটতে হটতে সুব্রতা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে—"নারায়ণ! নারায়ণ! আর নয়। বাড়ী যাও ভাই।"

গোলমাল শুনে পিসীমা বেরিয়ে এসে বারান্দার সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন। তাঁর পিছু পিছু এসে দুয়ারের কাছে দাঁড়াল খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে এক প্রিয়দর্শন মূর্তি, সুশ্রী সুন্দর-কান্তি যুবা। তাঁর ক্ষৌর-মসৃণ মুখমণ্ডল, বিস্তৃত উন্নত ললাট, সুগঠিত নাসিকা ও চিবুক। মাথায় অতিশয় ঘন কোঁকড়া কাল চুল, অযত্ন বিশৃঙ্খল। চোখে সোনার চশমা। অধরে মনোরম কৌতুকোজ্জ্বল মৃদু হাসি!

.কৌতূহল বিস্ফারিত নেত্রে তাঁরা এদের কাণ্ড নিরীক্ষণ করতে লাগলেন!

সুব্রতা পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের দেখতে পেলে না। বিব্রত হয়ে বার বার বলতে লাগল—"কেউ স্কুল ছেড়ো না। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে সবাই মন দিয়ে লেখাপড়া শিখো। যাও, বাড়ী যাও।"

আর বলতে হোল না। অপরিচিত মূর্তিদ্বয়ের উপর মেয়েদের দৃষ্টি পড়ল। মেয়েরা সসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করলে। ফ্রকের প্রান্তে চোখ মুছতে মুছতে, মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করলে।

সুব্রতা সস্নেহ-ব্যথিত দৃষ্টিতে তাদের গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

পিসীমা বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে বললেন—"কি হোল? ওরা কাঁদছে কেন?"

"রিজাইন দিয়ে এলাম।" ম্লান হাস্যে ফিরে দাঁড়িয়ে সুব্রতা পিসীমার মুখ পানে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে পিসীমার পিছনে দণ্ডায়মান অপরিচিত যুবকটির দিকে দৃষ্টি পড়ল!

মনের অবস্থা খারাপ, তবু যেন অন্তরের কোন নিভৃত সুপ্ত অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে সহসা বিপুল বিস্ময়-ভরা আনন্দের ঝঙ্কার বেজে উঠল! বাঃ! চমৎকার বুদ্ধি-দীপ্তি-উজ্জ্বল, প্রিয়দর্শন মুখশ্রী!...

চমকে উঠে আত্মগোপনের জন্য তাড়াতাড়ি সসঙ্কোচে পিসীমার বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। কুণ্ঠিতভাবে চুপি চুপি বললে—"কে উনি?"

পিসীমা বললেন—“শশাঙ্ক, তোর জন্যে কোন স্কুলের চিঠি এনেছে। কাল থেকে পকেটে নিয়ে ঘুরছে, দিতে ভুলে গেছে। আজ মনে পড়ে গেছে, তাই ছুটতে ছুটতে দিতে এসেছে।”

হাত বাড়িয়ে সুব্রতা মৃদু কণ্ঠে বললে—“চিঠিটা চেয়ে নিন, দিন আমাকে।”

অনুযোগের স্বরে পিসীমা বললেন—“ঘরে আয়, কাপড় চোপড় ছাড়, হাত মুখ ধো। দেখবি পরে চিঠি। তোর সব বাড়াবাড়ি!”

শশাঙ্কর দিকে ফিরে বললেন—“একটু সরে দাঁড়াও ত' শশাঙ্ক। সুব্রতা ঘরে যাবে।”

শশাঙ্ক বারান্দার অন্য প্রান্তে সরে গিয়ে পিছন ফিরে জুতো পরতে পরতে বললে—“আমি এখন বাড়ী যাই ছোটমা। ওঁকে বলবেন বৈদ্যপুরের বালিকা বিদ্যালয়ে উনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেয়েছেন। ওঁর যেদিন ইচ্ছা, গিয়ে কাজে যোগদান করতে পারবেন। সেখানে বাসা পাবেন ঝি পাবেন। এক বাসাতে তিন চার জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, থাকার অসুবিধা হবে না। 'এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার'টা ওঁকে দিন।”

পিসীমার পাশ কাটিয়ে সুব্রতা গিয়ে ঘরে ঢুকল। পিসীমা বললেন—“যেও না শশাঙ্ক, বোস একটু। তোমার বাবা ত' কনে দেখে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। এখন গিয়ে কি করবে?”

“লতাকে একটু পড়াব। লতার নিজের খুব চাড় আছে।

বিমলও বিলাত থেকে লিখেছে, যেন লতার জন্যে একজন ভাল শিক্ষয়িত্রী রাখা হয়। তার জন্য ষাট সত্তর টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে সে প্রস্তুত। কিন্তু বাড়ীতে এসে দু' বেলা পড়িয়ে যাবেন, এমন শিক্ষয়িত্রী পাওয়া শক্ত। আপনার ভাইঝিকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সাহস হয়নি। এখন ত' আর কথাই নাই। উনি বৈদ্যপুরে কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছেন।—"

পিসীমা নিম্ন কণ্ঠে বললেন—"যাওয়াটা কি উচিত? না নিরাপদ?"

শশাঙ্ক ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থেকে বললে—"কঠিন প্রশ্ন ছোটমা, আমি এর উত্তর দিতে পারব না। শুধু এইমাত্র বলতে পারি, ওখানকার হেডমিষ্ট্রেস বয়স্থা ভদ্রমহিলা। মানুষ হিসেবে তিনি অতি সজ্জন। শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করে চলেন। আমাকে ছেলের মত স্নেহ করেন। মনে হয়, তাঁর তত্ত্বাবধানে অন্য শিক্ষয়িত্রীরা যখন নিরাপদে আছেন, তখন ইনিও নিরাপদে থাকবেন।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিসীমা বললেন—"তবে দিই ছেড়ে।"

ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে শশাঙ্ক বললে—"ওঁর এখান থেকে যাওয়া কি আপনার ইচ্ছা নয়?"

"বড় কষ্ট, বড় অশান্তির মধ্যে এখানে সুব্রতা বাস করছে। তবু চোখের সামনে ছিল। একটু নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

"সেখানেও ত' সুচারুবাবু কাছাকাছির মধ্যে থাকবেন।

দায়ে-ঘায়ে আপদে-বিপদে দেখাশোনা করতে পারবেন। কেন ভাবছেন ?”

“তুমিও থাকবে, একজন মুরুব্বি—”

“না, ছোটমা। আমার একটা মোটা মাইনের চাকরি যোগাড় হয়েছে। আমি এবার বম্বে যাব। কথাটা চেপে রাখবেন। মা-বাবাকে এখনও বলিনি। মাসখানেক পরে যেতে হবে।”

“সে কি ? কেন অত দূরে যাবে ? বেশ ত’ এখানে মাষ্টারী করছিলে !”

“কুঁড়ের চাকরি ! কেবল খাড়া-বড়ি-থোড়, থোড়-বড়ি-খাড়া ! নেহাৎ পয়সার অভাব, তাই পড়াটা শেষ করার জন্যে চাকরি করছিলাম। এবার দৌড়, ঝাঁপ, ছুটোছুটি, দেশ-বিদেশে বেড়ানো, ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্ত্ব শেখায় লাগব। এখানে পাঁচ ঘণ্টার পরিশ্রমের মূল্য যা পাচ্ছি, সেখানে একঘণ্টার পরিশ্রমে তা পাব। এইবার আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ছ’মাসের মধ্যে আপনার সম্পত্তি আমি কিনে নেব। আপনাকে ঋণদায় থেকে মুক্ত করে, কোনও তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দেব। কিংবা আপনার ভাইপো, ভাইঝির কাছে গিয়ে থাকবেন। টাকা থাকলে সব ব্যবস্থা করা সহজ !”

পিসীমা চিত্রার্পিতের মত ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন—“ঠিক বলছ ? ভুলে যাবে না ?”

"না। তবে আমার মা-বাবার কাছ থেকে আমার দূরে যাওয়ার অনুমতিটা আদায় করে দিতে হবে আপনাদের।"

"তাহ'লে আগে বিয়েটা কর।"

"আপত্তি নাই। কিন্তু আপনারা সম্বন্ধ আনছেন যে ভয়ানক বেখাপ্পা! কোথায় জমিদার বাড়ীর আহ্লাদী পুতুল, কোথায় কনট্রাক্টরের ঘোড়ায়-চড়া মেয়ে, কোথায় জজের ঘরের চালিয়াৎ মেয়ে! তাদের বাদ দিন। আমি গরীবের ছেলে, খেটে খাই। অকর্মণ্য আহ্লাদী পুতুল নিয়ে খেলা করার সময় আমার নাই। খাটিয়ে মেয়ে আনুন—শ্রদ্ধার সঙ্গে, সসম্মানে—"

সুব্রতা সেই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে, কুয়োতলায় চলে গেল। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই শশাঙ্ক থতমত খেয়ে থেমে গেল। ঢোক গিলে বললে—"যাঃ ভুলে গেছি। ওঁর অসুবিধে হচ্ছে। চললুম।"

সে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়ল।

পিসীমা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বললেন—"কাল চুঁচড়োয় মেয়ে দেখতে যাচ্ছ ত'? হুগলীর মেয়েটিকেও দেখে এসো। ফিরে এসে বোলো, আহ্লাদী পুতুল, না ঘোড়ায় চড়া, না মোষের মত খাটিয়ে!"

চলে যেতে যেতে ফিরে চেয়ে সহাস্যে উচ্চ-কণ্ঠে শশাঙ্ক বললে—"বলব। কিন্তু সেই বিষয়টার কথাটা মনে রাখবেন। মা-বাবার মত করিয়ে দেবার ভার আপনাদের ওপর রইল।"

সে চলে গেল।

সুব্রতা কুয়োতলা থেকে বেরিয়ে, গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বললে—"উনি কি বলে গেলেন? কোন বিষয়ে ওঁর মা-বাবার মত করাতে হবে?"

সুব্রতার দিকে চেয়ে একটু ভেবে সহসা হর্ষোৎফুল্ল মুখে পিসীমা বললেন—"ও! মনে পড়েছে! বিমল জামাই'এর বিলাত যাওয়ার ব্যাপারে চাটুয্যে মশায় তোর কথা শুনে মত দিয়েছিলেন। তাই!...তোকে লক্ষ্য করে...ও-কথা বলে গেল। বুঝেছি।"

"তার মানে?"

পিসীমা সংক্ষেপে সব বললেন।

সুব্রতা গম্ভীর হয়ে বললে—"না না, ওঁদের পারিবারিক ব্যাপারে আমরা অনধিকার চর্চা করব কেন? বিমলবাবুর ব্যাপারটা দৈবাৎ আমাদের সামনে আলোচনা হয়েছিল, তাই কথা বলেছিলাম। বার বার কি তাই বলা যায়? পাড়া-প্রতিবেশীরা দোষ দিচ্ছেন জামাইটির অমঙ্গল ঘটাবার জন্যে, আমি শয়তানি করে বিলাত পাঠাতে উৎসাহ দিয়েছি! তারপর আর কথা কওয়া কি উচিত?"

একটু থেমে বললে—"ওঁরা আমাদের হিতৈষী, সুচারুকে দেখছেন, বৈদ্যপুরে আমার চাকরিটা করে দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ, সব সত্য। কিন্তু না।...যেতে হয় উনি নিজে বাপ-মায়ের মত করিয়ে যান।"

সুব্রতা খেতে বসল। পিসীমা সামনে বসে একথা ওকথার পর বললেন—"লতাকে পড়াবার জন্যে ওরা শিক্ষয়িত্রী খুঁজছে, শুনলি ?"

সুব্রতা বললে—"না ত'! আপনারা আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন, ঘর থেকে শুনব কি করে ? ওঁরা লতাকে পড়াবেন ? খুব ভাল কথা! লতা বুদ্ধিমতী মেয়ে, ওকে নিশ্চয় পড়বার সুযোগ দেওয়া উচিত।"

"পড়াবি তুই ?"

"লতার মত বুদ্ধিমতী ছাত্রী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি এখন ত প্রস্থানের পথে। দু'জায়গা থেকে ডাক এসেছে। সুচারুর জন্যে বৈদ্যপুরের কাজটা—"

লতা বারান্দায় ঢুকে ডাক দিলে "সুব্রতাদি—"

সুব্রতা বললে—"কে ? লতা ? ঘরে এস। এইমাত্র তোমার নাম হচ্ছিল। অনেক দিন বাঁচবে। বিমলবাবুর চিঠি-পত্র এসেছে ? ওকি, কাঁদছ কেন ?"

কাঁদো-কাঁদো মুখে লতা বললে—"আপনি স্কুলের কাজে জবাব দিয়েছেন ? আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ?"

ম্লান হাস্যে সুব্রতা বললে—"গেলুম-বা। তাতে তোমার কান্না কেন ? আমি ত ভাই তোমাকে পড়াতাম না।"

"নাই-বা পড়ালেন। তবু আমাদের কাছে ছিলেন ত'! বাবা-রে-বাবা! সবাই চলে গেলে আমি কি করে একা থাকব ?"

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে লতা উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে উঠল!

পিসীমা তাকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু পরিহাসের সুরে বললেন—"সবাই মানে, বিমল তো? বিমলের জন্যে তোমার মন কেমন করছে, নয়? তাই একটা অছিলা করে কান্না—"

সরোদনে প্রতিবাদের সুরে লতা বললে—"তা বই কি! স্কুলের মেয়েরা রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। আমি ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম। বললাম—'কি হোল?' তারা বললে—'সুব্রতাদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে গেলেন।' শুনেই ছুটতে ছুটতে আসছি। বাড়ীর দোরেই দাদার সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে সব শুনলাম।"

সুব্রতা শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—"তিনি বুঝি রসান দিয়ে তোমাকে আরও ক্ষেপিয়ে দিলেন?"

"তা ত' দিলেই। শেষে বললে—'কাঁদিস না বাপু, তাঁর কাছে তোর পড়বার ইচ্ছা থাকে ত' গিয়ে বল। যদি তোকে পড়াতে রাজি হন, উত্তম। আপত্তি না থাকে ত', আমাদের বাড়ীতে এসে থাকুন। আমাদের বাড়ীতে বাবা ছাড়া কোনও ব্যাটাছেলে থাকবে না। আমার চাকরি ঠিক হয়েছে। আমি বম্বে চললাম।' শুনলেন! দাদা শুদ্ধু বম্বে চলল!"

সুব্রতা কিছু বললে না। উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো তুলে নিয়ে কুয়োতলায় চলে গেল।

পিসীমা ভয়ে ভয়ে বললেন—"গেলেই বা। আজকের দিনে বম্বে আর কতদূর? দু' চার মাস অন্তর বাড়ী আসবে, তোমাদের দেখে যাবে, ভয় কি? তোমার মা বাবা শুনেছেন?"

"বাবা এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে শুনলেন।"

"কি বললেন?"

"গুম্ হয়ে বসে আছেন। মা অবাক!"

"দাদা কি করছে?"

"হাত পা নেড়ে বক্তৃতা। আমার সে সব শোনবার সময় নেই। ছুটে পালিয়ে এলাম। হ্যাঁ, ছোটমা, সুব্রতাদি আমাকে পড়াবেন না? থাকবেন না আমাদের বাড়ীতে?"

পিসীমা চিন্তিত ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"আজ ওঁরা কোন জমিদার বাড়ীতে কনে দেখতে গেছলেন। কনে দেখে তোমার বাবার পছন্দ হয়েছে?"

"না। বড্ড মোটা, বড্ড কালো। তারা অনেক টাকা দিতে চায়। কিন্তু মেয়ের বাপের চাল-চলন বাবার ভাল লাগেনি। তাছাড়া মেয়ে মোটে লেখাপড়া শেখেনি। দাদা বললে—ও মেয়ে জড়-মস্তিষ্ক!"

"তোমার দাদার আরও দু' জায়গায় কাল কনে দেখতে যাবার কথা। যাবে ত?"

"বাবাকে কথা দিয়েছে যখন, তখন যাবেই। কিন্তু পছন্দ হয় তবে ত'।"

একটু থেমে বললে—"যাক গে, দাদা বিয়ে করুক, না করুক আমি আর কিছুটি বলব না। ঢের বলেছি সবাই মিলে, কথা ত' শুনবে না। এখন সুব্রতাদি আমাকে পড়াবেন কি না বলুন।"

মাজা-বাসনগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকে সুব্রতা সেগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে—"তুমি বড়লোকের স্ত্রী। চাকরি করার দরকার নেই। পাশের সার্টিফিকেট তোমার চাই না—"

"না। চাই জ্ঞানার্জন করতে।"

"বিমলবাবু দেড় বছর পরে ফিরলেই তুমি তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। তখন তোমার পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবে—"

"কেন যাবে? আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপনি সেখানে গিয়েও আমাকে পড়াবেন।"

প্রীতমুখে সুব্রতা কিছুক্ষণ লতার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঈষৎ হেসে বললে—"পড়ায় সে রকম ঝোঁক বরাবর রাখতে পারবে? তাহলে তিন চার বছরের মধ্যে আমি তোমাকে আই, এ, পর্যন্ত পড়িয়ে দেব। পশু´ সুচারু আসবে, দুটোদিন, অপেক্ষা কর। তার সঙ্গে পরামর্শ করে, পরে তোমায় উত্তর দেব।"

আব্দার ভরা জিদের স্বরে লতা বললে—"তা বললে হবে না। আমাকে পড়াতেই হবে। বলুন আমাদের বাড়ীতে থাকবেন, আমাকে পড়াবেন?"

"পড়াতে আমি খুব ভালবাসি। বিশেষতঃ বুদ্ধিমান ছাত্র

আর বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেলে আমার বড় আনন্দ হয়। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে থাকা, সম্ভব নয়।"

"কেন? আমাদের বাড়ীতে আর কে আছে? দাদা তো বম্বে চলে যাচ্ছে। জামাইবাবুরা কালে-ভদ্রে আসেন। যখন তাঁরা আসবেন, তখন আপনাকে আমি লুকিয়ে রাখব—"

"কোথায়? খাটের তলায়? না ঘুঁটের মাচায়?" বলে সুব্রতা হেসে ফেললে। একটু ইতস্ততঃ করে বললে—"ক্ষ্যাপামী কোরো না। এখন তোমার দাদার বিয়ে-থা হবে। লোক-কুটুম আসবে। কত হৈ হৈ ব্যাপার। এখন ওখানে গিয়ে থাকা উচিত নয়। তাতে—"

সুব্রতা সহসা থেমে গেল। খাটের কাছে গিয়ে একটা বই তুলে নিয়ে তার পাতা উল্টাতে উল্টাতে উদ্বিগ্নমুখে কি যেন ভাবতে লাগল।

পিসীমা স্থির দৃষ্টিতে সুব্রতার মুখপানে চেয়ে রইলেন। মনে হোল তিনি যেন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে সুব্রতার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করছেন।

আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে লতা বললে—"তাতে—কি?"

গম্ভীর হয়ে সুব্রতা বললে—"কত রকম গোলমালের আশঙ্কা আছে। নানারকম নিন্দার ঢেউ উঠবে। তোমার মা বাবা জ্বালাতন হয়ে উঠবেন। এ দেশের লোকেরা শিক্ষয়িত্রীদের অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে, জান ত'?"

সজোরে মাথা নেড়ে লতা বললে—"মোটেই না। আমার মা

বাবাও এদেশের লোক। তাঁরা বলেন, 'ছোটমার ভাইঝি বড় গুণবতী মেয়ে'।"

"ওঁরা সজ্জন-সদাশয় মানুষ। সবাইকে ভাল দেখেন। ওঁদের কথা ছেড়ে দাও।"

"দাদাও বললে—"

চমকে চেয়ে সুব্রতা সসঙ্কোচে বললে—"কি বললেন?"

সঙ্কোভে লতা বললে—"বললে—'মেয়েদের কান্না দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। যাঁর জন্যে এত মেয়ে কাঁদছে, তাঁর মধ্যে নিশ্চয় কোন-রকমের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছে। তুই যদি ওঁর কাছে পড়তে পাস, তাহলে তোর গো-জন্ম উদ্ধার হবে!' "

"গো-জন্ম! দুর্গা দুর্গা! নাঃ, উনি তোমাকে অন্যায় ভাবে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন! কেঁদো না,—বাড়ী যাও। তোমার মা বাবা আছেন, আমার পিসীমা আছেন। এঁরা সব পরামর্শ করে দেখুন। তারপর যা হয় করা যাবে।"

"আপনি কিন্তু কোথাও চলে যাবেন না।"

"না, না, পালাব না। ভয় নেই। বাড়ী যাও।"

লতা চলে গেল। সুব্রতা বই পড়ায় মনোনিবেশ করলে। পিসীমা চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হরিনামের মালা নিয়ে নীরবে জপ করতে লাগলেন।

সতেরো

পরদিন সকালে উঠে, যথানিয়মে সংসারের খুঁটিনাটি কাজ-কর্ম সেরে সুব্রতা স্নান করে এল। পট্টবস্ত্র পরে শুদ্ধাচারে পিসীমার রান্না চড়াতে যাচ্ছে, এমন সময় উঠানে অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত প্রিয় কণ্ঠগুলির সম্মিলিত আহ্বান শোনা গেল—"সুব্রতা দিদিমণি—"

সুব্রতা বেরিয়ে এসে বারান্দার দরজায় দাঁড়াল। সবিস্ময়ে দেখলে বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত ছাত্রী এসে উঠান জুড়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝলে কাল এরা টের পায়নি, আজ টের পেয়েছে সুব্রতা পদত্যাগ করেছে। তাই এখানে হানা দিতে এসেছে।

সুব্রতা সস্নেহে বললে—"তোমরা স্কুলে এসেছ ত সবাই? বেশ, বেশ, যাও ভাই, পড়াশুনো কর গে। আরে! ইভা ক'দিন কামাই করেছিলে, তুমিও আজ এসেছ? যাও পড় গে। আরে, ওকি ওকি! কেঁদো না, কেঁদো না।"

ইভা হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কান্না আরম্ভ করলে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরাও কাঁদতে লাগল।

সুব্রতা মহা বিপন্ন বোধ করলে। ব্যস্ত বিব্রত হয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতে দিতে বললে—"তোমাদের বই খাতা আনোনি?"

"স্কুলের বেঞ্চে রেখে চলে এসেছি।"

সভয়ে সুব্রতা বললে—"হেডমিস্ট্রেস টের পেলে রেগে যাবেন। তোমরা বকুনি খাবে যে। আর এমন করে কখনো এসো না আমার কাছে।"

"বড্ড মন কেমন করছে আপনার জন্যে—"

"তা করুক। দু'দিন পরে সব ভুলে যাবে। যাও, যাও, ঐ ওয়ার্ণিং বেল পড়ছে। যাও, প্রার্থনা কর গে।"

অকস্মাৎ উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—"ছোটমা!"

সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক বাড়ী ঢুকল! আজ তার সাজ-সজ্জায় খুব পারিপাট্য। পরনে কোঁচানো জরিপাড় ধুতি, গায়ে মূল্যবান পাঞ্জাবী ও শাল। পায়ে পাম্প শ্যু। বোধহয় কোনও বিশিষ্ট সমাজে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাচ্ছে।

শশাঙ্ককে দেখে সুব্রতা ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হোল। মেয়েরাও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, উঠান পেরিয়ে অন্য দিকের দরজা দিয়ে চলে গেল।

পিসীমা স্নানান্তে কুয়োতলা থেকে বেরুলেন। শশাঙ্কর দিকে চেয়ে প্রীতমুখে বললেন—"বাঃ, আমার নাতি দিব্বি জামাইবাবু সেজেছে যে! কনে দেখতে যাচ্ছ বুঝি?"

শশাঙ্ক সলজ্জ-স্মিত মুখে বললে—"বাবার খেয়াল চরিতার্থ করতে যাচ্ছি। একটা কথা, সুচারুর দিদির ম্যাট্রিকের আর আই, এ-র সার্টিফিকেটগুলো বের করে রাখতে বলবেন। সুচারুকে দিয়ে সে দু'টো আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

"কেন ?"

"বৈদ্যপুর গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে সে দুটো দেখিয়ে ফেরৎ দেব। চললাম।"

বলে গমনোদ্যত হয়ে শশাঙ্ক পুনশ্চ ফিরে দাঁড়াল। কৌতুক-স্মিত মুখে বললে—"এঁর মেয়েরা আজও এসে কান্নাকাটি করছিল! এঁকে বেশ বিপদে ফেলেছে দেখছি।"

"কাল তোমার বোন লতাও এসে মহা হাঙ্গামা করে গেছে। জানো ? তুমি ত' তাকে আরও ক্ষেপিয়ে দিয়েছ শুনলাম।"

শশাঙ্ক কিছু বললে না। ঈষৎ হেসে দীর্ঘদ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল।

পিসীমা ঘরে ঢুকে দেখলেন সুব্রতা অন্যমনস্কভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। পিসীমা বললেন—"সার্টিফিকেটের কথা শশাঙ্ক কি বলে গেল, শুনতে পেয়েছিস ?"

"শুনেছি।" সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে সুব্রতা রান্নাঘরে চলে গেল।

সমস্ত দিন সুব্রতা কেমন-যেন উন্মনা ভাবে কাটাল।

আহারান্তে পিসীমা শুয়ে পড়লেন। সুব্রতা ট্রাঙ্ক খুলে নানা-রকম বই বের করে পড়াশুনায় মন দিলে। কিন্তু মনোনিবেশ হোল না। দু'এক পাতা করে পড়ে, সব বই একে একে ট্রাঙ্কে তুলে রাখলে। তারপর সেলাইয়ের বাক্স খুলে সেলাই নিয়ে বসল।

পিসীমা খানিকটা গড়াগড়ি দিয়ে উঠলেন। তারপর হাত

মুখ ধুয়ে এসে বললেন—"চ'। লতাদের বাড়ীতে একটু বেড়িয়ে আসি।"

সুব্রতা এক মনে সেলাই করতে করতে বললে—"আপনি যান। আমি বাড়ীতে থাকি।"

"একা বসে থাকবি কেন? চ' না।"

"না। এখনি হয়ত ঝি আসবে। সাত বাড়ী খুঁজে বেড়াবে। ডাকাডাকি করবে। আপনি ধড়্‌ফড়্‌ করে চলে আসবেন। তার চেয়ে আমি বাড়ীতে থাকি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়িয়ে আসুন।"

পিসীমা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—"আচ্ছা, তবে দরজায় খিল দিয়ে বোস। বলা ত' যায় না, পাগলী কখন হয়ত খেয়ালের ঝোঁকে নীচে নেমে আসবে। উৎপাত করবে। সাবধান হওয়াই ভাল।"

"যান আপনি। আমি খিল দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, লতাকে পড়ানো সম্বন্ধে যদি কোনও কথা ওঠে, তবে ওঁদের বলে দেবেন—"

"থামলি কেন? কি বলব?"

একটু ইতস্ততঃ করে সুব্রতা বললে—"এখানকার কোনও ভাল শিক্ষয়িত্রীকে ঠিক করতে বলুন। আমার পক্ষে বৈদ্যপুর যাওয়াই ভাল।"

"কেন?"

"এখানে আর থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মেয়েরা এসে কান্না-

কাটি করছে। মন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এখানে থেকে লতাকে পড়ালে আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা টিট্‌কিরি-বিদ্রূপে অস্থির করে তুলবেন। নানান্ রকম উৎপাত করবেন। কাজকে আমি ভয় করি না, কাজে বাধা পাওয়াকে ভয় করি। হয়ত উত্ত্যক্ত হয়ে লতাকে পড়ানো ছেড়ে দিতে হবে। তখন আবার চাকরি খুঁজে নিয়ে আমাকে অন্য স্থানে যেতে হবে। মিছিমিছি দিন কতকের জন্যে মায়ায় জড়িয়ে পড়ে, লাভ কি?"

চিন্তিত ভাবে পিসীমা বললেন—"আচ্ছা দেখি, ওরা কি বলে?"

পিসীমা চলে গেলেন। সুব্রতা দরজায় খিল দিয়ে বসে সেলাই করতে লাগল।

যথাসময়ে ঝি এল। কাজ সেরে চলে গেল।

অনেক বিলম্বে পিসীমা ফিরলেন। তাঁর চোখে মুখে যেন উজ্জ্বল হর্ষের আভা ঝলমল করছে। ঘরে ঢুকেই বললেন—"শশাঙ্করা বাপ-ব্যাটায় মোটরে করে কনে দেখতে গিয়েছিল, এই মাত্র ফিরে এল। কোনও কনেই পছন্দ হোল না, বড় দুঃখের কথা। কষ্ট করে যাওয়া-আসাই সার হোল।"

"কেন?"

"দেখতে দুটিই সুন্দরী। কিন্তু একটি কনে বিষম তোৎলা। আর একটি কনের বাপ, পাগল। উঃ, ঘটকরা কি মিথ্যুক। এসে খবর দিয়েছিল কনের বাপ জপতপ নিয়ে গৌরাঙ্গদেবের আবেশাবতার হয়ে পড়েছেন। চাটুয্যে মশায় ত' সাদাসিদে

মানুষ, তাই বিশ্বাস করে গিয়েছিলেন। এখন সমস্ত খবর টের পেয়ে মুষড়ে পড়েছেন।”

“এতে মন খারাপ হবারই কথা। যাই হোক, ভাল করে খোঁজ-তল্লাস করুন, মনের মত পাত্রী নিশ্চয় পাবেন—দুঃখ কিসের?”

“আর সময় কই? ছেলেও ত' বম্বে চলল। আর ছাব্বিশ দিন পরেই ওকে রওনা হতে হবে। বাপ-মা বলছেন বিয়ে না করে তুমি যেতে পাবে না। বাড়ীতে তুলকালাম চলছে। শশাঙ্ক চুপটি করে মুখ টিপে টিপে হাসছে। আর এমন এক একটি কথা বলছে, যে মরা মানুষকেও হাসিয়ে দিচ্ছে। আমিও হাসি সামলাতে পারিনি। বাপ রে বাপ! বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় কি আনন্দ ছেলের!”

সুব্রতা একটু চুপ করে থেকে বললে—“লতার পড়াশুনো সম্বন্ধে কোন কথা হল?”

“এখন ছেলের বিয়ে নিয়ে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—”

“ও! যান, কাপড় কেচে এসে আপনি আহ্নিক করতে বসুন। আজ দশমী। আপনার রাত্রের খাবারটা আমি তৈরী করে নিই।”

সুব্রতা রান্নাঘরে গেল।

পরদিন শনিবার বৈকালে সুচারু এল। জলযোগান্তে তাকে নিভৃতে ডেকে সুব্রতা অনেকক্ষণ ধরে কি সব পরামর্শ করল। তারপর পাশের সার্টিফিকেট দু'খানা তার হাতে দিয়ে

বললে—"শশাঙ্কবাবুকে এ দু'টো দিয়ে আয়। বলে দিস, তোর সঙ্গে কালই আমি বৈদ্যপুর যাব। পর্শু সোমবার জয়েন করব।"

সার্টিফিকেট দু'টো পকেটে পূরে সুচারু বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে উঠান থেকে উচ্চকণ্ঠে বললে—"পিসীমা, আপনার আহ্নিক করা হয়েছে?"

পিসীমা ঘর থেকে বললেন—"হ্যাঁ। কেন?"

"চাটুয্যে মশায় আর শশাঙ্কবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"ডাক ভিতরে। ওরে সুব্রতা শতরঞ্জিটা বারান্দায় পেতে দে, মা। লণ্ঠনটা বারান্দায় দে।"

সুব্রতা আদেশ পালন করে ঘরে ঢুকল। সুচারু চাটুয্যে মশায় ও শশাঙ্ককে নিয়ে বারান্দায় ঢুকল। চাটুয্যে মশায় শতরঞ্জিতে বসে বললেন—"সুব্রতাকে দেখছি না! কোথায় সে?"

পিসীমা বলেন—"ঘরে রয়েছে। সুব্রতা ষ্টোভ জ্বেলে এঁদের একটু চা করে দাও।"

শশাঙ্ক প্রতিবাদের সুরে বললে—"এই মাত্র খেয়ে আসছি। বাবার আজ একাদশী। উনি হয়ত এখন আর খাবেন না। ছোটমারও একাদশী। বেশীক্ষণ কথা কইতে পারবেন না। বাবা চট্‌পট্‌ কথা শেষ করে উঠুন।"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"থাম্‌ না। সব তাতেই তোর

মাষ্টারী। না সুব্রতা, তুমি চায়ের জল চড়াও। যদিও সচরাচর খাই না, তবু আমি আজ তোমার তৈরী চা খাব।"

ঘরের মধ্যে খুট-খাট শব্দ হোল এবং স্টোভ জ্বালার আয়োজন হচ্ছে বোঝা গেল। একটু পরে স্টোভের গর্জন শোনা গেল।

চাটুয্যে মশায় বললেন—"সুব্রতা এখানকার স্কুলের কাজ ছেড়ে দিলে কেন, তা জিজ্ঞাসা করব না। ভিতরের খবর আমি জানি। আচ্ছা, ছোটমা, ওঁর বৈদ্যপুর যাওয়ায় কি আপনার মত আছে?"

দুঃখিত ভাবে ছোটমা বললেন—"আমার মতামতে কি হবে বাবা? ওর আর এখানে মন টিকছে না। একে ত' আমার জ্ঞাতিদের জ্বালা। তার উপর ওর ছাত্রীরা এসে কান্নাকাটি করছে—"

খুঁক—খুঁক করে হেসে চাপা গলায় শশাঙ্ক বললে—"আর আমাদের ছাত্ররা আমাদের কেমন ভালবাসে সুচারু?"

অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে সুচারু বললে—"কেন স্যার্, আমি কি আপনাকে ভালবাসি না?"

"আহা, তুমি আমার সহকর্মী, ছাত্র। তোমার কথা ছেড়ে দাও। স্কুলের ষ্টুডেণ্টরা কেমন ভালবাসে, বল?"

"বিছুটির মত! এক এক মাস্টার বিদেয় করবার জন্য তারা প্রহার থেকে হরির লুট পর্যন্ত মানত করে। তবে দিদির বরাত ভাল। কলকাতার ছাত্রীরাও—"

শশাঙ্ক হেসে ফেলে বললে—"কেঁদেছিল না কি ?"

"ঝলকে-ঝলকে ! দলে দলে এসে, বিরাট কান্না !"

"নাঃ ! হাসালে তুমি ! কান্নার অনেক রকম বিশেষণ শুনেছি। 'বিরাট' বিশেষণ এই প্রথম শুনলাম ! আবিষ্কার বটে !"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"আচ্ছা স্থচারু, তোমার কি মত ? উনি বৈদ্যপুরে গিয়ে আবার স্কুলে কাজ করবেন ?"

কুণ্ঠিত হয়ে স্থচারু বললে—"আপনি ত' আমাদের অবস্থা সবই জানেন। প্রশ্ন,—টাকার।"

"সে প্রয়োজন যদি আমরা এখানে মিটিয়ে দিই, থাকবেন উনি আমার বাড়ীতে ? পড়াবেন আমার লতাকে ?"

স্থচারু প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে পিসীমার মুখ পানে চাইলে। পিসীমা কুণ্ঠিত ভাবে বললেন—"সেটা কি ভাল দেখায় বাবা ? আইবুড়ো মেয়ে—"

শশাঙ্ক নিম্নকণ্ঠে বললে—"তাতে কি ? বৈদ্যপুরেও ত' উনি বিবাহিতা হয়ে যাচ্ছেন না—"

পিসীমা বললেন—"কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী কেউ নেই। তারা দেখতে যাবে না।"

শশাঙ্ক বললে—"আপনি ভয় করছেন শুধু আপনার জ্ঞাতিদের ? আমি বম্বে চলে যাচ্ছি। বাড়ীতে থাকবেন শুধু আমার মা, বাবা, আর লতা। এঁদের সঙ্গে এক-বাড়ীতে বাস করলে নিন্দের কি আছে ছোটমা ? না হয়, আপনি শুদ্ধ

আমাদের বাড়ীতে বাস করবেন, চলুন। আপনার খাওয়া-পরার সমস্ত ভার আমি নিচ্ছি।”

ছোটমা বললেন—“যতক্ষণ না তুমি আমার বিষয় নিচ্ছ, ততক্ষণ আমি এ-বাড়ী ছেড়ে বেরুতে পারব না। বিষয় কিনে বা বন্দোবস্ত করে নাও, তারপর সেই টাকায় নিজের খরচে তোমার বাড়ীতে গিয়ে বাস করব। তার আগে নয়।”

“কেন ? আমি কি আপনার কেউ নই ?”

“আমি তোমায় আন্তরিক স্নেহ করি, ভালবাসি। আশীর্বাদ করছি, তুমি লক্ষপতি হও, রাজরাজেশ্বর হও। লক্ষ লক্ষ অনাথ আতুরের অন্নদাতা হও। কিন্তু আমি কেন তোমার গলগ্রহ হব ? কেন তোমার অন্নগ্রহণ করব ? তা করা আমার উচিত নয়। বলুন চাটুয্যে মশায় ?”

চাটুয্যে মশায় চুপ করে রইলেন।

বিপন্নভাবে শশাঙ্ক বললে—“তাহ’লে, লতাকে পড়ানোর কি করা যায় ? এ পাড়াগাঁয়ে বাইরের শিক্ষয়িত্রীরা কেউ এসে থাকতে চাইবেন না। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের যা দেখছি তাতে তাঁদের কাউকেও ডাকতে আমার সাহস নেই। বিমল শিক্ষিত ছেলে, সে চায় তার স্ত্রী একটু ভাল করে লেখাপড়া শিখুক।...আর দরকারও তাই। এরপর বিমলের সঙ্গে ওকে দেশ-বিদেশে বেড়াতে হবে। তার উপযুক্ত ভাবে তৈরী হতে হবে।”

চা ও বেগুনি ভেজে এনে সুব্রতা প্রথমে চাটুয্যে মশায়কে

দিলে, তারপর নমস্কার করে শশাঙ্ক ও সুচারুর জন্য এনে, সুচারুর কাছে ধরে দিলে। নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বললে—"এটা ওঁকে দাও। এটা তোমার।"

সুচারু শশাঙ্ককে পাত্র দু'টো সরিয়ে দিয়ে বললে—"খান সুর। হাত ধোবার জল চাই দিদি।"

সুব্রতা জল এনে দিলে। তিনজনে হাত ধুয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। চাটুয্যে মশায় বললেন—"সুব্রতা, এসো ত' মা, তুমি আমার সামনে বোস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

শশাঙ্ক পিতার বাঁ-পাশে একটু আড়ালে সরে বসে হেঁট-মুখে খেতে লাগল। সুব্রতা চাটুয্যে মশায়ের সামনা-সামনি পিসীমার পাশে গিয়ে বসল। সসঙ্কোচে বললে—"বলুন।"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"লতাকে যে পড়াতে হবে মা!"

"এখানকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের কাউকে দেখুন।"

মাথা নেড়ে চাটুয্যে মশায় বললেন—"অসম্ভব। শশাঙ্ক আজ সাইকেলে করে এখানকার গার্লস্ স্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। স্বচক্ষে দেখে এসেছে, লতার মত বড় বড় মেয়েদের বে-আদবি কাণ্ড! ক্লাসে ক্লাসে টিচাররা বসে রয়েছেন, স্কুল চলছে। তখন লতার মত বড় বড় মেয়েরা বেরিয়ে এসে, রাস্তার ধারে মাঠে বসে, পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, হৈ-হল্লা হুড়োহুড়ি করছে! এটা কি রকম শিষ্টাচার-শিক্ষাদান? শিক্ষয়িত্রীদের দায়িত্বজ্ঞানই বা কি রকম?"

সুব্রতার কান দু'টো গরম হয়ে উঠল। নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বললে—"ক্ষমা করবেন। এখানকার স্কুলের সম্বন্ধে কোনও কথা বলা এখন আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা। আমায় আর কি বলতে চান, বলুন।"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"বৈদ্যপুরে নাই বা গেলে। সেখানে যা মাইনে পেতে, তার চেয়ে বেশী মাইনে এখানে পাবে। বিমল ভালই রোজগার করছে। লতার জন্যে মাসে দেড়শো টাকা পাঠাচ্ছে। ওর পড়ার জন্য আমরা মাসে মাসে অনায়াসে সত্তর-আশি টাকা খরচ করব। আমার বাড়ীতে না থাক, তুমি এ-বাড়ীতে থেকেই সকালে-বিকালে পড়াও, দুপুরে পড়াও। যখন তোমার সুবিধে।"

নতমুখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শশাঙ্ক বললে—"লতা বছর দেড়-দুই পড়বেই। ততদিনে সুচারু, চেপে খাটে ত' বি, এ, পাশ করতেও পারবে। সুচারুকে আপনি ত' বেশ ভালই পড়িয়েছেন, দেখলুম। লতাকেও মনে করুন, আপনার ছোটবোন। দয়া করে তার দায়িত্বটা নিন।"

ছাদের উপর অকস্মাৎ লোহার কেট্‌লি আছড়ানোর শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠের কদর্য গালাগালি। ঝড়াং ঝড়াং করে কতকগুলো রাবিশ খসে সুচারুর মাথায় পড়ল। হাত দিয়ে মাথা ঝেড়ে, সরে বসে সুচারু সনিশ্বাসে বললে—"বাপ্! পিসীমার অসীম ধৈর্য!

তাই এ-বাড়ীর মধ্যে বাস করছেন! এখানে এসে লতা পড়াশুনো করতে পারবে না।"

শশাঙ্ক নত-দৃষ্টিতে পিতার উদ্দেশে বললে—"আপনি বলুন বাবা, তাহ'লে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে পড়িয়ে আসবেন। সুচারু ওঁর কাছে দু'ঘণ্টা করে পড়ে যা শিখেছে দেখলুম, তাতে লতা দু'ঘণ্টা ওঁর কাছে পড়তে পেলেই যথেষ্ট উপকৃত হবে।"

সুব্রতার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হোল! সুচারুকে সে কিভাবে পড়িয়েছে, তার সবিশেষ-তত্ত্ব এই শিক্ষক মানুষটি তার অজ্ঞাতসারে পরীক্ষা করে দেখেছেন! কি লজ্জার কথা!

সসঙ্কোচে নতমুখে সুব্রতা বললে—"তাতে পিসীমার জ্ঞাতিরা আরও চটে যাবেন। পিসীমাকে অতিষ্ঠ করে তুলবেন। পিসীমাকে বিপদে ফেলা কি আমাদের উচিত?"

অকস্মাৎ পূর্ণ দৃষ্টি তুলে সুব্রতার দিকে চেয়ে শশাঙ্ক মৃদু অনুযোগের সুরে বললে—"আপনার সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু নাঃ! দেখছি লেখাপড়া শেখা, আপনার ভুল হয়েছে।"

এই আকস্মিক আক্রমণে সুব্রতা হঠাৎ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ল। স্থান কাল পাত্র ভুলে গেল। শঙ্কিত দৃষ্টিতে শশাঙ্কর দিকে চেয়ে ম্লান মুখে বললে—"কেন?"

শশাঙ্ক মৃদু হেসে বললে—"এই সব পাড়াগাঁয়ের অর্ধবিকৃত-

মস্তিষ্ক আহাম্মকদের meaningless word-গুলোকে আপনি এত খাতির করেন! কবেই বা ওঁরা ছোটমাকে মহা শান্তি সম্পদের মধ্যে বাস করবার সুযোগ দিয়েছিলেন যে, তাই আজ নতুন করে অশান্তির মধ্যে ফেলবেন? আর সেই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে বড় করে দেখে আপনি আমাদের উপর অবিচার করবেন?”

অধিকতর বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে সুব্রতা বললে—“আপনাদের উপর অবিচার!”

অনুনয়ের স্বরে শশাঙ্ক বললে—“হ্যাঁ। লতাকে পড়াবার জন্যে আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আপনার হাতে এই ভারটা দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই। দয়া করে—”

চাটুয্যে মশায় সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—“আচ্ছা, তোমরা কথা কও। ছোটমা একবার বাইরে আসুন তো, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।”

থতমত খেয়ে শশাঙ্ক পিতার মুখপানে চাইলে। বললে—“মানে? আমাদের সামনে সে-কথা হতে পারে না? তা’হলে আমরাই—চল সুচারু, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দিই। বাবা বসুন আপনারা।”

পিতা আদেশব্যঞ্জকস্বরে বললেন—“না, তোমরা বোস। আসুন ছোটমা।—আমরা মাতাপুত্রে একটা পরামর্শ করতে চাই!”

পিসীমা সভয়ে বললেন—“বাবা বাবা! এ-সব কি কাণ্ড

বুঝি না। আমি বুড়ো মানুষ···আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন ?”

চাটুয্যে মশায় উঠানে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছোটমা ধীর-মন্থর গমনে গিয়ে কাছে দাঁড়ালেন। দু’জনে চুপি চুপি কিছুক্ষণ কথা হোল। তারপর উভয়ে ফিরে এসে একে একে স্বস্থানে বসলেন।

শশাঙ্ক তখন দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, এবং অশিক্ষিতা মেয়েদের মূর্খতা ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য শিক্ষিতা মেয়েদের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহে বক্তৃতাদান করছে। সুব্রতা নতশিরে নির্বাক। সুচারু বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শশাঙ্কর মুখপানে চেয়ে রয়েছে।

আঠারো

পিতাকে বসতে দেখেই শশাঙ্ক বললে—"এবার আমি চলি বাবা, আপনি ওঁকে আর একটু বুঝিয়ে বলুন।"

পিতা বাধা দিয়ে বললেন—"বোস্ না। চললি কেন?"

"আমার কাজ আছে।"

"আমিও নিষ্কর্ম্মা নই। তবু যখন বসছি, তখন জেনো বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি কি ছোটমার বিষয়টা কিনে বা বন্দোবস্ত করে নেওয়াই স্থির করলে?"

"হ্যাঁ। তাঁরা আমাকে দু'এক বছরের অগ্রিম মাইনে ধার দিতে প্রস্তুত আছেন। চাইলে আরও দেবেন। আমি গিয়েই ৮।১০ হাজার টাকা যোগাড় করে পাঠিয়ে দেব। আপনি উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করে ত' দেখেছেন। কিনেই নিন, বা মোকররী বন্দোবস্ত করে নিন, যা ভাল হয়, করুন।"

পিতা গম্ভীর হয়ে বললেন—"তারপর? তুমি ত' বিদেশে থাকবে। তোমার বিষয়ের আয়, আদায়-উশুল করবে কে? বিষয় দেখবে কে?"

"লোকজন রেখে আপনি চালিয়ে নেবেন। লোকে ছোটমাকে ফাঁকি দিতে পারে, আপনাকে ফাঁকি দিতে

পারবে না।···ছোটমাকে পরিত্রাণ করাই এখন আমাদের প্রথম কাজ। পবিত্র কর্তব্য।"

"বেশ, তোমার কর্তব্যপালনে বাধা দেব না। কিন্তু সাফ কথা বলে দিচ্ছি,—তুমি যদি বিয়ে-থা না করে বম্বে যাও, তা'হলে তোমার এ গৃহস্থালী আগলে বসে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না।"

"আহা, আপনারও ত' বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে, সেগুলোও ত' দেখতে হবে আপনাকে—"

"ঘর-বাড়ী বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রী করে দিয়ে, তোমার মাকে নিয়ে কাশী চলে যাব। তুমিই যদি গৃহী না হলে, তা'হলে কার মুখ চেয়ে আমরা সংসারে থাকব? কিসেরই-বা সংসার?"

বিপন্নভাবে শশাঙ্ক বললে—"বাঃ, আপনারা কাশী যাবেন? তা'হলে লতা কার কাছে থাকবে?"

গম্ভীর কণ্ঠে পিতা বললেন—"সে ব্যবস্থা তুমি করো। বিমলের কাছ থেকে তুমি লতার ভার নিয়েছ। তুমি বোঝ।"

তারপর পিসীমার দিকে চেয়ে পূরাদস্তুর অভিযোগের সুরে চাটুয্যে মশায় বললেন—"বলব কি ছোটমা, আমাকে নিত্যি জ্বালিয়েছে! এক জজের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল, তাঁরা ধরে-বেঁধে নিয়ে গিয়ে মেয়ে দেখালেন। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে। ফিরে এসে ওর মাকে বললে, 'মা, ও-মেয়ে চালিয়াৎ।

ও-বৌ নিয়ে তোমার সুখ হবে না।' জমিদারের মেয়ে এল—সে হোল 'আহ্লাদী পুতুল'। ডেপুটির মেয়ে এল, জবাব দিলে, 'আমি গোমস্তার ছেলে। সামান্য স্কুল-মাষ্টার। মনের জাতে মিলবে না। ভাঙো সম্বন্ধ!' আর 'কোষ্ঠী মিলল না' বলে, হুজুক তুলে কত সম্বন্ধ যে ভেঙেছে, তার হিসেব নেই! বড় অবাধ্য ছেলে!"

মৃদু হাস্যরঞ্জিত মুখে শশাঙ্ক বললে—"নইলে, লেখাপড়া শিখতে সময় দিতেন না যে! যাক, আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার যত পারেন গাল দিন। কিন্তু লক্ষ্মী ছেলে হয়ে আমাকে বম্বে যাবার অনুমতিটা দিন। তারপর যা আদেশ করবেন, তাই শিরোধার্য করব।"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"আর্থিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে দেশ-বিদেশে ঘুরবে, তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু বিয়ে করে যাও। দু'মাস-ছ'মাস অন্তর বাড়ী এস। ঘর-সংসার সব বজায় রাখ। আমার কোন আপত্তি নাই।"

কুণ্ঠিত হাস্যে শশাঙ্ক বললে—"বাড়ীর ছাদ যে আমাদের টালির! বাড়ীটা দোতলা করি আগে। দু'চার বছর সময় দিন আমায়।"

ছোটমার দিকে চেয়ে চাটুয্যে মশায় অভিযোগপূর্ণ-কণ্ঠে বললেন—"এই শুনুন ছোটমা, আবার আরম্ভ হোল ওজর!"

শশাঙ্ক বিপন্নভাবে বললে—"আহা, না। ও-বাড়ীতে এসে বাস করতে ভদ্রলোকের মেয়ের অসুবিধে হবে যে। আপনার

যিনি পুত্রবধূ হবেন, তাঁর সুখ-সুবিধেটা আপনাকে ভেবে দেখতে হবে বৈকি!"

ছোটমা এতক্ষণ চুপ করে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। এবার সপরিহাসে বললেন—"টালির ছাদকে পাত্রী বিয়ে করবে না, বিয়ে করবে তোমাকে। তুমি মানুষের মত মানুষ কি না, সক্ষম কি না, এইটে তার অভিভাবকরা দেখবেন। পাত্রীও যদি বুদ্ধিমতী হয়, সে বুঝে নেবে,—তোমার যখন যথেষ্ট উপার্জন করবার ক্ষমতা আছে, তখন পাকাবাড়ী তৈরী করতে বেশী সময় লাগবে না। পাত্রী বাড়ীকে বিয়ে করবে, তোমাকে নয়, এ-কথা ভাবছ কেন?"

শশাঙ্ক বললে—"তেমন বুদ্ধিমতী মেয়ে দুর্লভ।"

পিসীমা ধীরকণ্ঠে বললেন—"আর যদি সুলভ হয়?"

"সেই পাগল পিতার ভবিষ্যৎ পাগলিনী কন্যাটি নাকি? বাবার পছন্দকে নমস্কার! বাড়ীতে পাগলা-গারদ প্রতিষ্ঠা করতে চান!"

"না, সে-মেয়ে নয়।"

"তবে?"

পিসীমা ইঙ্গিতে সুব্রতাকে দেখিয়ে দিলেন। সুব্রতা পিসীমার দিকে পিছন ফিরে নতমুখে বসেছিল। ইসারাটা দেখতে পেলে না। কিন্তু পরমুহূর্তে অনুভব করলে, শশাঙ্ক হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে! তার বাকশক্তি লোপ পেয়েছে! সে নির্বাক বিস্ময়ে পিসীমার মুখপানে চেয়ে আছে!

আরও লক্ষ্য হোল, সুচারু হাস্যোৎফুল্ল মুখে একবার শশাঙ্কর দিকে, আর একবার সুব্রতার দিকে চাইছে!

অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হোল।...তার সম্বন্ধেই কিছু ইঙ্গিত-বিনিময় চলেছে না কি? রাগ হোল,—পিসীমা যেন কী!... অস্ফুট কণ্ঠে বললে—"আমি ঘরে যাচ্ছি পিসীমা।"

সে চট্‌পট উঠে ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হোল।

চাটুয্যে মশায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—"এ-রকম গুণবতী মেয়েকে পুত্রবধূরূপে ঘরে নিয়ে যাওয়া, আমি সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি। ওর মায়েরও তাই মত। কিন্তু অবাধ্য ছেলে, কথা ত' শুনবে না!"

সবিস্ময়ে শশাঙ্ক মৃদুকণ্ঠে বললে—"তাই আপনি বাইরে গিয়ে ছোটমার সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন তখন? মার মতও নেওয়া হয়েছে?"

সরোষে চাটুয্যে মশায় বললেন—"বহু পূর্বে। তা' নইলে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসতাম না। এখন তোমার মতটা প্রকাশ কর।"

পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে শতরঞ্জির উপর মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে শশাঙ্ক মৃদুতর কণ্ঠে বললে—"ওঁর মতটা সুচারুকে দিয়ে আগে জেনে নিন।"

বাধা দিয়ে পিসীমা বললেন—"সুচারুকে মুখের কথায় জিজ্ঞাসা করে তা জানতে হবে না। সে আমি আগেই

মনে মনে টের পেয়েছি। তোমাকেও যে বুঝতে পারছি না, তা নয়। তবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করছি। এখন কোষ্ঠী দেখতে চাও ত' বল। আমি শুনেছিলাম, ওর কোষ্ঠী নাকি খুব ভাল। জ্যোতিষীরা ওর বাপকে বলেছিল, পণ্ডিত স্বামীর স্ত্রী হবে। আর দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনবতী হবে। দেখবে কোষ্ঠী ?"

শশাঙ্ক কৌতূহলী উৎসুক কণ্ঠে বললে—"তাই না কি ? দেখি কোষ্ঠী ! আছে এখানে ?···না, থাক, আমি নয় কোনও ভাল জ্যোতিষীকে—"

সুচারু বাধা দিয়ে সাগ্রহে বললে—"আপনি ত' স্বয় নিজেই জ্যোতিষী। বোর্ডিং-এর ঘরে বসে অবকাশ সময়ে ত' নিজের কোষ্ঠী বিচার করতেন, দেখেছি। আপনিই দিদির কোষ্ঠী বিচার করুন। আমি বের করে দিচ্ছি।"

ঘরে গিয়ে স্যুটকেস খুলে সুচারু দু'খানা কোষ্ঠী বের করে আনলে। কোষ্ঠী দু'খানা শশাঙ্কর হাতে দিয়ে বললে—"দেখুন এর মধ্যে কোনটা দিদির, কোনটা আমার ?"

কোষ্ঠী দু'টা হাতে নিয়ে শশাঙ্ক কি ভেবে একটু যেন ইতস্ততঃ করলে। কপালের ঘাম মুছে কুণ্ঠিত হাস্যে বললে— "কিন্তু আমার কোষ্ঠীর সঙ্গে যে ওঁর কোষ্ঠী মিলবেই, তার কোন মানে নাই। যদি না মেলে,—তা'হলে ছোটমা অপরাধ নেবেন না। আমি আগে থাকতে বলে রাখছি, এ-সম্বন্ধের কথা এইখানেই তা'হলে শেষ করে দেবেন।"

চাটুয্যে মশায় বললেন—"যথার্থ না মেলে, সে আলাদা কথা। তা'হলে ত' বিয়ে হতেই পারে না।"

সুচারু সভয়ে বললে—"হতেই পারে না? তবে থাক, কোষ্ঠী না দেখেই,—কি বলুন চাটুয্যে মশাই? হোক না বিয়ে।"

চাটুয্যে মশায় দৃঢ়স্বরে বললেন—"না, তা হ'তে পারে না। একে ত' বিবাহের নামে শশাঙ্কর দারুণ বিতৃষ্ণা। তারপর কোষ্ঠী না মিলিয়ে বিয়ে দিলে, হয়ত ভবিষ্যতে ওদের মনের মিল হবে না। মতের মিল হবে না। চিরজীবনের জন্য দু'জনে অসুখী হবে। সে পাপের ফলভোগ করতে হবে আমাকে। সে রকম অশাস্ত্রীয় কাজ আমি করতে পারব না।"

শশাঙ্কর মুখ ম্লান হয়ে গেল। পকেট থেকে রুমাল বের করে অকারণে হাত মুছতে মুছতে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললে—"কিন্তু কোষ্ঠীমাত্রেই নির্ভুল নয়। জন্ম-লগ্নের ভুলও কোন কোন কোষ্ঠীতে থাকে। তখন বিচারফল আদ্যোপান্ত বদলে যায়। খুব ভাল জ্যোতিষী ছাড়া সে ভুলগুলো কেউ ধরতে পারে না।"

চাটুয্যে মশায় শশাঙ্কর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ ক্ষেপ করে সংক্ষেপে বললেন—"হুঁ।" অর্থাৎ বুঝেছি। তোমার অবস্থাটা এবার কাহিল!

একটু চুপ করে থেকে তাচ্ছল্যভরে চাটুয্যে মশায় বললেন—

"ভাল জ্যোতিষীকে ত' দেখাবই। কোষ্ঠীতে ভুল থাকে,—তার জন্য কোষ্ঠী যদি না মেলে, কি আর করা যাবে ? কত সম্বন্ধই ত' ভেঙেছি। এ সম্বন্ধও ভেঙে দেব।"

শশাঙ্ক ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর মৃদুতর কণ্ঠে বললে—"আচ্ছা দেখি, ওঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষত্বের সঙ্গে এ-কোষ্ঠী মেলে কিনা ? অকালে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ, সুচারুর মত ছোট-ভাই পাওয়া, বর্তমানে স্থানভ্রষ্ট নিরাশ্রয় হওয়া,— তারপর ওঁর চেহারার সঙ্গে এ-কোষ্ঠীর ফল মিলে যায় যদি, তা'হলে বুঝতে হবে, কোষ্ঠী ঠিক আছে। দেখব সুচারু ?"

সুচারু বললে—"দেখতেই ত' দিয়েছি স্যর। আপনি অযথা কুণ্ঠাবোধ করছেন। দেখুন।"

দু'খানা কোষ্ঠী খুলে, নাম দেখে নিয়ে, একখানা শশাঙ্ক সরিয়ে রাখলে। অন্যখানা নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শশাঙ্ক কিছুক্ষণ পরীক্ষা করলে। তারপর মৃদু হেসে বললে— "কোষ্ঠী খুব ভাল জ্যোতিষীর দ্বারা প্রস্তুত করান হয়েছে। নির্ভুল কোষ্ঠী। বাবাকে দাও এটা। শিরোমণি মশায়কে দিয়ে বিচার করিয়ে দেখুন।"

সুচারু উদ্বিগ্নভাবে বললে—"আপনার কোষ্ঠীর সঙ্গে মিল আছে ত' ?"

শশাঙ্ক নীরবে একটু হাসল।

পিসীমা শঙ্কাকুল মুখে বললেন—"মিলল, কি মিলল না, বল না বাপু!"

তাড়াতাড়ি উঠে জুতা পরতে পরতে শশাঙ্ক বললে—"ওঁর বিবাহের যোগ পড়ে গেছে। পতিভাগ্য অতি উৎকৃষ্ট। ওঁকে আরও অনেক বিদ্যাচর্চা করতে হবে। বিদ্যাধিপ বলবান।"

সুচারু তড়াক করে উঠে শশাঙ্কর হাত ধরে টেনে বসাল। বললে—"আপনার কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেছে কি না, সেই কথাটি শুধু বলুন।"

"আঃ, কেন আমাকে অপরাধী কর। বাবা শিরোমণি মশায়কে কোষ্ঠী দেখালেই সেটা জানতে পারবেন ত'। বাবাকে কোষ্ঠীটা দাও।"

অধিকতর শঙ্কাকুল কণ্ঠে সুচারু বললে—"আপনার সঙ্গে মেলেনি এ-কোষ্ঠী ?"

চাটুয্যে মশায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"না মিলে থাকে সেটা স্পষ্ট করে বল। তা'হলে আর কথা কচ্‌লা-কচ্‌লি করে লাভ কি ? এ-সম্বন্ধ এইখানেই ভেঙে দিই।"

শশাঙ্কর কপালে ঘাম ফুটে উঠল। রুমালে কপাল মুছতে মুছতে বললে—"না, ভাঙবেন না। এ-রকম উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্বযোগ-সম্পন্ন কোষ্ঠী আর কখনো পাইনি। শিরোমণি মশায়কে দেখান, তিনি কোষ্ঠী দেখে নিশ্চয় আনন্দিত হবেন।"

"তোমার কোষ্ঠীর সঙ্গে মিল ?"

নতমুখে সলজ্জ হাস্যে শশাঙ্ক বললে—"রাজযোটক। এবার যা কথা কইতে চান, আপনারা কন। আমি চললাম।"

সে উঠে চলে গেল।

উনিশ

কলকাতা থেকে সুব্রতার মেসোমশায়, মাসীমা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের আনানো হোল। চাটুয্যে মশায়ের আত্মীয়-কুটুম্বগণ এসে উপস্থিত হলেন। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের বাজার। তবু চাটুয্যে মশায়ের গোলাভরা ধান, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের তরিতরকারি এবং শশাঙ্কর অনুরক্ত ছাত্র ও সহকর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় গয়লা ও ময়রারা যোগান দিলে প্রচুর ক্ষীর, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, মিহিদানা, আরও কত কি!

মহাসমারোহে শুভবিবাহ সমাধা হোল।

শশাঙ্কর বড় ও মেজ ভগিনীপতিদ্বয় কাঁধে গামছা ফেলে মহা উৎসাহে ছুটাছুটি করে লোকজনদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করতে করতে সপরিহাসে কেবলই বলতে লাগলেন—"ব্ল্যাক মার্কেটিং! ব্ল্যাক মার্কেটিং! শশাঙ্ক, কাজটা কি ভাল হোল ভাই? তুমিও চোরা-কারবারির দলে ঢুকলে! এটা ধর্মে সইবে?"

হেসে শশাঙ্ক বলল—"অধর্মটা করলুম কিসে?"

"লতার জন্য শিক্ষয়িত্রী স্থির করতে গিয়ে, নিজের বধূ নির্বাচন!"

"স্বেচ্ছায় নয়, সজ্ঞানেও নয়!"

"তবে? এমন অঘটনটা ঘটলো কি করে?"

"দশ-চক্রে ভগবান ভূত!" বলে শশাঙ্ক হাসতে হাসতে পলায়ন করলে!

চাটুয্যে মশায় কি কাজের জন্য এসে ডাক দিলেন—"ছোটমা, একটা কথা শুনুন—"

চাটুয্যে-গৃহিণী সহাস্যে বললেন—"এখনো ছোটমা? ছেলে-মেয়ের বিয়ে হোল যখন, তখন আমাদের সঙ্গে ছোটমার সম্পর্ক বদলে গেল যে!"

ছোটমা হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চাটুয্যে মশায় তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিয়ে, বললেন—"যাদের সম্পর্ক বদলেছে, বদলাক্। আমার ছোটমা চিরদিনই আমার পূজনীয়া ছোটমা থাকবেন! আসুন তো মা, একটা পরামর্শ করি!"

সুচারু ছুটতে ছুটতে এসে শশাঙ্ককে ডাক দিলে—"স্যর্, শীগ্‌গির আসুন। আমাদের বৈদ্যপুর স্কুলের মাষ্টারমশাইরা এসেছেন। আপনাকে খুঁজছেন। তাঁদের খেতে বসানো হবে কোথা?"

শশাঙ্ক বললে—"বাবাকে জিজ্ঞাসা কর। জামাইবাবুরা গেলেন কোথা?"

ভগিনীপতিদ্বয় সামনে এসে বললেন—"এই যে ভাই, এসেছি।"

একজন বললেন—"শশাঙ্কর কীর্তি দেখে দেখে আমার রাগ হচ্ছে। নিরীহ ভালমানুষ ছাত্রটিকে পদচ্যুত করে, বানালে কি না—শ্যালক। সুচারু ভাই, তোমার অপমান বোধ হচ্ছে, না ?"

সুচারু হেসে বললে—"ভয়ানক! আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। এখন মাষ্টারমশাইদের খাওয়াবেন আসুন !"

হাসি-তামাসা আনন্দ-কলরবের সীমা নাই। চারিদিকে উল্লাস-উৎসবের বন্যা প্রবাহিত হতে লাগল! আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে পিসীমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সমস্ত নরনারীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসে সানন্দে ভোজ খেয়ে, অকপট শুভ-কামনাসহ শুভ বিবাহে বহুবিধ প্রীতি-উপহার দিয়ে গেলেন। 'চাকরি-করা মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না' বলে যাঁরা বারে বারে সদম্ভ উক্তি ঘোষণা করেছিলেন, সেই গৃহিণীর দল, অসার দাম্ভিকতা ভুলে গিয়ে, পরম প্রীতিভরে এসে বিবাহের সব রকম অনুষ্ঠানে সাগ্রহে সাহায্য করলেন। মনে হোল, সুব্রতা চাকরি ছেড়ে দিয়ে যে বিবাহ করেছে, এতে তাঁরা পরম সন্তুস্ট হয়েছেন এবং সুব্রতাকে এবার আত্মীয়ারূপে গণ্য করেছেন।

পাকস্পর্শের দিন লতা গ্রামের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে সুব্রতার অনুরক্তা ছাত্রীদের বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে এল।

বৈকালে যখন লতা ও তার দিদিরা সবাই মিলে ঘরের মধ্যে নববধূ সুব্রতাকে বেনারসী জামা-কাপড় পরিয়ে ফুলের

কর্ম্মদক্ষতা ও শ্রমশীলতাগুণে কয়েক বৎসরের মধ্যে সুচারুর আর্থিক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হোল। চাটুয্যে মশায় নিজে উদ্যোগী হয়ে, তার জন্য জমিজমা সংগ্রহ করে দিলেন এবং নিজের বাড়ীর পাশে পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিয়ে দিলেন।

চাটুয্যে মশায় সুব্রতার সদগুণরাশি দেখে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন। নিজের জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যার চারটি মেয়েকে এনে বাড়ীতে রেখে সুব্রতার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী সুন্দরী শান্ত প্রকৃতি সুলেখা যেবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোল, চাটুয্যে মশায় সেই বছরেই সুচারু, সুব্রতা ও ছোটমার মত নিয়ে মহা ধূমধামে সুচারুর সঙ্গে সুলেখার বিয়ে দিলেন। বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে লতা, বিমল, মেজ জামাইবাবু খুব আনন্দ করে সব ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করলেন। হৈ-হল্লা হাসি-হট্টগোলের সীমা রইল না!

ফুলশয্যার রাত্রে লতা তার শিশু-সন্তানটিকে কোলে নিয়ে এসে পরিহাস-প্রিয় সুকণ্ঠ গায়ক মেজ ভগিনীপতিকে সপরিহাসে বললে—"মেজ জামাইবাবু, দাদার ফুলশয্যার রাত্রের কথা মনে পড়ে? আড়ি পেতে খুশী হয়ে আমাদের চমৎকার গান শুনিয়ে ছিলেন। চলুন, আজ দাদার শালার ঘরে আড়ি পাতি গে।"

জিভ কেটে মেজ জামাইবাবু কানে হাত দিলেন। সকরুণ কণ্ঠে বললেন—"সুচারু যে এখন আমাদের জামাতা-বাবাজী! ক্ষমা কর ভাই।"

সুব্রতা তার শিশুকে কোলে নিয়ে কি কাজের জন্য সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"কিন্তু মাঙ্গলিক গান যে আজ আপনাকে গাইতেই হবে জামাইবাবু! আপনার সেদিনের গান আজও আমার কানে বাজছে। আজও আপনার কণ্ঠে কবিগুরুর আশীর্বাদ-গান শুনতে চাই।"

মেজ জামাইবাবু সুগম্ভীরে বললেন—"বরের দিদি, কনের শিক্ষয়িত্রী-মামী মহোদয়ার আদেশ শিরোধার্য। আমি আপনার তুষ্টি-বিধানের জন্যে এখনি গান আরম্ভ করছি।"

নব-দম্পতির ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে তিনি গান গাইতে আরম্ভ করলেন—

"সুখে থাক, আর সুখী কর সবে।
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে॥
মঙ্গলেব পথে থেক নিরন্তর
মহত্ত্বের পরে রাখিও নির্ভব
ধ্রুব সত্য তাঁবে, ধ্রুব তাবা কব
সংশয় নিশীথে, সংসাব অর্ণবে।...
চিব মধুময় প্রেমেব মিলন
মধুব করিয়া রাখুক জীবন
দু'জনার বলে, সবল দু'জন
জীবনের কাজ সাধিও নীববে॥"

—সমাপ্ত—